আধুনিক সভ্যতার যুগে, ইংরাজিনবীশ বাঙ্গালীবাবুদিগের মুখে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের কথায় ও ভাবে প্রকাশ পায় যে, যাহারা দোকান করিয়া সংসার প্রতিপালন করে, তাহারা নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর লোক ও দোকানদার। মান-সম্ভ্রম হিসাবে, তাহাদের মান ইজ্জৎ কেরাণিধূরন্ধরগণ অপেক্ষা অনেক কম। তাহারা নৈতিক শিক্ষা মোটেই পায় নাই—তাহাদের সহিত লোকসমাজের মেলা-মেশা যেন তত বেশী নয়! তাহারা কেরাণিগণ অপেক্ষা এখন অনেক নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। কতদূর দুঃখের কথা ভাবুন। যাহারা তিন চারিটি পাশ করিয়া, রোগ সঞ্চার করিয়া, পিতামাতা ও শ্বশুরকুলকে ঋণগ্রস্ত করিয়া, পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরী করে, বা সেই আশায় যাহাদের উমেদারী করিতে করিতে পায়ের সুতা ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে তাঁহারা হইলেন কি না মান-সম্ভ্রমে সমাজের চক্ষে বড়; আর যাঁহারা ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক উপার্জ্জন করিয়া, দশ জন আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করিয়া, হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণ রক্ষা করিয়া, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা হীন! অশিক্ষিত! তাঁহারা যদি হীন অশিক্ষিত হন, তবে আমাদের মত শিক্ষিত, দীন দরিদ্রের দ্বারা সংসারের বা সমাজের কোন্ উপকার সাধিত হইতে পারে? একমুষ্টি ভিক্ষা দিতে যাহাদের চিন্তা করিতে হয়, একজন আত্মীয় দুইদিন গৃহে অবস্থান করিলে যাহাদের রাত্রিতে ভাবনায় সুনিদ্রা হয় না, তেমন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাস পাইয়া যদি ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবেই সমাজের ও দেশের কল্যাণ।

সৌভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে এরূপ সংস্কার, শিক্ষিতযুবকমণ্ডলীর মস্তিষ্ক হইতে অনেকটা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহাদের ভিতর অনেকেই চাকরীর মোহিনীমায়া কাটাইয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের পথ অন্বেষণ করিতেছেন। দোকান খুলিয়া বসিতে এখন তাঁহারা আর বড় লজ্জা অনুভব করেন না, বরং গৌরবই অনুভব করিয়া থাকেন। এই সকল নবজীব, নবানুরাগ, নবীন উৎসাহ অবলোকন করিলে, হৃদয়ে বল, মনে গভীর আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয়। অমুক বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন শুনিলে, বড়ই সুসংবাদ বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের ব্যবসায় অনেক নূতন সংবাদ আনিয়া দিবে

এবং ব্যবসার মধ্যে বর্ত্তমানযুগে যতটুকু সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ইঁহাদের দ্বারাই পরিপূর্ণ হইবে, এরূপ আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

কিন্তু সকল কাজের মূলেই শিক্ষার প্রয়োজন। লেখাপড়া যেমন বিপুল পরিশ্রম অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা করিতে হয়, ব্যবসায়ও তেমন অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন অবলম্বন করিয়া শিক্ষা না করিলে আমরা কোনও দিনই ব্যবসায়ী হইতে পারিব না। বর্ত্তমানযুগে বাণিজ্য যাঁহাদের হাতে আবদ্ধ, অশিক্ষিত, ছাতুখোর, "মেড়ুয়া" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের অভিহিত করিলে, ফলে তাঁহাদের প্রীতি লাভ করিতে ত পারি না, বরং তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিতে, নিজেদের অবমানিত মনে করিয়া ব্যবসায় মুল শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করিবার অবসর হারাইয়া যে কোনও ব্যবসায় প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই বিফলকাম ও মূলধনের অপব্যয় করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হই। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন,—"আমরা পশ্চিমপ্রদেশীয় ভ্রাতাদিগের কার্য্যকুশলতা ও ব্যবসায় তৎপরতায় হিংসাপরবশ হইয়া, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধশিক্ষিত মেড়ুয়া, ছাতুখোর কিংবা ততোধিক কোন প্রীতিকর অভিধানে ভূষিত করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ ইহারাই আজ বাঙ্গালার ব্যবসায়ী, ইহাদের নিকট আমাদের শিখিতে হইবে। ব্যবসায় বাণিজ্য বিদ্যাধ্যায়ীর ন্যায় না শিখিলে কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা যায় না। ইহা এমনই বিষয় যে হাতে করিয়া না দেখিলে ও শিখিলে কখনও সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। দেশে এক ধূয়া উঠিয়াছে যে, চাকরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইবে। আজকাল প্রায় সকল যুবকই বলিয়া থাকেন, "কেন! দোকান খুলিব।" ইহা অতি উত্তম চেষ্টা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার মনে হয় এ বিষয় পাশ্চাত্যদেশের রীতি সুপ্রশস্ত।

বাণিজ্য-ব্যবসায়েচ্ছু যুবকগণ প্রথমতঃ কোন শিল্পশালা, কি দোকানে শিক্ষানবীশ (apprentice) হইয়া কিছুকাল যাপন করুন। এই সময়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, একাগ্রতার সহিত কর্ম্ম করিয়া ব্যবসায় কিংবা শিল্প সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হউন, তৎপর স্বীয় অর্থেই হউক কি যুক্ত ভাণ্ডার খুলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। ইহাতে কৃতকার্য্যতা প্রায় একপ্রকার নিশ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে নব্যযুবকগণ বহু অর্থ ও চসমা, চুরুট, চেন লইয়া বাজারে অবতীর্ণ হন। এই সকল যুবকগণ

দুগ্ধফেননীভ শয্যায় লালিত পালিত, পিতামাতা ভ্রাতা বন্ধুর, কখনও বা নবপরিণীতা ভার্য্যার স্নেহরসে সিক্ত ও পরিবর্দ্ধিত। এই সুখময় কল্পনার জীবন হইতে সহসা সংসারের কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উহারা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকে, কৃত্রিম বন্ধু ও ব্যবসায়ীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শীঘ্রই বাইবেল-উক্ত যুবকের ন্যায় (Prodigal) পিতার চরণে উপস্থিত হয়। বস্তুত এতাবৎকালের মধ্যে কতিপয় ভদ্রযুবক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত কি অশিক্ষিত দোকানদারের প্রতিযোগীতায় তাঁহাদিগকে দোকানপাট গুটাইতে হইয়াছে। শিক্ষিতের দোকান ও সাধারণ দোকানে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে।"

এখন বেশ প্রতীয়মান হইতেছে, যে ব্যবসায়ের মধ্যে তদ্‌সংক্রান্ত শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রয়োজন বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যবসায় উন্নতি করিতে হইলে, সে ব্যবসার বিষয় বিশেষ করিয়া, সে সম্বন্ধীয় ব্যবসায়ীর নিকট শিক্ষানবীশি করিয়া তবে ব্যবসায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। দেশকে উন্নত করিতে হইলে কেবল ব্যবসায়, ব্যবসায় করিয়া উর্দ্ধমুখে ছুটিলে কোনও দিন কিছুই করিতে পারা যায় না। এই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়েচ্ছুগণকে তাঁহার স্বদেশবাসী ব্যবসায়ীগণের যথাসম্ভব উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

কেহ হয়ত, একটী কারবার করিয়া দুই পয়সা বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার নিকট যদি কেহ সেই কারবার শিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে সাধারণতঃ দেখা যায় তিনি সঙ্কোচিত হন, মৌখিক কখনও কখনও কেহ শিক্ষা দিতে স্বীকার করেন সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনে মনে, কোনও রূপে তাঁহারা কাহাকেও সাহায্য করিতে রাজি হন না। তাঁহাদের মন এতই সংকীর্ণ ও ছোট হইয়া গিয়াছে, যে তাঁহাদের ক্ষুদ্র সীমার ভিতর কাহাকেও আসিতে দিলে তাঁহাদের ব্যবসায় লাভ কমিয়া যাইবে। এই প্রকার অন্তকরণ লইয়া যাঁহারা ব্যবসায় ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের উন্নতি সুদূরপরাহত।

পরস্পর সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে আজ পর্য্যন্ত কোনও জাতি জগতে উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। ব্যবসায় মূলভিত্তি সততা, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য। বঙ্গবাসীর মধ্যে এই গুণগুলি অত্যন্ত অভাব।

যাঁহারা কোনও দিন পরিশ্রম বা চেষ্টা করিবেন না, তাঁহারা কেমন করিয়া বড় হইতে পারেন। জলে অবতরণ না করিয়া কেহ কোন দিন

সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারেন নাই। ব্যবসার ভিতর প্রবেশ না করিয়া সেই সম্বন্ধে বিজ্ঞের মত কেবল নিশ্চেষ্টভাবে অর্থহীন মত প্রকাশ করিয়া বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না—কাজ করিতে হইবে।

আমাদের বাঙ্গালার ভিতর এখন এমন অনেক ব্যবসায় পড়িয়া রহিয়াছে, যেগুলি অবলম্বন করিলে অচিরে বঙ্গবাসীকে আর অন্নাভাবে অকালে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। পাশ্চাত্যদেশবাসিবণিকগণ মানচিত্রে ও ভূগোলে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ও নানা গ্রন্থে সেই সকল প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় অবগত হইয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিবার জন্য কত দূরদেশ হইতে এ দেশে আসিয়া বিপুল ধনরত্নরাজি উপার্জ্জন করিয়া জগতের চক্ষে বলে, বীর্য্যে, স্বদেশকে ধনধান্যশালী ও গৌরবে স্বজাতিকে বরণীয় করিতেছেন; আমরা পরে ব্যবসায়ীর মধ্যে সেই সকল ব্যবসায়ের কথা ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করিব।

আমাদের দেশের ব্যবসায় প্রধান অন্তরায় অবিশ্বাস। কেহ কাহার উপর বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে পারেন না যে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়, কিছু দিন পরে তিনি কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন। আমরা যেমন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চীৎকার করি, তেমনই অধর্ম্মও সর্ব্বদিক দিয়া আমাদের দ্বারা যেরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বোধ হয় অন্য কোনও জাতি কোনও দিন মনে কল্পনা করিতেও সাহস করেন না।

বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যবসায় করা আমরা পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি সত্য কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি করা দূরে থাক্ প্রতারণা জাল বিস্তার পূর্ব্বক নিরীহ পল্লীবাসিগণকে প্রতারিত করিবার পথ পরিষ্কার করিয়াছি। প্রকৃত ব্যবসায়ীগণের উপর দেশবাসীর ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত করিয়া ব্যবসার পথ বন্ধ করিয়া আনিতেছি। এ সকল ত্রুটী জন্য দায়ী কে? দায়ী অনেকটা প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ীগণ। কারণ এ প্রকার প্রতারক ব্যবসায়ীদিগের নাম ও ধাম পুলিশের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া দেওয়া প্রকৃত ব্যবসায়ীদিগের কর্ত্তব্য। একটী পীড়িত মেষ দলে থাকিলে অন্যান্য সকল সুস্থ মেষদিগকে শীঘ্র পীড়িত করিয়া ফেলে। সুতরাং সে মেষটিকে অচিরে দলছাড়া করা কর্ত্তব্য নয় কি? অনেক যৌথকারবারের অনুষ্ঠানপত্রে ধনী কর্ম্মকর্ত্তা, উৎসাহদাতা, সাহায্যকারী প্রভৃতির নাম প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাদের নামের মূল্য রীতি-

মত টাকার অংশ বিক্রয়ও হয় এবং তাহার অধিকাংশ অংশই সরলপ্রকৃতি নিত্যঅভাব-পীড়িত বঙ্গবাসিগণেই ক্রয় করিয়া থাকে। কত জুয়াচোরে নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া মফঃস্বলবাসিগণকে প্রতিদিন প্রবঞ্চনা করিতেছে। আর যাঁহারা যথার্থই ব্যবসায়ী, তাঁহারা এই সকল প্রতারক-গণের নিমিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। অনেকস্থলে এরূপ দেখা যায়, যে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক এ সকল কারণে কারবার করিতে আসিয়া লোকসান্ দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দোষারোপ করিতে ছাড়েন না। কিন্তু ব্যাধি কোন্ খানে কে উত্তর দিবে? প্রতিকার যে প্রয়োজন, সে দিকে মোটেই কাহারও লক্ষ্য নাই। ব্যবসায়ী কর্ত্তব্য যে, সেই সব ব্যবসায়ীদের নাম ও ঠিকানা গোপনে রীতিমত অনুসন্ধান ও প্রমাণাদির সংগ্রহ করিয়া পুলিশে তাহাদের বিষয় জানাইয়া, পরে তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করাই প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় ও বাণিজ্য উন্নতি-কল্পে সহায়তা করা। এই ব্রতপালন করিবার জন্য ব্যবসায়ী তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব তাহা করিতে বিন্দুমাত্র অবহেলা প্রদর্শন করিব না।

সকল ব্যবসায়ীর ভিতর একটী মিলনমন্দির থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা ঘটিবার সুযোগ আমাদের দেশে একান্ত অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ আমাদের মধ্যে সাধারণভাবে এ প্রকারের সম্মিলন প্রায় কেন, মোটেই দেখা যায় না। ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য যে সেই সকল লোকের অভিমত প্রকাশ করিয়া তাহাদের ভিতর একটী পরিচয় সংস্থাপন করা। ব্যবসায়ীমাত্রেই ইচ্ছা করিলে তাহাদের অভিজ্ঞতা এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারেন। তাহাতে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। বিদেশীবণিকগণের ভিতর এইরূপ মিলন চিরদিন বিদ্যমান রাখিয়াছে। ফলে ইহাতে অনেক বিষয় পরস্পরের সাহায্য হয়। উদাহরণের স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কোনও একজন বড় জমিদার কোনও একটী দোকান হইতে অনেক টাকার দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবার পর, নানাকারণে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না, এবং সেই দোকানদার তাঁহার পূর্ব্বে প্রাপ্য টাকা আদায় না হইলে, নূতন দ্রব্যাদি পাঠাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন তিনি আর একজন সেই শ্রেণীর ব্যবসায়ীর নিকট প্রয়ো-জনীয় দ্রব্যে আদেশ দেন। এদিকে যখন জমিদার কোনও মতে পূর্ব্ব পাওনাদারের টাকা সহস্র পত্রাঘাতেও পরিশোধ করিতে পারিলেন না, তখন

ব্যবসায়ী মিলনমন্দির হইতে তাঁহার নাম, ঋণের কথা গোপনে ব্যবসায়ীগণের নিকট জানান হইয়া থাকে। ফলে সকলেই সাবধান হইতে পারিল এবং জমিদার উপলব্ধি করিলেন যে, তিনি যাঁহাদের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ তাহাকে তেমন সমাদর করিল না। এইরূপ মিলনের ফলে তিনি অন্যের নিকট নুতন ঋণজালে জড়িত হইলেন না। ব্যবসায়ীর টাকাও ক্রমে ক্রমে আদায় হইল। অনর্থক আর একজন ব্যবসায়ীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল না। অতএব ব্যবসায়ীদের ভিতর মিলন বিশেষ আবশ্যক। বঙ্গদেশের সমস্ত ব্যবসায়ী যাহাতে এই সকল বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইতে পারেন, তাহার নিমিত্ত কলিকাতায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর উপদেশ অনুসারের ব্যবসায়ী পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে। যাহাতে প্রত্যেক ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী-পত্রিকার গ্রাহক হইয়া তাঁহাদের কারবারের উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সেই নিমিত্ত যৎসামান্য মূল্য নিরূপণ করিয়া ব্যবসায়ী প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলিবার আছে; এবার কেবলমাত্র ভূমিকা প্রকাশিত হইল। আগামীবারে অন্যান্য কথার সহিত দুই একটী নুতন ব্যবসার কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।　　(ক্রমশঃ)

শিল্প ও বিজ্ঞান-সমিতি।

বিগত ৭ই বৈশাখ, শনিবার, কলিকাতা টাউনহলে শিল্প ও বিজ্ঞান-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বার্ষিক রিপোর্ট যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এই সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য ৪৮টী জেলা কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং বার্ষিক ২০ হাজার টাকার বৃত্তির বন্দোবস্ত হইয়াছে। দেওঘরে ৪৫,০০০ বিঘা জমি লইয়া কৃষির বন্দোবস্ত হইতেছে। এ বৎসর ২৯ জন যুবক এই সমিতি হইতে ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা, জর্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছে। আমাদের এই শিল্প ও বিজ্ঞান সমিতি দেশের যে কি দারুণ অভাব মোচন করিয়াছে, তাহা সুধীজন মাত্রেই অবগত আছেন। যাহাতে এই

সমিতি চিরস্থায়ী হয়, তংবিষয়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর ঐকান্তিক সরল চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রিপোর্ট পাঠ হইবার পর কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১) শিবপুরর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য নহে। (২) শিবপুর কলেজকে ব্যবহারিক কলেজে পরিণত করা উচিত। (৩) ছাতা, মোজা, গেঞ্জি ও চিনি প্রস্তুত করিবার কল স্থাপনে লোকে সমবেত চেষ্টা করুন। (৪) ভারতে যে সকল স্বদেশীয় ষ্টীমার কোম্পানী আছে, তাহারা সকলে মিলিত হইয়া একটী বড় কোম্পানী স্থাপিত করুক। (৫) এ দেশের লোকে কেন দেশীয় দিয়াশালাই, পেন্সিল, কলম, মৃত্তিকার বাসন ও পুতুল, ছাপিবার কালী, বোতাম, চিরুণি, কর্ম্মের জিনিস, বিস্কুট, সাবান, কালী, রং করা কাপড়, শিল্কের চাদর, তুলাজাত দ্রব্য ক্রয় করে, সাধ্যমত যেন আমদানী দ্রব্যাদি ব্যবহার না করে। (৬) ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের স্মৃতিরক্ষা করা হউক, ইত্যাদি।

আগামী বৎসরের নিমিত্ত সমিতির এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইল। সভাপতি হইলেন বর্দ্ধমানের রাজা বিজয়চাঁদ বাহাদুর। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব সুজাত আলি বেগ খাঁ বাহাদুর, নবাব সিরাজুল ইস্‌লাম, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ইঁহারা সহকারী সভাপতি হইলেন।

জাতীয় উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীন ও সর্ব্বতোমুখীন করিতে হইলে অনেক ত্যাগ-স্বীকার ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। আমাদের দেশে বাঙ্গলার জলবায়ুর দোষে কোনও জিনিষ স্থায়ী হয় না কিম্বা যাহা একবার যায়, তাহা আর ফিরিয়া আইসে না। যৌথ কারবার দুইদিনে শেষ হইয়া যায়, অবশেষে অংশীদারদিগের মুখ দেখা দেখি থাকে না। কিন্তু এক-বার বোম্বাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। কি দেখিবেন, মহাত্মা টাটা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য যে সকল যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা দিন দিন কেমন উন্নতি লাভ করিতেছে। টাটার স্থাপিত নাগপুরের এম্প্রেস মিল আজ ভারতের কেন্দ্রস্থানীয় হইয়াছে। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্যোদয় হইবে না? বঙ্গলক্ষ্মীর কেলেঙ্কারীর কথা আজ বঙ্গে কিরূপ ঘোষিত হইতেছে? ম্যাচ্‌ফ্যাক্টরি স্থাপন করিতে যাইয়াই তাহার বিলোপ হইল, ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?

এই ভারতবর্ষ এক বিশাল মহাদেশ। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম্ম; এখানকার সব পৃথক—কাহারও সহিত কাহার মিল নাই। এই সমস্ত জাতিকে একত্রিত না করিলে জাতীয় সাধনা ও উন্নতি হইতে পারে না। এই সকল জাতিকে একত্রিত করিতে হইলে প্রথম সার্ব্বজনিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। যে সকল জাতি সমাজের অতি নিম্ন স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে হাত ধরিয়া উন্নতির পথে তুলিতে হইবে। যে সকল সামাজিক ও নৈতিক ব্যাধি সমাজ-দেহকে অল্পে অল্পে মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা দূর করিতে হইবে, সমাজে উন্নততর ধর্ম্ম ও নীতির প্রচলন করিতে হইবে। দেশের সমাজ শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যক এবং এই সকল উন্নতি পরস্পর সাপেক্ষ। তাই আমরা শিল্প ও বিজ্ঞান সমিতির উন্নতি দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের দেশের বরেণ্য নেতৃবর্গ এই দারুণ অভাব পরিমোচনের জন্য স্থিরসংকল্প হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

যে সকল প্রতিভাবন ছাত্র বিদেশে গমন করিয়া বিভিন্ন কার্য্যাদি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারা কোথায় কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহার একটী তালিকা আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। সকলেই এই তালিকা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, শিল্প ও বিজ্ঞান-সমিতি কি কার্য্য করিতেছেন। সর্ব্বসমেত ৮০ জন ছাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই অনেক ফ্যাক্‌টারীতে নিয়োজিত হইয়াছেন। আমরা কতিপয় নাম প্রকাশ করিলাম।

দিয়াশালাই।—মিঃ পি, সি রায়, জাপান, জর্ম্মণী এবং ইংলণ্ড হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বন্দে "মাতরম" ম্যাচ-ফ্যাক্টারীতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ এ, পি ঘোষও উপরোক্ত দেশ সমুহ হইতে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং তিনি রেঙ্গুনের ম্যাচ ফ্যাক্টারিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্র ও পুতুল।—মিঃ এস দেব, জাপান হইতে পোর্শিলেনের কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতা পটারি ওয়ার্কসে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ডি, সি মজুমদার, মৃৎপাত্র সম্বন্ধীয় বিদ্যা টোকিয়োর টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি গোয়ালিয়র ষ্টেটে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চামড়া।—মিঃ বি, এ তাহের, ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে চর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি আগ্রার বুট এবং ইকুইপমেণ্ট ফ্যাক্‌টারিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ এ আমেদ, ইংলণ্ড ও জার্ম্মণী হইতে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার ন্যাশনাল ট্যানারিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ইসমাইল লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিদ্যায় এম্ এস্ সি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি উৎকল ট্যানারিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ এ, সি সেন, ইংলণ্ড ও জার্ম্মণী হইতে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার নদীয়া ট্যানারিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ এইচ, এন মুখার্জ্জি, চামড়া পরিষ্কার করিবার প্রণালী ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বহরমপুরে চামড়ার ফ্যাক্‌টারিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাবান।—মিঃ এ, এম ঘোষ, আমেরিকা ও জাপান হইতে সাবান প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বেঙ্গল সোপ ফ্যাকটারিতে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং স্বয়ং ভেজিটেবিল সোপারি নাম দিয়া একটী ফ্যাক্‌টারী খুলিয়াছেন।

ছাপিবার কালী।—মিঃ জে, পি বোস, জাপান হইতে ছাপিবার কালী প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতা প্রিণ্টিং ইঙ্ক ওয়ার্কসে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফল রক্ষণ।—মিঃ এ, বি সরকার আমেরিকার ক্যালিফোরনিয়া হইতে ফল মুলাদি রক্ষণ প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি মজঃফরপুরের বেঙ্গল প্রিজারভিং কোম্পানীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বস্ত্রবয়ন।—মিঃ জে, এন্ সহায়, টোকিয়ো হইতে বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি গোরক্ষপুরের উইভিং ও ডাইনিং ওয়ার্কসে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ আই, বি বিদ্যান্তও উক্ত বিদ্যালয় হইতে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার এনড্রুইউল কোম্পানীর বেঙ্গল মিলে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বস্ত্র রঞ্জন।—মিঃ জি, সি সেন, ইংলণ্ড ও জার্ম্মণী হইতে বস্ত্ররঞ্জন বিদ্যা অতিশয় সুখ্যাতির সহিত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রজীবন ইংলণ্ডে অতিশয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। তিনি কলিকাতার পেইণ্ট কলার এবং বার্ণিশ ওয়ার্কসে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় প্রতিভা-

বান ছাত্র এই বিষয়ে এই প্রথম। মিঃ এ, কে সেন কার্য্যকরী রসায়ন ও বস্ত্র শুক্লীকরণ বিদ্যা ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে বস্ত্ররঞ্জন বিশারদরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সিগারেট।—মিঃ এ, সি ঘোষ, সিগার এবং সিগারেট প্রস্তুত বিধি জাপান হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বঙ্গদেশে সিগারেটের কল নাই। অযোধ্যায় একজন স্বদেশহিতৈষী তালুকদার নিজব্যয়ে গোপালমেরিয়ায় এক সিগারেট ফ্যাক্টারী খুলিয়াছেন। মিঃ এ, সি ঘোষ, ইহার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। মুঙ্গেরে একটী বিদেশী সিগারেট ফ্যাক্টারী আছে।

পেন্সিল।—মিঃ এস পি গুপ্ত, টোকিও টেক্‌নোলজিক্যাল কলেজ হইতে মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ওসাকায় পেন্সিল প্রস্তুত করণও শিক্ষা করিয়াছেন এবং এখানে আসিয়া নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় এক পেন্সিল ফ্যাক্টারী খুলিয়াছেন। এই অধ্যবসায়ী উদ্যমশীল যুবকের যত্ন ও চেষ্টা সার্থক হইলে বুঝিব, দেশের লোকের চৈতন্য অনেকটা হইয়াছে। কুমার অমেন্দ্র নারায়ণ, জাপান হইতে বিশেষ প্রশংসার সহিত এই প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতা টালিগঞ্জে স্মল ইন্‌ডাষ্ট্রীস্ ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাতী।—মিঃ এন্, এন্ মজুমদার, জাপান হইতে পেন্সিল ও মোমবাতী প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি নিজব্যয়ে দিনাজপুরে এক পেন্সিল ফ্যাক্টারী খুলিয়াছেন এবং উক্ত স্থানের মনোরমা ক্যাণ্ডেল ফ্যাক্টারীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ধাতুর চাদর।—মিঃ বি, কে সেন, জাপান হইতে ইলেকট্রো প্লেটিং ও নানাবিধ ধাতু হইতে চাদর প্রস্তুতকরণ বিধি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার সিট্ মেটাল ওয়ার্কসে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঔষধ প্রস্তুত করণ।—মিঃ এস্, সি ব্যানার্জ্জি, জাপান হইতে নানাবিধ এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি রসা ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চিরুণি ও বোতাম।—মিঃ এস্. এন্ ঘোষ জাপান হইতে সেলুলয়েডের নানাবিধ চিরুণি ও বোতাম প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

তিনি যশোহরে কোম্ব এবং বটন্ ম্যানুফ্যাক্‌চরিং কোম্পানীতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ পি, সি রায়ও জাপান হইতে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি নিজব্যয়ে কলিকাতায় এক বোতাম ফ্যাক্‌টারী খুলিয়াছেন।

বিস্কুট।—মিঃ এ মিত্র জাপান হইতে বিস্কুট প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি নিজব্যয়ে কলিকাতায় রাজলক্ষ্মী বিস্কুট ফ্যাক্‌টারী খুলিয়াছেন।

চিনি।—মিঃ এস বড় ঠাকুর, জাপানের ইম্পিরিয়াল এগ্রিকলচারল্ কলেজ হইতে চিনি প্রস্তত শিক্ষা করিয়া ফারমোজা দ্বীপে এক বড় চিনির ফ্যাক্‌টারীতে কিছুকাল কার্য্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে একটী বৃহৎ ইক্ষুক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। পরে অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর ডিব্রুগড়ের নিকট টিনসুকিয়ায় যে চিনির ফ্যাক্‌টারী স্থাপিত করিবেন তাহাতে নিযুক্ত হইবেন।

গো-পালন ও দুগ্ধের কারখানা।—মিঃ এস, সি মজুমদার, আমেরিকা হইতে এই বিদ্যায় বি এস সি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি নিজব্যয়ে বোলপুরে এক কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

কৃষিবিদ্যা।—মিঃ বি, ডি পাণ্ডে আমেরিকা হইতে কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কাশ্মীরে কৃষিবিভাগে এক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

খণিজবিদ্যা।—ডাঃ ডি, এন চৌধুরি, বাসিল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভূতত্ত্বসংক্রান্ত বিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া পি এইচ্ ডি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সিংভূমে এক খণিজ কোম্পানীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

রেলওয়ে।—মিঃ পি, সি বোস, কায়টোর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বরোদার ষ্টেট রেলওয়েতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ সি, সি সেন, উক্ত বিদ্যা ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে শিক্ষা করিয়া আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং।—মিঃ জে, সি গোঁসাই, আমেরিকা হইতে ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ জে, সি মিত্রও লণ্ডন হইতে

ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত কর্পোরেশনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং।—মিঃ কে,সি নন্দী, গ্লাশগো হইতে ইলেকট্রিক ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়াছেন। তিনি কোচবিহার রাজষ্টেটে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জীবন বীমা।—মিঃ জে, সি দাস, ক্যালিফোরনিয়ার কলেজ হইতে বি এস্ সি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরান্স কোম্পানীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিদ্যা।—মিঃ এইচ দত্ত লণ্ডন হইতে স্বাস্থ্যরক্ষা বিদ্যা সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা দিয়া উচ্চ সম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ইন্‌সেক ও সিল্ক কোম্পানীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিউনিসিপ্যালিটী।—মিঃ জে, কে দাস গুপ্ত, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় বি এস্ সি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীতে ডেপুটি সরভেয়াররূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষাবিভাগ, আই এম্ এস পরীক্ষা, ব্যারিষ্টারী প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে আরো কয়েকজন ছাত্র কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। আমরা এই নামগুলি প্রকাশ করিলাম কেন? আমাদের উদ্দেশ্য—আমাদের দেশের ছাত্রবৃন্দ যাঁহারা বিদেশে যাইয়া ব্যবসা ও বাণিজ্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে মোটামুটি শিল্প ও বিজ্ঞান সমিতির কার্য্যাবলী অবগত হইতে পারিবেন। কাহারও কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইলে এই সকল ছাত্রদিগকে পত্র লিখিলে সাদরে উত্তর পাইবেন। আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ যে, রাজনৈতিক আন্দোলন বা বৃথা কাজে সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের দেশের যুবক ছাত্রগণ দেশের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হউন। এই উন্নতি করিতে হইলে দেশ-দেশান্তরে যাইয়া অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। গৃহের সংকীর্ণ কোণে আবদ্ধ হইয়া আমরা "প্রাচীন জাতি" "আর্য্যঋষিদিগের বংশধর, এই প্রকার চীৎকার করিলে কোনও ফল লাভ হইবে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া উকীল কিম্বা ডাক্তার হইব,

অভাবে কেরাণীগিরি করিব, এই সংকল্প হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। নানা জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনা করিতে হইবে। জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইবে। বিলাসিতা, আত্মাভিমান, বংশগৌরব, কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার, এইগুলি বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এই সমস্ত না করিলে বিধাতার অভিসম্পাত লাগিয়া থাকিবে। উপেক্ষিত জাতি স্বাবলম্বন শিক্ষা না করিলে তাহার উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে?

বারান্তরে আমরা অন্যান্য সমিতির কার্য্যাবলী আলোচনা করিব। দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল যুবকবৃন্দ যদি এখনও ঘুম-ঘোরে অচৈতন্য থাকেন—তাহা হইলে দেশের কল্যাণ কি প্রকারে সাধিত হইবে?

বাঙ্গালীর বাণিজ্যবৃত্তি।

আজি-কালি আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনের বিশ্বাস যে, তেলি তাম্বলিদের মুদিখানার দোকানে তৈল লবণ বিক্রয়ে এবং গন্ধ-বণিকদের মসলার দোকানে জিরা মরিচ হলুদ লঙ্কা বিক্রয়েই বাঙ্গালীর বাণিজ্যবৃত্তি চরিতার্থ। হাটেবাজারে তন্তুবায়েরা যে দুই চারিখানা ধুতি উড়ানি সাটী বিক্রয় করে, তাহাতেই আমাদের দেশের শিল্প-গৌরব রক্ষা পায়। আমাদের দেশের বণিক ও শিল্পিগণের এইরূপ অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার ৺ শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের কারতারক কোম্পানীর বিলাতী মালের আমদানি দেখিয়া একদিন আনন্দে মনে হইয়াছিল, এতদিনে বাঙ্গালীর অদৃষ্ট ফিরিল, বাঙ্গালী বাণিজ্য ব্যবসায় শিখিল। আর বাঙ্গালীর কিসের ভাবনা, এইবার বিস্তীর্ণ বারিধিবক্ষে বাণিজ্য-তরী ভাসাইয়া এদেশের মাল বিদেশে এবং বিদেশের মাল এদেশে অনিতে পারিলেই বাঙ্গালীর ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিন ঘুচিয়া সুখের দিন আসিবে। বাঙ্গালী বাণিজ্যবৃত্তিতে গৌরবান্বিত হইতে পারিবে। কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনে উঠিয়া মনেই লীন হইয়া যায়। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, তারকনাথ সরকার প্রভৃতি ইংরাজীশিক্ষিত মহাপুরুষেরা দেশীয় যুবকদিগকে কুড়ি পঁচিশ টাকার দাসত্বের জন্য "হাহা" করিতে না দিয়া যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রশস্ত পথে

জীবিকার্জ্জন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিবার সদ্দৃষ্টান্ত সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন কিন্তু নিরীহ নিরুদ্যম বাঙ্গালী বহুকাল অর্ণবপোতে আরোহণ করে নাই। ঊর্ম্মিমালাসমাকুল সমুদ্র প্রায় ত্রিশ চল্লিশ পুরুষ দেখে নাই, সমুদ্রযাত্রায় যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অভ্যস্ত ছিল, বহু দুরবর্ত্তী সমুদ্র-পথে পোতচালনা দ্বারা অভিনব রাজ্য সংস্থাপনে সার্থক হইয়াছিলেন। বিদেশের পণ্যে আপনাদের মাতৃভূমির অভাব মুক্ত করিয়াছিলেন। এখন যেমন শ্বেত কৃষ্ণাদি নানা দেশের, নানা জাতীয় লোকে ভারতের ধনে ধনবান হইতেছেন, আমাদের অতি পূর্ব্বপুরুষেরাও যে তাহা না করিতেন এমন নহে। কিন্তু কালের কঠোর করাবমর্ষণে আমাদের উজ্জ্বল স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে। এখন আমরা সমুদ্রে যাইব—কি ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গায় সাঁড়া সাঁড়ি "বান ডাকিবার সূচনা পাইলে নৌকায় উঠিবার সাহস হারাইয়া বসি, একতলা দুই তলা উচ্চ সমুদ্র তরঙ্গের কথায় কাজ কি—উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে গঙ্গা সাগর সঙ্গমে যাইতে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমাদের সমুদ্রযাত্রা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গের বাণিজ্যকাহিনী লইয়া কিয়দ্দিন হইল একখানি সুন্দর পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে আমাদের মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। আমাদের প্রাচীন কবিগণের অনেকে আপনাপন কাব্যে তাহার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের নানা স্থানে যে বড় বড় বাণিজ্যবন্দর ছিল তাহাও তাহাতে জানিতে পারা যায়।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইতে চলিল—দক্ষিণ রাঢ়ের সিংহপুর রাজ্যের রাজকুমার প্রজাপীড়ন দোষে নির্ব্বাসিত হইয়া সুদুরবর্ত্তী সিংহলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন,একথা আমরা এতদিনের পর আজি তাহা সিংহলের ইতিহাসে শুনিতে পাইয়া আপনাদিগকে কতটা ভাগ্যবান মনে করিতেছি। Bengalis are weak in body, timid in mind. বাঙ্গালিরা শরীরে বল-হীন, ভীরু এতদিন নিরাপত্তিতে এই কলঙ্কের পাসরা মাথায় বহিতেছিলাম, বিদেশের ইতিহাস আজি আমাদের সে কলঙ্কের মোচন করিয়াছে।

গ্রীকরাজ আলেকজান্দরের রাজদূত মিগাস্থিনিশ বহুকাল এদেশে থাকিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও আমরা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "The fourth class superintends trade

& commeice. চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারিরা ব্যবসায় বাণিজ্যের তত্ত্বাবধায়ন লয়েন।

অন্যত্র—Some till the soil, some are soldiers, some traders. এক শ্রেণীর লোকে ভুমিকর্ষণ করে, আর এক শ্রেণীর লোক সৈনিক, অন্য শ্রেণীর লোক বণিক।

আমাদের সমুদ্রযাত্রার পোতারোহণের প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে—One division is appointed to co-operate with the Admiral of the ship. রাজা চন্দ্রগুপ্তের আমলে রণতরীর তত্ত্বাবধান জন্য উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, একথা মিগাস্থিনিসের উক্তিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে। আরও বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের লোক অতি প্রাচীনকালে বণিকবৃত্তিক ছিলেন। পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্রে যে বৈশ্য জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের কৃষি বাণিজ্য বই অন্য বৃত্তি ছিল না। কেবল তাহাই নহে—আমাদের রাজাদের রণপোত ছিল, তাঁহারা জলযুদ্ধও করিতেন।

অষ্টম শতাব্দে হুয়েন্থ সাং ভারত পরিভ্রমণে আসিয়া তমলুকের বাণিজ্যবৈভব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমরা কোনকালে বাণিজ্য-বৈমুখ ছিলাম না। কয়েক শত বৎসর মুসলমান রাজত্বে বসবাস করিয়া আমরা মাটী হইয়া গিয়াছিলাম। ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজ ফরাসী জার্ম্মণ প্রভৃতি জাতির বাণিজ্যপ্রিয়তা দর্শনে আমাদের মোহনিদ্রা ক্রমেই দূর হইতেছে। এখন আমাদের দেশের সুরকুলের মধ্যে অনেকেরই বণিকবৃত্তির প্রবৃত্তি বলবতী দেখা যাইতেছে। ইহাতে বুঝিতে হই[illegible] [illegible]মাদের দারিদ্র্য দুঃখের অবসানকাল নিকটবর্ত্তী।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী চণ্ডী কাব্যের প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রাচীন কালের বাণিজ্যের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, আমাদের দেশের নাবিকেরা সমুদ্রে পোত চালনায় পারদর্শী ছিল, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিত না। জাহাজ নির্ম্মাণকার্য্যেও এ দেশের লোক সুদক্ষ ছিল। উজাবনার রাজ সদাগর ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত যখন পিতার উদ্দেশে সমুদ্র যাত্রা করেন, তখন তাঁহার যে সাতখানি ডিঙ্গা প্রস্তুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ যেখানি তাহার নাম মধুকর। বাণিজ্য-পোতের গঠনবার্ত্তা কবির ভাষায় শ্রবণ করিলে পুলকিত হইতে হয়।

প্রথমে করিল সজ্জ, দীর্ঘে ডিঙ্গা শতগজ,
আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ।
গজ-মুকুতার বাতা, মকর আকার মাথা,
মাণিকে করিল চক্ষুদান।
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর, মাঝখানে ছই ঘর,
পাশে গুড়া বসিতে গাবর।
দিসারু বসিতে পাট, উপরে মালুম কাঠ,
পাছে গড়ে মাণিক ভাণ্ডার।

ডিঙ্গার দৈর্ঘ্য শতগজ—দুই শত হাত, প্রস্থ বিংশ গজ—চল্লিশ হাত। আজিকালি গঙ্গাবক্ষে যে সকল বৈদেশিক পোত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আকার আয়তন "মধুকর" অপেক্ষা বড় নহে।

মনসার ভাসানে চাঁদ সদাগরের পরিচয় কাহারও অবিদিত নাই। তখনকার কালে সাতডিঙ্গায় যাহার বাণিজ্য দ্রব্য না বহিত, সে বণিক গণনার মধ্যে আসিতেন না। চাঁদেরও সাতটী ডিঙ্গা ছিল, মনসাদেবীর কোপে সে সমস্তই জলমগ্ন হইয়া যায়। চণ্ডীকাব্যেও চাঁদ সদাগরের পরিচয় আছে যথা,—

কেবা চাঁদ সদাগর, তার না কি আছে বর,
ঘর তার চম্পক নগরী।
মনসার সঙ্গে বাদ, হয়েছিল বিসম্বাদ,
জাতিনাশ কৈল বিষহরি।

'চীন বাণিজ্যপ্রধান স্থান সপ্তগ্রাম এক্ষণে সাত গাঁ বলিয়া পরিচিত, সেই . ‍ ‍ ‍মর বাণিজ্য অতুলনীয়, তাহাও প্রাচীন কাব্যে দেখিতে পাই। যথা,— "বটেশ্বরী কাছে লক্ষ্য হলো সপ্তগ্রাম,"

* * * *

ও সব সফরে যত সদাগর বৈসে।
সবে ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে॥
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে ব'সে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপম।
সপ্ত ঋষি শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

সপ্তগ্রামের বাণিজ্য-বৈভবের কথা ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়। এখানে নানা দেশের বণিকেরা বাণিজ্য করিতে আসিত। সপ্তগ্রামের বণিকদিগকে ব্যবসায়ের জন্য অন্যত্র যাইতে হইত না, তাঁহারা ঘরে বসিয়া বিপুল বিত্ত লাভ করিতেন।

যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন কথা ১৪৯৬ খৃঃ অব্দে রচিত কবি বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলে লিখিত নাই, কিন্তু কবিকঙ্কণের বর্ণনার সহিত মিলাইলে উক্ত কবির বর্ণিত সপ্তগ্রামের বৈভবের উল্লেখ যে বাণিজ্য-ঘটিত তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তিনি সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

ছত্রিশ আশ্রমে লোক, নাহি কোন দুঃখ শোক,
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর।
বৈসে যত দ্বিজগণ, সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ,
তেজোময় যেন দিবাকর॥
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মর্ম্মে, বিশারদ গুরুধর্ম্মে
জ্ঞান গুরু দেবের দোসর।
পুরুষ মদন যেন, রমণী সাবিত্রী হেন,
আভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ যত, তাহা বা বর্ণিব কত,
হেরিতে নিমিষ বিলয়॥
অভিনব সুরপুরী, দেখি ঘর সারি সারি,
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন অবিশাল, জ্যোতির্ম্ময় কচি চাল,
রাজমুক্তা প্রলম্বিত ঝারা॥
মসিদ মোকাম ঘরে, সেলাম রাজায় করে,
ফয়তা করয়ে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবী, দ্বিজ বিপ্রদাস কবি,
উদ্ধারিবা ভকত সেবকে॥

কৃষ্ণরাম নামে কবিও তাঁহার ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে সপ্তগ্রামের বর্ণনা উপলক্ষে বলিয়াছেন—

সপ্তগ্রামে যে ধরণী তার নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগিরথী-কূল ॥
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকালমরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক ॥
শক্রজিৎ রাজার নাম তার অধিকারী।
বিবরিয়ে যত গুণ বলিতে না পারি ॥
নির্ম্মল যশের শশী প্রতাপে তপন।
জিনিয়া অমরা পুরী যাহার ভবন ॥

এই দুইটী কবির গ্রন্থ আমরা দেখি নাই। গতবর্ষের সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি মহাশয়ের উক্তি হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল। কবি বিপ্রদাসের বর্ণিত "প্রতি ঘরে কনকের ঝারা" ইহাতে সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য-গৌরব ভাবিতে গিয়া সকলকেই বুঝিতে হয়, এখানকার ঘরগুলি অবশ্যই ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল, কিন্তু কবি কৃষ্ণরাম তাহা খোলসা করিয়া দিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন,—

"চালে চালে বৈসে লোক ভাগিরথীকূল।"

অতুল ধনরাজি সপ্তগ্রামবাসীর অধিকারে থাকিলেও তাঁহারা মাটীর ঘরে বাস করিতেন।

এদেশে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে আমাদের রাজা-রাজড়ারাও মাটীর ঘরেই বাস করিতেন। তবে যাঁহারা বেশী বৈভবান্বিত, তাঁহারাই ইষ্টকালয়ে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া শুনা যায়।

সেকালে অতি অল্প লোকেই চাকরীজীবী ছিল, ধনাগমের কেবলমাত্র অবলম্বন ছিল কৃষি ও বাণিজ্য। কৃষিকার্য্যে এতাধিক ধনবান হইতে পারা যায় না যে, তদ্দ্বারা ঘরে সোণার ঝারা ঝুলাইতে পারা যায়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" ইহা হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সপ্তগ্রামবাসীর বৈভব বাণিজ্য-সঞ্জাত। কবিকঙ্কণ বণিক জাতির পরিচয় দান উপলক্ষে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য কবির পক্ষে বণিক জাতির পরিচয় দিবার সুযোগ না থাকায়, তাহার বিশেষ বিবরণ না লিখিয়া কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যের বর্ণনাই করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন কবির গ্রন্থের যতই প্রচার হইবে, এ দেশের লোকের পুরাতন পরিচয় ততই বেশী পাওয়া যাইবে। বঙ্গের বিপুল বাণিজ্য-বৈভব যে, এককালে নানা দেশের লোককে আকর্ষণ করিয়া সপ্তগ্রামে আনিয়াছিল,

সেপক্ষে সন্দেহ নাই। তমলুকও একটী সামুদ্রিক বন্দর, বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য অতি প্রাচীন কালেও ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দুইটী স্থানই প্রাচীন রাঢ়ের অন্তর্গত। আধুনিক বঙ্গের অন্যান্য বাণিজ্যপ্রধান নগর পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত। তাহাদের মধ্যে সুবর্ণগ্রাম একটী। এইরূপ অনেক নগরের নাম করা যাইতে পারে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

হাজার টাকা।

তখন আমি বি, এ পাশ করিয়া বি, এল পড়িতেছিলাম। হঠাৎ দামোদরের জলপ্লাবনের মত স্বদেশীর স্রোত আসিয়া আমাদের এই বাঙ্গালা দেশটাকে প্লাবিত করিয়া দিল। সেই স্রোতের মুখে অনেক মত্ত হস্তী পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইতে লাগিল—আমি তো কলেজের ছেলে। আমিও "বন্দে মাতরম্" বলিয়া সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিলাম।

কলেজ মাথায় উঠিল; আইনের কেতাবগুলি মনের দুঃখে কেহ বা টেবিলের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করিল, কেহ বা ভৃত্যগণের বিশেষ অনুগ্রহে পুরাতন পুস্তকের দোকানে যাইয়া হাজির হইল। তখন কি আর বি, এল পরীক্ষার কথা মনে ছিল—তখন কি আর বি, এল পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল। দিন রাত্রি শুধু মাথার মধ্যে জটলা পাকাইয়া থাকিত—"আমার সোনার বাংলা।"

তখন যথাসময়ে বাড়ীতে দুবেলা আহার করিবারও অবকাশ ছিল না—কাজ কত! আজ খিদিরপুরে স্বদেশী সভা, কা'ল বরাহনগরে সভা, পরের দিন উলুবেড়েয় রাক্ষসী সভা। আজ বড়বাজারে স্বদেশী বক্তৃতা, কাল গোলদিঘীতে 'বন্দে মাতরম্' গান, সে দিন "পান্তির মাঠে" বিরাট ব্যাপার! ইহার মধ্যে অবকাশ কৈ? ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটিয়াও সকল স্থানে সকল সভা সমিতিতে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারি না। তখন ভারত উদ্ধারই একমাত্র জপ, একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান হইয়াছিল।

কয়েক দিন এই ভাবে চলিল। শেষে একদিন মাথার মধ্যে কে যেন প্রবেশ করাইয়া দিলেন যে, আমাদের যাঁহারা জুনিয়ার, তাঁহারাই

এ সকল সভা সমিতির আয়োজন, ভলন্টিয়ারী প্রভৃতি করিবেন। আমরা উপাধিধারী যুবকগণ ও কার্য্যে সময়ক্ষেপ করিলে স্বদেশীর কার্য্য হইবে না। আমরা ভারত-মাতার সুসন্তান, আমরা শিক্ষা লাভ করিয়াছি; আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। যাঁহারা আমাদের নেতা, তাঁহারা শুধু বক্তৃতা করিবেন এবং পথ দেখাইয়া দিবেন, আমরা তাঁহাদের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিব। তখন আমরা বুঝিলাম, কথাটা খুব ঠিক; শুধু বক্তৃতা করিলে হইবে না, দেশের লোককে দেখাইতে হইবে, আমরা কাজও করিতে জানি।

তখন আমরা ছয়জন বিশেষ বন্ধু মিলিত হইয়া স্থির করিলাম যে, একটী স্বদেশী বস্ত্রের দোকান খুলিতে হইবে। কারবারটা যৌথই হইবে বটে, কিন্তু আমরা ছয় জনে সমস্ত টাকা দিব, সেয়ার বিক্রয় করিব না। তখন স্থির হইল যে, দশ হাজার টাকা হইলেই আপাততঃ কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। আমাদের এই ছয় জনের মধ্যে একজনের নাম শ্রীরসিকচন্দ্র বসাক। তিনি এম, এ পাশ করিয়া বি, এল পড়িতেছিলেন। তিনিই আমাদের দলের সর্দ্দার হইলেন। এম, এ পাশ বলিয়া যে তিনি সর্দ্দার হইলেন তাহা নহে; তিনি জাতিতে তন্তুবায়; সুতরাং তিনি দেশী বস্ত্র সম্বন্ধে একজন 'অথরিটি' এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রসিক বলিলেন, "দেখ ভাই! আমি তোমাদের দোকানের সমস্ত কাজ করিব। তোমরা ত আর কাপড় চিনিতে পারিবে না। আমি তাঁতির ছেলে, আমি ও সকল বেশ জানি; তবে ভাই! আমি তোমাদের ফণ্ডে টাকা দিতে পারিব না—সে সম্বল আমার নাই।"

আমরা সকলেই এই কথা শুনিয়া একস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "তোমাকে টাকা দিতে হইবে না। তুমি আমাদের দোকানের ম্যানেজার হইবে। তুমি লাভের একটা অংশ পাইবে।" রসিক তাহাতেই স্বীকৃত হইল।

বন্দোবস্ত সমস্তই ঠিক হইল, বাড়ী পর্য্যন্ত দেখা হইল, ভাড়া স্থির করা হইল; কিন্তু আসল ব্যাপার যে টাকা তাহার ব্যবস্থা তখনও করা হয় নাই। তখন স্থির হইল, আমরা পাঁচ জনে প্রত্যেকে দুই হাজার টাকা হিসাবে পনর দিনের মধ্যে দিব। সমস্ত টাকা সংগৃহীত হইলে কাপড় ক্রয় করিয়া দোকান খোলা হইবে। কোম্পানীর নাম হইবে "মিত্র স্বদেশী কোম্পানী লিমিটেড।"

উৎসাহে মত্ত হইয়া ত দুই হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিলাম; কিন্তু টাকা পাই কোথায়? আমাদের বাড়ী এই কলিকাতা সহরেই, সংসারে দাদা ও আমি পুরুষ। দাদা হাইকোর্টে ওকালতি করেন; মাসে পাঁচ সাত শত টাকা পান। বাবা নগদ টাকা অতি সামান্যই রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমার মায়ের হাতে আছে। সহরের মধ্যে তিনখানি বাড়ী আছে। একখানিতে আমরা বাস করি, আর দুইখানি ভাড়া দেওয়া আছে। মাসে দুইখানি বাড়ীতে ১২০৲ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। দাদার সন্তানাদি নাই, আমি গত পূর্ব্ব বৎসরে বিবাহ করিয়াছি। সুতরাং বাড়ীতে মা, বড় বৌ এবং আমার স্ত্রী আছেন। আমাদের যাহা আয়, তাহা হইতে বেশ বড়মানুষের মতই সংসার চলিয়া যায়, কিছু কিছু সঞ্চয়ও হয়। আমি কলেজে পড়ি; যখন যাহা দরকার, তাহা দাদা যোগাইয়া থাকেন; আর যাহার দরকার নাই এমন কোন জিনিস কিনিতে হইলে, হয় বৌদিদির কাছে, আর না হয় মায়ের কাছে হাত পাতিতে হয়। এই তো আমার অবস্থা; অথচ স্বদেশী বস্ত্রের দোকান করিবার জন্য দুই হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মহা উল্লাসে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

দাদার কাছে টাকা চাহিতে পারিব না; তিনি টাকা দিবেন না তাহা বেশ জানি। বৌদিদির কাছে চাহিলে দশ কুড়ি টাকা লইতে পারি, দুই হাজার টাকা তিনি কোথায় পাইবেন? এক ভরসা মা, ইতিপূর্ব্বে যখন দশ কুড়ি টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, তখন মায়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছি। তাঁহার হাতে কিছু টাকা আছে জানি; কিন্তু তিনি আমাকে দুই হাজার টাকা দিবেন কি না, কে বলিতে পারে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাকে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম। তিনি ত দুই হাজার টাকার কথা শুনিয়াই অবাক্! আমি অনেক করিয়া বুঝাইলাম। শেষে তিনি বলিলেন, "আমি সতীশকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই বলিতে পারি না।" সর্ব্বনাশ! দাদাকে এ কথা কিছুতেই বলা হইবে না। আমি বলিলাম, "মা, তুমি দাদাকে এ কথা কিছুতেই বলিতে পারিবে না। তুমি গোপনে আমাকে দুই হাজার টাকা দাও, যে স্বদেশী আন্দোলন চাগিয়াছে, তিন মাসের মধ্যে তোমার টাকা ফিরাইয়া দিব; যদি চাও, তবে সুদও দিতে পারিব।" মা বলিলেন, "সুদ চাই না;

কিন্তু যে প্রকার দেখ্‌ছি, তাতে দুই হাজার টাকাই তুমি নষ্ট করিবে। তা দেখ, আমার কথা শোন; এত বেশী টাকা ফেলিয়া কাজ নাই; তোমরা যে পাঁচজন মিলিয়াছ, প্রত্যেকে এক হাজার টাকা দিলেই দোকান চলিতে পারিবে। কি বল?" আমি দেখিলাম, দুই হাজার টাকা পাইবার কোনই উপায় নাই। মা যে এক হাজার টাকা দিতে চাহিলেন, তাহাতেই স্বীকার করি। কি করিব, মা'কে বলিলাম, "সে কথা ত এখন বলিতে পারিতেছি না, আর যে কয়জন অংশীদার আছে, তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাত্রিতে তোমাকে সংবাদ দিব। কিন্তু সাবধান মা! দাদা কি বৌদিদি যেন এ কথা জান্‌তে না পারেন। তোমার কাছ থেকে গোপনে টাকা নিয়ে যাব, আবার কয়দিন পরেই শোধ করিব।" মা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণকালে আমরা ছয় বন্ধুতে মিলিত হইলাম। আমি প্রথমেই বলিলাম, "দেখ ভাই, প্রথমেই দশ হাজার টাকা দিয়ে কাজ আরম্ভ করা আমি ঠিক ব'লে মনে করি না। প্রথমে ছোট ক'রে কাজ আরম্ভ করা যাউক। তারপর যেমন লাভ হ'তে থাক্‌বে, তেমনি টাকা ফেলা যাবে।" অপর চারিজনের মধ্যে দুইজন আমার মতে মত প্রদান করিলেন, বোধ হয় তাঁহারাও আমার মত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আর দুইজন আপত্তি করিলেন; বলিলেন, "পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কি এই ঘোর স্বদেশীর দিনে দোকান খোলা যায়? সে হবে না ভাই!" রসিককে তো আর টাকা দিতে হইবে না; সে ঘোর আপত্তি করিয়া বসিল। সে বলিল, "আজকালকার দিনে পাঁচ হাজার টাকায় একটা চাল-ডালের দোকানও হয় না। সময় কেমন পোড়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছ না? এখন যে যত অধিক টাকা খাটাতে পার্‌বে, তার তত লাভ হবে। আমি ব্যবসাদারের ছেলে; আমি ব্যবসার কথা তোমাদের চাইতে অনেক বেশী বুঝি। এখন কি আর পাঁচ সাত হাজারের কর্ম্ম! এ স্বদেশীর মুখে কেউ যদি লাখ দু-লাখ নিয়ে বসে, তা হোলে দেখিয়ে দিই—ব্যবসা কা'কে বলে!"

রসিকের বক্তৃতায় কোন ফলই হইল না। শেষে নিতান্ত দুঃখিত স্বরে রসিক বলিল, "তা বেশ! পাঁচ হাজার টাকা দিয়েই কাজ আরম্ভ করা যাক্। কিন্তু আমি আগেই ব'লে রাখ্‌ছি, শত করা পনর টাকার উপর

লাভের আশা কোরো না। হাঁ, যদি দশ কুড়ি হাজার ফেল্‌তে পার্‌তে, তা হ'লে যেমন কোরে হোক, বছরের মধ্যে আসল টাকা তোমাদের তুলে দিতাম।"

শেষে পাঁচ হাজার টাকা মূলধন লইয়াই কাপড়ের ব্যবসায় আরম্ভ করা স্থির হইল। হারিসনরোডে একটা ঘর ভাড়া লওয়া হইল; প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঝুলিল; তাহাতে লেখা হইল—"মিত্র স্বদেশী কোম্পানী।" দোকানের আসবাব কিনিতেই প্রায় হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল। এত অধিক ব্যয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় রসিক বলিল, "তোমরা এ সকলের কি বোঝ? কলেজে লেখা-পড়াই কোরেছ, কারবারের কি জান? আমি জাত-ব্যবসায়ীর ছেলে; আমি সব ঠিক কোরছি। তোমরা শুধু বোসে দেখ।"

আমরা বসিয়াই দেখিতে লাগিলাম। নানা স্থান হইতে কাপড় আমদানী হইতে লাগিল। রসিকের স্নান আহারের অবকাশ নাই। আমরা পাঁচজন প্রতিদিন অপরাহ্নকালে দোকানে উপস্থিত হইতাম, রসিক আমাদের সহিত কথা বলিবারও অবকাশ পাইত না। রাত্রি নয়টার পর লোকজনের যাতায়াত কমিত; তখন আমরা মজ্‌লিস করিয়া বসিতাম। রসিক তখন লেমনেড, পান, সিগারেট অর্ডার করিত, "মহৎ আশ্রম" হইতে খানা আসিত। আমরা কেহ যদি আপত্তি করিতাম, রসিক বলিত, "এ কি তোমাদের টাকা হইতে খাওয়াইতেছি। কাজের ত কিছু বোঝ না। পাইকেড়দের কাছে কিছু কিছু দস্তুরী পাওয়া যায়, সেটা ত আর খাতায় জমা হয় না, সেটা গমস্তাদের প্রাপ্য; সেই টাকা দিয়ে তোমাদের খাওয়াচ্ছি। এতে আর তোমাদের আপত্তি কি?" আমরা তাহাই বুঝিতাম। বিশেষতঃ রসিক যখন পাইকেড়দিগের সঙ্গে আমাদের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আলাপ করিত, 'শালার' কথা বলিত, 'মুখপাতের' কথা বলিত; '৫০ নম্বর' '৭০ নম্বর' বলিত, তখন আমরা হাঁ করিয়া থাকিতাম। আমাদের হ্যামিল্‌টন, সেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অনুসন্ধান করিয়াও কাপড়ের "মাজ" অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারিতাম না; সুতরাং রসিকের ব্যবসায় বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করিতাম এবং সে যদি আমাদের ম্যানেজার না হইত, তাহা হইলে আমরা যে কাজ মোটেই চালাইতে পারিতাম না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম।

শত বৎসর পূর্ব্বে দস্যুর ও ব্রাহ্মণের পরার্থপর চিত্র।

এই ভাবে মাস দুই চলিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পর রসিক বলিল, "দেখ, আপাততঃ আরও তিন হাজার টাকা চাই, নতুবা কাজ চলিতেছে না।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? টাকা চাই কেন?" রসিক বলিল, "বাজারে অনেক টাকা দেনা দাঁড়াইয়াছে, প্রায় দুই হাজারের উপর। এদিকে বাজারে পাওনাও প্রায় তিন হাজারের উপর। পাওনাটা ঠিক ঠিক আদায় হচ্চে না, তাই টানাটানি হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "রসিক, আমাদের কথা ছিল এই যে, আমরা এক পয়সার জিনিস ধারে কিনিব না, এক পয়সার জিনিসও ধারে বেচিব না। এখন তুমি বলিতেছ, তিন হাজার টাকা পাওনা, ধারও দুই হাজারের উপর। সে কি কথা!" রসিক আমার কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিল, বলিল, "কাজের সময় ও সব খাটে না। কাজ করিতে বসিলেই দেনা-পাওনা করিতেই হয়; তা নইলে কাজ কোন দিন চলে না। তোমাদের ত আর সে জ্ঞান নাই।" আমি বলিলাম, "ভাই, জ্ঞান থাক আর নাই থাক, আমি আর একটী পয়সাও দিতে পারবো না। আমি লাভের অংশ চাই না, আমার আসল হাজার টাকা আমাকে ফেলে দাও। আমি এ কাজের মধ্যে থাকৃতে চাই না।"

আমার কথা শুনিয়া রসিক রাগিয়া উঠিল; বলিল, "আমি আগেই জান্‌তেম যে, অব্যবসায়ী লোকের সঙ্গে কাজ করিতে নাই। তা বেশ, বাজারের পাওনা আদায় হোক্, যারা পাবে, তাদের টাকা দেওয়া হোক, তার পর তোমার অংশের মত টাকা তুমি তুলে নিও। এখন মুখে বলা মাত্রই কি কারবার ভেঙ্গে টাকা তুলে দেওয়া যায়!"

আমি বুঝিলাম, কথাটা ঠিক। আমি বলিলাম, "সেই বেশ কথা, আমি এক মাস সময় দিলাম; একমাস পরে আমার আসল টাকা দেবে, আমি লাভের অংশ চাই না।" আমার সঙ্গী অংশীরাও ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহারা সে দিন আর কিছু বলিলেন না।

আমি তিন চারি দিন আর দোকানে গেলাম না। পরে একদিন যাইয়া শুনি, রসিক বাবুর অসুখ করিয়াছে, সে দোকানে আসে নাই। আমি তখন রসিকের বাসায় গেলাম। মনে করিয়াছিলাম, তাহার অসুখ করিয়াছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া অসুখ বলিয়া বোধ হইল না। আমাকে দেখিয়া সে যেন একটু বিমর্ষ হইল। আমি বলিলাম, "দোকানে আসিয়া শুনিলাম, তোমার অসুখ করিয়াছে; তাই তোমাকে দেখিতে আসিলাম।" রসিক

বলিল, "না, তেমন কিছু অসুখ নহে। তবে মনটা ভাল নাই। তোমরা আমাকে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছ। পাওনাদারেরা ত আর তোমাদের চেনেও না, জানেও না; আমার সঙ্গেই তারা কাজ করিয়াছে। তারা আমার কাছেই টাকা চায়। এদিকে যাদের কাছে আমাদের পাওনা আছে, তারা একটী পয়সাও দিচ্ছে না, শুধু ঘোরাচ্ছে। এ অবস্থায় বাধ্য হইয়াই আমাকে অনুপস্থিত থাকতে হয়। তোমরা যদি ব্যবসায় বুঝতে, তা হইলে এই সময় কিছু টাকা দিলে দোকানটা রক্ষা করা যেতো; তা তুমিও কিছু দেবে না, আর সকলের সেই কথা। আমি ভদ্রলোকের ছেলে মধ্য হইতে অপমান হই কেন? আমি আর তোমাদের দোকানের সংস্রবে নাই। তোমরা যেমন কোরে পার দোকান চালাও।"

তার পর?——তার পর আর কি? দোকান উঠিয়া গেল। যাদের কাছে টাকা পাওনা ছিল, তারা আর কেহ দেখা দিল না; দোকানের খাতাপত্র কিছুই পাওয়া গেল না। যে মাল ছিল তাহা কয়েকজন পাওনাদার লইয়া গেল। কয়েকজন কিছুই পাইল না। আমাদের হাজার টাকা যে কোন্ দিক দিয়া উড়িয়া গেল, তাহা জানিতেও পারিলাম না।

মাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তখন আর মা কথাটা গোপন রাখিতে পারিলেন না; দাদা শুনিলেন, বৌদিদি শুনিলেন। মনে করিয়াছিলাম, দাদা কত রাগ করিবেন, হয়ত তিরস্কার করিবেন। কিন্তু তিনি রাগ করিলেন না। একদিন শুধু বলিলেন, "হাজার টাকা গিয়েছে তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু কাহাকেও ত ঠকাও নাই।" আমি বলিলাম, "না, আমরা কাহাকেও ঠকাই নাই, আমরাই ঠকেছি।" দাদা বলিলেন, "সে ভাল কথা; না ঠকিলে কি শিখা যায়।"

সেই হইতে বুঝিয়াছি যে, যে কাজই হউক না, সকলেরই শিক্ষা প্রয়োজন। টাকা দিয়া দোকান খুলিলেই ব্যবসায় হয় না। তাহার পর এই কয় বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমি উকিল হইয়াছি। পসার হয় নাই, তবে দাদার কৃপায় দুই চারি টাকা পাইয়া থাকি। ব্যবসায়ের কথা আর মুখে আনি না। বুঝিয়াছি, যার কর্ম তার সাজে। ব্যবসায় শিখিতে হইলে অনেক দিন শিক্ষানবিশী করিতে হয়। আমার এই অভিজ্ঞতার মূল্য—হাজার টাকা।

শ্রীজলধর সেন।

বর্ষা-আবাহন।

(১)

সুনীল আকাশ-পথে, হরষ চকিতে,
এস গো বরষা রাণি!
তৃষিত তাপিত দগ্ধ, মানবের চিতে,
শান্তি ভরসা প্রদানি' ॥

(২)

বেষ্টিত জলদ-জাল, ঘন ও কুন্তল,
দেহ মেলিয়া অম্বরে।
মোহন অপাঙ্গে তব, বিদ্যুত উজল,
চকিত করুক নরে ॥

(৩)

ধরিয়া উরসে কম, রামধনু হার,
শত বরণে রঞ্জিয়া;—
পুলকে এস গো বহি. প্রলোভ আসার,
বিশ্ব চরণে মথিয়া।

(৪)

শ্যামল সুরভি তব, বসন অঞ্চল,
ধরণী-অঙ্কে লুটায়ে;—
সুশোভিত কর শাখী, পল্লবে কোমল,
সুপ্ত বিহগ জাগায়ে।

(৫)

অরুণরঞ্জিত জলে স্ফটিক নির্ম্মল,
কর প্লাবিত মেদিনী।
নবীন জলদধারে, ঘের নভঃস্থল,
ধর মূরতি মোহিনী ॥

শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ।

কাগজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

আমরা গতবারে ভূটিয়া ও জাপানীদের কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এইবার ভারতে ও এসিয়াখণ্ডে কি প্রকারে উহা প্রস্তুত হয়, লিখিত হইল। ভারতবর্ষের মধ্যে নেপালে কেবল বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বাঁশকে কুটিয়া ফেলে পরে জলে ধুইয়া পরিষ্কার করে, এবং রেশমী বস্ত্রের উপর ঢালিয়া শুষ্ক করিয়া লয়। শুষ্ক হইয়া গেলে মস্থণ পাথর দ্বারা উহার উপরিভাগ ঘর্ষণ করে। এই কাগজগুলি বড় শক্ত হয়, এমন কি, আড়াআড়ি ইহা ছিন্ন করিতে পারা যায় না। এই কাগজে কোনও দ্রব্য পরিশ্রুত করিবার পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়, কারণ ইহা জলে নষ্ট হয় না। নেপালে আর এক প্রকার কাগজ তৈয়ার হয়, ইহাকে সাধারণতঃ নেপালি কাগজ বলা হইয়া থাকে। মহাদেব-কা-ফুল (Daphne canaabine) নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র কাঁটা গাছ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। এই গাছ কেবল দুই বৎসর জীবিত থাকে এবং শীতকালেও ইহার পাতা ঝরিয়া যায় না। ইহার ফল অতিশয় বিষাক্ত। এই গাছের আবার নানাপ্রকার জাতি-ভেদ আছে। সকল গাছ হইতেই কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কতক-গুলি গাছের ফুল ধব্‌ধবে শাদা, কতকগুলি ফুল ঈষৎ মেটে ও বেগুণি মিশ্রিত শাদা বর্ণের হয়। নেপাল হইতে এই গাছ আমাদের একজন বন্ধু আনয়ন করিয়াছিলেন, আমরা ইহা দেখিয়াছি। অনেকের মনে এই প্রকার ধারণা আছে যে, নেপালী কাগজে হরিতাল বা সেঁকো মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমাদের কাছে যে নেপালী কাগজ ছিল, তাহাতেও উই পোকা ধরিয়াছিল। সুতরাং ইহাতে বিষ থাকিতে পারে না। আমাদের বোধ হয়, এই গাছ বিষাক্ত বলিয়া লোকের মনে এই প্রকার অমূলক সংস্কার দাঁড়াইয়াছে। এই মহাদেব-কা-ফুল গাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী অনেকটা জাপানী তুঁত গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত-করণের ন্যায় বলিয়া মনে হয়। কেবল ইহা জলে সিদ্ধ করিবার সময় ডাল সিদ্ধ করে না;

আভ্যন্তরীণ ছাল তুলিয়া লইয়া সিদ্ধ করে। এই কাগজের আবার পৃথক শ্রেণী আছে। কতকগুলি কাগজে কড়ি ঘসিয়া মসৃণ করা হয়। ইহাতে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছাপা উঠিতে পারে যে, কোনও ইংরাজী কাগজে তেমন হইতে পারে না। ইহা প্রায় চীনদেশীয় India paperএর ন্যায় গুণবিশিষ্ট। এই কাগজে লিখিত অনেক পুরাতন হস্তলিপি এখনও নেপালের রাজপ্রাসাদে সযত্নে রক্ষিত আছে। সাধারণে তাহা দেখিতে পায় না।

বর্ম্মা অঞ্চলে একপ্রকার বন্যলতা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহা প্রায় পেষ্ট-বোর্ডের মত কড়া ও পুরু হয়। এই কাগজের উপর কাল রং মাখাইয়া শ্লেট পেন্সিলের মত একপ্রকার হরিৎ বর্ণ প্রস্তরের পেনসিল দিয়া ব্রহ্ম-বালকেরা লিখন-প্রণালী অভ্যাস করিয়া থাকে। তাহারা বিলাতী শ্লেটের অপেক্ষায় ঘরে বসিয়া থাকে না।

শ্যামদেশে একপ্রকার বল্কল হইতে দুই প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদ্দেশে এই বৃক্ষকে (Pilk cloe) বলে। এই দুই কাগজের দুই প্রকার রং হয়, শ্বেত ও কৃষ্ণ। কিন্তু ইহা তাদৃশ উৎকৃষ্ট কাগজ নহে এবং ইহার প্রস্তুত-প্রণালীও তত ভাল নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভারতেও হাতে গড়া কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে পুরাতন চট, ছেঁড়া কাপড়, পুরাতন কাগজ ও বৃক্ষাদির ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ ঐ সকল দ্রব্যকে চূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ সপ্তাহ বা ১২ দিন একটা বৃহৎ পাত্রে ভিজাইয়া রাখা হয়। চূণ মণ প্রতি ৩ কিম্বা ৪ সের দেওয়া হইয়া থাকে। যখন বেশ নরম হইয়া যায়, তখন উহা ঢেঁকিতে কুটিতে হয়। যে ঢেঁকি এইজন্য ব্যবহৃত হয়, উহা প্রায় ধান ভানিবার ঢেঁকির মত, তবে এইমাত্র বিভিন্ন যে, আকারে বড় ও ভারে বেশী হয়।

ইহার মাপ লম্বায় ৫ ফুট ও চওড়ায় ২ ফুট। ঢেঁকিতে কুটিয়া যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, উহা পা দিয়া ক্রমাগত চটকাইতে হয়। কুম্ভকারেরা যে প্রকার কাদা প্রস্তুত করে, ইহা অনেকটা সেই প্রণালী। তৎপরে এক খণ্ড বস্ত্রের উপর ঢালিয়া দিয়া উহা পরিষ্কার করা হয়। অপরিষ্কৃত অংশ বাহির হইয়া যাইলে একপ্রকার মাড় পাওয়া যায়, উহা অপর

পাত্রে রাখিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। মাড়কে ক্রমাগত আলোড়িত করিতে হয়, তাহা না হইলে উহা ঘন হইয়া বসিয়া যায়। অতঃপর মাড় চালনীর উপর স্থাপিত করিয়া এক পাত্রের উপর রাখিয়া দেয়। ঐ চালনী অতি পাতলা বাঁশের বাঁ্যাকারী হইতে প্রস্তুত হয়। বাঁ্যাকারীগুলি ঘোড়ার বালামচি দ্বারা পরস্পর বদ্ধ থাকে। ঐ চালনীকে কাগজীরা ছাপরি বলে। উহা দেখিতে ঠিক বারাণ্ডার চিকের ন্যায়, তবে উহা হইতে অনেক পরিমাণে ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম। এই ছাপরি একটা চৌকা কাঠের উপর বিস্তৃত করা হয় এবং ইহার চারিদিকে টিপিয়া ক্ষুদ্র ছাঁচের উপর দৃঢ়ভাবে চাপিয়া রাখা হয়। ক্রমে ছাপরি সোজা করিয়া উত্তোলন করা হয় এবং সমস্ত জল পড়িয়া যাইলে ছাপরির উপর খুব সূক্ষ্ম আঁশের মত একটা জিনিস পড়িয়া থাকে ও সেই সময়ে কাগজী সেই ছাঁচটীকে খুব নাড়াচাড়া করিয়া সেই সূক্ষ্ম মাড় সমানভাবে ছাপরির উপর বিস্তৃত করিয়া দেয়।

ছাপরী এইবার খুলিয়া লওয়া হয় এবং একখণ্ড মাদুর বা চটের উপর উহা উল্টাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ বারবার করিলে উপরি উপরি কাগজ জমা হইয়া একটী ক্ষুদ্র স্তূপ হয়। এই কাগজ প্রস্তুত প্রায়ই প্রাতঃকালে হইয়া থাকে। যে দিবস ঐ কাগজ প্রস্তুত হয়, সে দিবস আর উহা স্পর্শ করা হয় না এবং কাগজ হইতে জলীয় অংশ ক্রমে ক্রমে নির্গত হইয়া যায়। পরদিবস ঐ কাগজ "তা" হিসাবে সাজান হইয়া থাকে, ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। শুষ্ক হইলে বড় ছুরিকা দ্বারা চারিধার সমান করিয়া কাটিয়া আবার তাহাকে মাড়ে ভিজাইয়া শুষ্ক করিতে হয়। আতপ চাউলে এই মাড় প্রস্তুত হয় এবং ধুঁধুলের খোসাদ্বারা (বদ্ধারা সাহেবেরা সাবান মাখিয়া থাকেন) উহা লাগান হইয়া থাকে। এই মাড় প্রায়ই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা লাগাইয়া থাকে, কারণ ইহা অতি সহজ কার্য্য। কাগজের তা সমূহ উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে একখণ্ড তক্তার উপর রাখিয়া উহা মসৃণ প্রস্তর বা শঙ্খের দ্বারা মাজিয়া দেওয়া হয় এবং কাগজগুলি বেশ চকচকে হয়। উক্ত কাগজ প্রায় সাদা হইয়া থাকে, তবে সময়ে সময়ে পীত বা নীল রঙেও রঞ্জিত করা হয়। যে পাত্রে মাড় থাকে, তাহাতে নীল কিম্বা হরিদ্রা মিশ্রিত করিলেও রঙের কার্য্য হইয়া থাকে। এই হলুদে কাগজ একমাত্র হুগলী জেলাতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে সাজ-সরঞ্জামাদির

বিশেষ কিছুই আবশ্যক করে না। কতকগুলি মৃৎপাত্র, কাগজ কুটিবার জন্য একটা ঢেঁকি, একটী কাষ্ঠপাত্র, একটী ছাপরি, ছাপরি রাখিবার জন্য একটী কাষ্ঠের ফ্রেম, কাগজ ঢালিবার জন্য খানকয়েক চট বা মাদুর, মাড় লাগাইবার জন্য ধুঁধুলের ফল, এবং উজ্জ্বল করিবার জন্য একখণ্ড প্রস্তর বা একটী শঙ্খ। ছাপরি শ্রীরামপুরে বিক্রয় হয়। উহার দাম ১॥০ টাকা। একখানি ছাপরিতে প্রায় তিন মাস কাজ চলিয়া থাকে।

আজকালকার সময়োপযোগী অনেক কল ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে কলিকাতার নিকট কাঁকিনাড়ায় মেসার্স হিলজার্স কোংর দুইটী কল ও রাণীগঞ্জে বামারলরির বেঙ্গল মিল্‌স আছে। বালীতে জর্জ্জ হেণ্ডারসনের একটী কল ছিল, প্রায় ১০ বৎসর হইল উহা উঠিয়া গিয়াছে। গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া মিলস্, বোম্বাই গিরগাঁওয়ে একটী মিল, সুরাটে চারিটি ছোট ছোট মিল, পুণায় একটী এবং লক্ষ্ণৌ নগরীতে একটী মিল আছে। এই সকল কলে প্রস্তুত নিম্নলিখিত কাগজগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত মিল সমূহের সত্বাধিকারী ইংরাজ ভিন্ন ভারতবাসী আছেন বটে, তবে অবশ্য তাঁহারা বাঙ্গালী নহেন। কাগজগুলির নাম :— * * *

যুক্তপ্রদেশে মথুরায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত হয়। আমরা বিখ্যাত সিভিলিয়ান মিঃ এ, সি, চ্যাটার্জ্জির রিপোর্ট হইতে নিম্নে উহা অনুদিত করিয়া দিলাম।

"আলিগড় পোষ্ট অফিসে যে কারখানা আছে, উহা হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে পুরাতন কাগজ খরিদ করা হইয়া থাকে। এই কাগজ প্রথমতঃ জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, পরে পায়ে ঠাসিয়া পাতলা মাড়ে পরিণত করিতে হয়। ঐ মাড় জলে উত্তমরূপে ধৌত করা হইয়া থাকে। এই জন্য যমুনার জল প্রশস্ত। তৎপরে ঐ মাড় সাজিমাটির জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। তার পর উহার উপর ময়দার কাই লাগাইয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। শুষ্ক হইলে পর হস্ত দ্বারা উহা মাজিয়া চিক্কণ করা হইয়া থাকে। তৎপরে উহা বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। স্থানীয় দোকানদারগণ হিসাবপত্র লিখিবার জন্য ইহার সম্যক আদর করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, সেই কাগজের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাগজ আর নাই। আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি, প্রায় আড়াই শত লোক এই কাগজ প্রস্তুত করে এবং ৭৫ জন লোক উহা চিক্কণকরণে ব্যাপৃত থাকে।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, চীনেরা কাগজ প্রস্তুত সম্বন্ধে অগ্রগণী এবং এই সিদ্ধান্ত ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা করিয়াছেন। কণফুসিয়সের সময় চীনেরা বাঁশের ভিতরকার ছালের উপর তীক্ষ্ণ শলাকা দ্বারা আঁচড়াইয়া লিখিত। তৎপরে ইহারা সেই বাঁশেরই ছাল, তুলা, রেশম ও অন্যান্য গাছের ছাল হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিতে শিখে। হ্যানবংশীয় হোটি নামক চীন সম্রাটের সময়ে চীনেরা কতকগুলি বৃক্ষের ছাল, পুরাতন মাছধরা জালের ছিন্নাংশ, শণ ও রেশম একত্র সিদ্ধ করতঃ মণ্ড প্রস্তুত করিত এবং এই মণ্ডেই কাগজ প্রস্তুত করিত। অতি প্রাচীনকালে যে সকল যন্ত্রাদির দ্বারা কাগজ নির্ম্মিত হইত, অদ্যাবধি সেই সকলই ইহাদের আছে, তবে কোন কোনটীর সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে। চীনেরা বেশ উত্তম কাগজ প্রস্তুত করে এবং বর্ত্তমানে চীনে নানা প্রকার কাগজ হইয়া থাকে। ইহাদের দেশে হো-সি নামক খড়ের কাগজ এত অধিক প্রস্তুত হয় যে, ইহারা তদ্দারা শবদাহ করিয়া থাকে। চীন রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে, প্রত্যেক জেলায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। পিস্ জে নামক কাগজ তুঁত গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। এই কাগজে তাহারা ঘায়ের লিণ্ট (Lint) বা পটিরূপে ব্যবহার করে। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা ব্যবহার স্থলেও তাহারা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিয়াংসিতে পিয়াউ-সিন নামে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা মোড়ক করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। হোয়াসিয়েন নামক কাগজ কেবল ঔষধাদি মুড়িবার জন্য প্রস্তুত হয়। তা-সে ও চং-সে নামক কাগজ হিসাবের খাতা-পত্রাদি করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। চীনদেশের আলেখ্য যদি আপনারা দেখিয়া থাকেন, তবে জানিবেন যে, ঐ কাগজের নাম থ-পিয়েন কিম্বা লিয়েন-সি। এই দুই প্রকার কাগজ অতি পাতলা, ইহা লিখন ও মুদ্রনাদি করিবার জন্য ও চিত্রঅঙ্কন জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক প্রকার কড়া কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা হইয়া থাকে। এই কাগজে অগ্নি লাগিলে সহজে কিছু হয় না। চীনাদের নৌকা কিম্বা গৃহের ছাদ ফুটা হইয়া গেলে, এই সকল কাগজ তৈলাক্ত করিয়া সেই স্থানে বসাইয়া দাগরাজী করে। জাহাজের নৌকা বা পাল এই কাগজ হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। চীনে প্রতিদিন এত অধিক কাগজ ব্যবহৃত হয় যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। চীনেরা খড়, গমের

কুটা, তুলা, শণ, কচি বাঁশ, রেশম যাহা পায় তাহা হইতেই কাগজ প্রস্তুত করে। চীনেরা কাগজে মোম মাখায়, তজ্জন্য তাহাদের কাগজ অতিশয় মসৃণ হয়। চীনে বিদেশী কাগজ খুব অল্প বিক্রয় হয়। তাহার কারণ, বিদেশী কাগজ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া উহার কেহ আদর করে না।

আমরা আগামীবারে বিলাতী কাগজের ইতিহাস ও প্রস্তুত-প্রণালী লিখিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। * (ক্রমশঃ)

এসেন্স-প্রস্তুত-প্রণালী।

স্বদেশী আন্দোলন হইবার পর হইতে অনেকগুলি স্বদেশী এসেন্স বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এইচ, বোস, এস, পি, সেন এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল ভিন্ন আর সকলেই প্রায় এক প্রকার তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। স্বদেশী এসেন্স বাজারে স্থান পাইল না তাহার একমাত্র কারণ প্রতিযোগীতায় ইহা দাঁড়াইতে পারিল না। স্বদেশীর অনেকগুলি দোষ হইয়াছিল। প্রথমতঃ, এসেন্স প্রস্তুত-কারকেরা বিলাতী সুরাসার ব্যবহার করিয়াছিলেন। এদেশে যে সুরাসার প্রস্তুত হয় তাহা অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাঁহারা বেশী লাভের আশায় উহা গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, মূল্যাদি বিলাতী অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, শিশি, লেবেল ও অন্যান্য উপকরণাদি যথা—ক্যাপসিউল, রেশমী সুতা ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর হয় নাই। এসেন্সের কাট্‌তি করিতে হইলে প্রথমতঃ শিশিগুলি দেখিতে সুন্দর হওয়া চাই। কারণ একটী উৎকৃষ্ট এসেন্সকে যদি বিয়ারের বোতলে পুরিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে বোধ হয় ইহা কখনও বিক্রীত হইবে না। আবার হয়ত অপকৃষ্ট এসেন্স শিশির চটকে শীঘ্র বিক্রীত হইবে। তারপর এসেন্সের

* এই প্রবন্ধের ২১৫ পৃষ্ঠায় * * * স্থানে নিম্নলিখিত কাগজগুলির নাম বসিবে।—

Cream-wove, Cream-laid, Arare-laid, White toned Printings, Coloured Printings, ,White and Brown Cartridge, ইত্যাদি।

বাক্সগুলি দেখিতে মনোরম হওয়া চাই। বাক্স লেবেল ইত্যাদি নয়নানন্দদায়ক ও মনমুগ্ধকারী না হইলে লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। উপরি উক্ত তিনটী ব্যবসায়ী এই সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানী, তাই ইঁহাদের এত আদর। একমাত্র অগুরু এসেন্স কেমিক্যালের, গোলাপসার খস্‌খস্ ও বকুল এস, পি, সেনের এবং দেলখোস. এইচ, বোসের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। স্বদেশী এসেন্স প্রায় লোপ পাইয়াছে, জাপানী তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। আগে জাপানী এসেন্স বাজারে ছিল না, সম্প্রতি উহা আমদানী হইয়াছে। যে জাতি যখন উন্নতি লাভ করে, তাহার সকলি ভাল হয় এবং সে সময়ে উহারা যা তা বিক্রয় করিলেও খরিদ্দারের অভাব থাকে না। যাঁহারা জাপানী এসেন্স দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, জাপানীরা কেমন কৃতিত্বের সহিত উহা প্রস্তুত করিতেছে। এসেন্স যদিও তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে কিন্তু বাহ্যিক সৌসাদৃশ্যে ইহা লোক মাতাইতেছে। গন্ধদ্রব্য বিদ্যার যে কয়েকটি বিশেষ অঙ্গ উহারা তাহার কিছুই পরিত্যাগ করে নাই। আপাততঃ জাপানী এসেন্স যে প্রকার বিক্রীত হইতেছে, আমাদের মনে হয়, কলগেট, রিগড, ডেলক্রেইক্স, রিমেল, ক্রসম্মিথ, পিয়ার্স, চেরী ইত্যাদি বৈদেশিক কোম্পানী অতি শীঘ্রই চাপা পড়িয়া যাইবে। কারণ, এক সময়ে সেথ টমাসের ধর্ম্মঘড়ি উৎকৃষ্ট বলিয়া বাজারে সমাদর পাইত এবং লোকে উহাই ক্রয় করিত। এক্ষণে সস্তা জাপানী ঘড়ি উহাকে প্রতিদ্বন্দীতায় পরাস্ত করিয়াছে। তাই আমাদের মনে হয়, জাপানী এসেন্সেও ঐ প্রকার হইবে। "অসভ্য জাপান" ক্রমে ক্রমে পণ্যসম্ভারে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিবে।

এসেন্স প্রস্তুত করা অতীব দুরূহ কার্য্য। ক্রমাগত পরীক্ষা না করিলে কোনও এসেন্স উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। কোন ফুলের সহিত কোন ফুল মিশ্রিত করিলে উত্তম মিশ্রণ হইবে, কাহার গন্ধ স্থায়ী হইবে, এই সকল বিশেষ পরীক্ষা না করিলে ভাল গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে না। গন্ধের মিশ্রণে তীব্রতা ও স্নিগ্ধতা নির্ভর করে এবং সকলের ঘ্রাণশক্তিও সমান নয়, এই বুঝিয়া মিশাইতে হইবে। দুইজন লোককে একটি এসেন্স ঘ্রাণ লইতে দিয়া জিজ্ঞাসা করুন যে, উহা কি প্রকার? দুইজনেই ভিন্ন ভিন্ন উত্তর করিবেন। নাসিকার আঘ্রাণশক্তি বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। আপনার সম্মুখে একটি এসেন্স ধরিলাম, আপনি এক প্রকার আঘ্রাণ পাইলেন, আবার রুমালে ইহার দুই চার বিন্দু দিয়া আপনার নাসিকাপথ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিলাম,

আপনি অন্য প্রকার আঘ্রাণ পাইলেন। এইরূপে দূরে ও নিকটে একই এসেন্সের বিভিন্ন প্রকার আঘ্রাণ পাওয়া যায়।

যে সুরাসারে এসেন্স প্রস্তুত হইবে তাহা যেন অতি উৎকৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ শতকরা ৯০ ও ৭৫ ভাগ সুরাসার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ৭৫ ভাগের কম সুরাসার ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য এসেন্সে ৯৫ ভাগ সুরাসার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৯০ ভাগ সুরাসারকে ৭০ ভাগে পরিণত করিতে হইলে ১০০ আউন্স ৯০ ভাগ সুরাসারের সহিত ৩১ আউন্স জল মিশ্রিত করিতে হইবে। আমাদের ভারতবর্ষে আজ কাল অতি উত্তম সুরাসার প্রস্তুত হইতেছে। ইহা বিলাতী অপেক্ষা দামে সস্তা এবং ইহাতে অতি উত্তম এসেন্স প্রস্তুত হয়।*

এসেন্সের গন্ধকে স্থায়ী করিবার জন্য খুব সামান্য পরিমাণে মৃগনাভি মিশাইতে হয়।

এসেন্স সমূহকে রং করিবার আবশ্যক হয় না। তবে যেখানে এসেন্স ঘোলাটে বা সাদা দেখায়, সে স্থলে ঈষৎ রং করা ভাল। রং করিবার দ্রব্য অনেক প্রকার আছে। তবে সকলে যাহাতে অতি অল্প ব্যয়ে রং করিতে পারেন এমন কতিপয় স্বদেশী দ্রব্যের বিষয় এস্থলে লিখিত হইল।

টিংচার গ্র্যাস।—ইহার দ্বারা সবুজ রং হইবে। একবিন্দু হইতে যে প্রকার আবশ্যক হইবে সেই প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে। দুই আউন্স ভাল দূর্ব্বাঘাস এক পাঁইট সুরাসারে অহোরাত্র ভিজাইয়া রাখিলে উহা প্রস্তুত হয়। দূর্ব্বাঘাসের মূলগুলি বাদ দিতে হইবে এবং ভিজাইয়া রাখিয়া পরে মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

টিংচার সেফালিকা।—ইহার দ্বারা গাঢ় হলদে রং হয়। এক আউন্স ওজনে সেফালিফুলের বোঁটাগুলি লইয়া এক পাইণ্ট সুরাসারে অহোরাত্র ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। কুসুমফুল ও কমলালেবুর খোসা হইতেও ঠিক এই উপায়ে রং করিতে পারা যায়।

টিংচার ম্যারিগোল্ড।—ইহার দ্বারা হলদে রং হয়। পাঁচ সাতটী বড়

* সম্প্রতি প্রসিদ্ধ রসায়নশাস্ত্রবিৎ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের দেশীয় মউয়া ফল হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিতেছেন। এই সুরাসার বাহির হইলে এসেন্স প্রস্তুতের বিশেষ সুবিধা হইবে।

পাপড়ীযুক্ত গাঁদাফুলকে এক পাইন্ট সুরাসারে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

অন্যান্য রং এসেন্সে ব্যবহৃত হয় না। সেইজন্য সে সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল না। মোটের উপর, এসেন্সগুলির রং খুব ফিকা করা ভাল। বকুলের তৈল ও হিকোর নরসিসাস গন্ধসার প্রায় একরূপ। এই জন্য উহা ক্রয় করিবার সময় একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বকুলের তৈলের রং হল্‌দে কিন্তু নরসিস্সাস দেখিতে লাল বর্ণ। সুরাসারে দ্রব করিলে বকুলের তৈলের কোনও রং প্রায়ই দেখা যায় না কিন্তু নরসিসাস দ্বারা লাল বর্ণ হয়।

মৃগনাভি ক্রয় করা বড় কঠিন। বাজারে এসেন্স মস্ক বলিয়া যাহা বিক্রীত হয় তাহা কৃত্রিম মৃগনাভি হইতে প্রস্তুত হয়। কৃত্রিম মৃগনাভি শুষ্ক রক্তবিন্দু ও কিঞ্চিৎ এমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মবদ্ধ করিয়া রাখিলেই প্রস্তুত হয়। প্রকৃত মৃগনাভির দানা প্রায় এলাচ দানার ন্যায়। মৃগনাভি পরীক্ষা করিতে হইলে খানিকটা চুন মৃগনাভির সহিত মিশাইতে হয়। যদি এমোনিয়ার গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা হইলে বুঝিবেন যে, উহা কৃত্রিম। রেশমী সুতায় রসুনের রস মাখাইয়া তাহা যদি মৃগনাভির দানার উপর দিয়া টানা যায় এবং তাহার পর যদি উহাতে রসুনের গন্ধ না থাকে, তাহা হইলে জানিবেন যে উহা আসল মৃগনাভি।

নিরোলি অয়েল অত্যন্ত দামী জিনিষ। সময়ে সময়ে বাজারে ভার্ব্বেনা তৈলকে নিরোলি বলিয়া চালান হইয়া থাকে। আবার কমলা লেবুর খোসা হইতে যে তৈল হয়, অনেক সময় তাহাকেও নিরোলি বলিয়া বিক্রয় করে। নিরোলি পরীক্ষা করা বড় কঠিন। যাঁহারা জানেন না. তাঁহাদের প্রতারিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। এই জন্য বিশেষ সতর্ক হইয়া ইহা ক্রয় করা উচিত।

বার্গেমট তৈল দেখিতে হল্‌দে। যাহা কৃত্রিম তাহা কখনও হল্‌দে হয় না, চিরকালই সবুজ বর্ণ থাকে। যদি কিঞ্চিৎমাত্র প্রকৃত তৈলও থাকে এই সবুজ বর্ণ দূর হইয়া যায়।

নিম্নে কতিপয় পরীক্ষিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট এসেন্স-প্রস্তুত-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইল।

গোলাপজল।—৪০ পাউণ্ড জল Still বা Retort এ গরম করিতে হইবে। এই জল গরম করিবার পাত্র বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। জল

ফুটিতে থাকিলে তাহাতে ১৫ পাউণ্ড ভাল লাল গোলাপফুলের পাতা ফেলিয়া মোট ১৫ পাউণ্ড চোলাইয়া লইতে হইবে। ইহাই সিঙ্গেল রোজওয়াটার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এই ১৫ পাউণ্ড সিঙ্গেল রোজ ওয়াটারে পুনরায় ১৫ পাউণ্ড গোলাপ-ফুলের পাতা দিয়া ১০ পাউণ্ড চোলাইয়া লইলে ডবল রোজ ওয়াটার প্রস্তুত হইবে। আমরা গোলাপজল প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে এক বিশদ প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রকাশ করিব। গাজীপুরে কি করিয়া গোলাপ জল চোলাই হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে আমরা বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতেছি।

উল্লিখিত উপায়ে অতি সহজে উৎকৃষ্ট গোলাপ জল প্রস্তুত হইতে পারে। গোলাপগুলি অগ্রে বেশ করিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। উহার সহিত যেন বোঁটা বা অন্য কোনও ময়লা না থাকে। পাপড়ীগুলি যত বড় হইবে, ইহার সুগন্ধ তত উৎকৃষ্ট হইবে। কৃত্রিম উপায়েও গোলাপজল প্রস্তুত হইতে পারে। ১০ ফোঁটা গোলাপী আতর এক ড্রাম ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বনেটে মিশাইয়া তিন পোয়া পরিশ্রুত জলে দ্রব করিয়া পরে শোষক কাগজে ছাঁকিয়া লইলেই উহা প্রস্তুত হয়। ইহা সহজে পরীক্ষা দ্বারা কৃত্রিম কিম্বা আসল তাহা জানিতে পারা যায় না।

ল্যাভেণ্ডার।—অয়েল ল্যাভেণ্ডার ৪ আউন্স তিন কোয়াটার ৯০০% সুরাসারে দ্রব করিয়া এক পাঁইট গোলাপ জল মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

অন্য প্রকার।—এসেন্স অব মস্ক ৪ ড্রাম, এসেন্স অব আম্বার গ্রিজ ৪ড্রাম, অয়েল সিনামন ১০ ফোঁটা, অয়েল ল্যাভেণ্ডার ১ ড্রাম, অয়েল জিরেনিয়ম ২ ড্রাম, রেকটিফায়েড স্পিরিট ২৪ আউন্স, একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া শিশি বন্ধ করিতে হইবে।

ইউ-ডি-কলোন।—অয়েল বার্গেমট আধ ছটাক, লিমন অয়েল এক কাঁচ্চা, রোজমেরি অয়েল ৪০ ফোঁটা, নিরোলি অয়েল ৭০ ফোঁটা, ল্যাভেণ্ডার অয়েল ২৫ ফোঁটা, অরেঞ্জ অয়েল ২৫ ফোঁটা, রেকটিফায়েড স্পিরিট ২ সের।

অন্য প্রকার।—স্পিরিট দেড় গ্যালন, অয়েল নিরোলি দেড় আউন্স, অয়েল রোজমেরি এক আউন্স, অয়েল বার্গেমট এক আউন্স, একত্র করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক বোতলে পুরিতে হইবে। এই ইউ-ডি-কলোনটী অতি উৎকৃষ্ট। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

নব্যভারত, বৈশাখ।—ত্রিংশ খণ্ড আরম্ভ হইল। এই সুদীর্ঘকাল সাহিত্য-জগতে আপনার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নব্যভারত সগর্ব্বে অগ্রগমন করিতেছে। আশা করি, নব্যভারতের এ কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে—নব্য-ভারত সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সাহিত্য-সাধনায় নিরত থাকিবে। বৈশাখ-সংখ্যায়, প্রথমেই সম্পাদকের 'অদৃষ্ট' প্রবন্ধ। প্রথমাংশ হতাশের আক্ষেপ, শেষাংশ উদ্দীপনা। প্রথমাংশ রচনার কারণ আছে, শেষাংশে উদ্দেশ্যাভিব্যক্তির ভাষা আছে। এ প্রবন্ধে সার আছে। শ্রীচন্দ্রশেখর সেনের 'নিবেদন।' বৃদ্ধ সেন মহাশয় টাইটানিক জাহাজের উদাহরণ সম্মুখে ধরিয়া দেশবাসীকে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে আহ্বান করিয়াছেন। এই আহ্বানের উদ্দেশ্য অবশ্য তাঁহার পরিণত হৃদয়ের কল্পনাস্ফুরণজ, কিন্তু তাহা আকাশ-কুসুমেরই নামান্তর! শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'বসুমতীর ব্যবহার', অনেকখানি অর্ব্বাচীনত্ব, অনেকখানি অনধিকারচর্চ্চা এবং অনেকটা বিদ্বেষবিষ ও বৃথাগর্ব্ব লইয়া চারিখানি মূল্যবান পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমরা এরূপ অযথা গাত্রদাহ সম্পূর্ণ অনর্থক মনে করি। 'বসুমতী' শ্রদ্ধেয় আশুবাবু ও ভক্তিভাজন পণ্ডিতমণ্ডলীকে অভদ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিন্দুমাত্রও বিরক্তি না দেখাইয়া উদারভাবে বসুমতীকে ক্ষমা করিতে পারিলেন, আর যত গাত্রদাহ হইল এই লেখক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের! ভট্টাচার্য্য মহাশয় ওকালতী করেন না যে, আমরা মনে করিব, তিনি ব্রিফ্ লইয়াছেন। অবশ্য আমরা বসুমতীর ব্যবহারের সমর্থন করিতেছি না, কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে এরূপ অর্থশূন্য হাস্যাস্পদ বক্তৃতা চালাইয়াছেন যে, তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা মোটেই করা যায় না। শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরীর 'উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে দুই একটী কথা।' সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের অভিভাষণের আলোচনা যুক্তিপূর্ণ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাসের 'নববর্ষ' একটী কবিতা, সন্তোষজনক নহে। 'ভগ্নী' কথাটাও মাসিক সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার 'প্রসাদী ফুল' সুখপাঠ্য। 'স্বপ্ন' প্রবন্ধে শ্রীসরসীলাল সরকার কতকগুলি জ্ঞাতব্য স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ প্রবন্ধে শ্রীচণ্ডীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এ প্রবন্ধের উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই ইহা পাঠ করা উচিত। আমরা ইহার অনুবৃত্তি দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত রহিলাম। 'বৈশাখী' শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামীর ব্যঙ্গকবিতা। গোস্বামী মহাশয়ের কবিতায় মিল অনেকটা উদার হইয়া পড়িয়াছে। 'সেরা' স্থানে 'সের' করিয়া 'কবিদের' সঙ্গে মিলাইতে হইয়াছে; গোবরা ও ছোবরা (ছোবড়া ?), লভি ও কবি, গন্ধ ও সন্দ, কাকু ও বাপু এবং রাখা ও আঁকাতে মিলিয়াছে। শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ 'মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন কথা'য় মাদামের বাল্যজীবন লিখিয়াছেন। জানিবার বিষয় আছে। আমাদের দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, কোন পরলোকবাসীর আত্মার প্রবন্ধ, মিডিয়ম শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধটী যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু এই বহু নেতাপূর্ণ দেশে সকলেই যে বক্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শুনিবে কে ? আর এক কথা, আমাদের দেশে নেতা অনেক আছেন বটে কিন্তু সকলেই উপদেষ্টা, কর্ম্মীর সংখ্যা অধিক নহে। শ্রীরসিকলাল রায়ের 'যুক্তি অযুক্তি ও কুযুক্তি'। গত ফাল্গুন মাসের বঙ্গদর্শনে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, মাননীয় গোখেলের নিম্নশিক্ষা প্রচার আইনের পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এ প্রবন্ধ তাহারই সমালোচনা। সমালোচকের যুক্তি সারগর্ভ ও সহজবোধ্য। শ্রীমুকুন্দলাল বসু 'বিথলঙ্গের আখড়ার' প্রতিবাদ করিয়াছেন। গত চৈত্রের সংখ্যায় শ্রীবসন্তকুমার রায় এম-এ, বি-এল, 'বিথলঙ্গের আখড়া' ও ইহার স্থাপয়িতা রামকৃষ্ণ গোঁসাইএর ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহাতে বসন্তবাবু এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন, যাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকা যায় না। এম-এ, বি-এল, হইলেই মহাজন-জীবনী লিখিবার যোগ্যতা জন্মে না, আবার যোগ্যতার অতিরিক্ত কিছু করিলেও ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হয়। শ্রীদুর্গাচরণ ভূতির 'চেন্নপট্টন' সুখপাঠ্য। জনৈক সহযোগী ৺হরকুমার কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্তভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের ঈশ্বরে নির্ভর, তাঁহার ছাত্রগণের নিমিত্ত ভাস্বর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে। 'অশ্রুধারা' শ্রীবীরকুমার বধ রচয়িত্রীর শোকগাথা। ৺জ্ঞানদাশঙ্কর বসু মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে লিখিত। এ কবিতা সমালোচনার অতীত।

ব্যবসা ও বাণিজ্য।—শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু-সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩।৵০।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা বঙ্গদেশে অত্যন্ত বিরল, নাই

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং নূতন সহযোগীকে আমরা অন্তরের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। সাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সাহিত্যের মধ্যে কেবল কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা হইলেই যে সকল দিক বা সকল বিষয় পরিপূর্ণতা লাভ করে, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। বঙ্গভাষায় বাণিজ্যসংক্রান্ত তেমন গ্রন্থাদি ও মাসিক পত্রিকা না থাকায়, আমরা একটী দারুণ অভাব অনুভব করিতেছিলাম, সেই অভাব দূরী-করণার্থ কএক মাস হইতে 'ব্যবসায়ী'র প্রচার হইয়াছে ও তাহারই পথানুসরণ করিয়া ব্যবসা ও বাণিজ্যকে আসিতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য সংখ্যায় 'মূলধন' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এর রচনা। বিষয়টী অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ, তবে স্থানে স্থানে আমাদের সহিত যুক্তি ও মতের সামান্য প্রভেদ আছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষের 'সাবান প্রস্তুত প্রণালী' বিশদভাবে না থাকিলেও, প্রবন্ধটীতে অনেক জানিবার, শিখিবার আছে। 'জাপানে কৃষি এবং শিল্প'তে ঘরের কথা না বলিয়া দূরের কথা বলিলেও তিনি কাজের কথাই বলিয়াছেন। 'বৈঠকী', 'আমার কর্ম্মভূমি', 'গৃহহারা' প্রভৃতি রচনাগুলি ব্যবসা ও বাণিজ্যের উপযুক্ত হয় নাই। এই শ্রেণীর রচনা প্রকাশ করিবার জন্য বঙ্গভাষায় ছোট বড় বহু পত্রিকা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের সময় সম্পাদকের পত্রিকার উদ্দেশ্য স্থির থাকা উচিত, শিব গড়িতে বাঁদর গড়া কোনও মতে বাঞ্ছনীয় নয়। পরলোকগত টাটার জীবনী (সচিত্র) ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসুর এই সংখ্যায় একটীমাত্র সারগর্ভ রচনা, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ইহা পাঠ করা উচিত। ব্যবসায় জুয়াচুরি প্রবন্ধে চা সম্বন্ধে যে কথা লেখা হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক। এই সকল পত্রিকায় সত্য কথার সমাবেশ করাই একান্ত সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। Kellner কোং কোনও দিন এক পেয়ালা চা চারি আনায় বিক্রয় করে নাই বা গ্রেটইষ্টার্ণ হোটেলও নয়। এক পেয়ালা উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত করিতে দুই পয়সার অধিক ব্যয় অসম্ভব। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আগামী সংখ্যায় ব্যবসায়ীতে করিবার ইচ্ছা রহিল।

সংবাদ।

যে সমস্ত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণ "ব্যবসায়ীর" বিনিময়ে পত্রিকাদি পাঠাইতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ। আগামী সংখ্যায় এই সমস্ত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদির নামোল্লেখ করিব।

দুঃখের বিষয়, এখনও অনেক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি আমাদের "ব্যবসায়ী" লইয়া বেমালুম হজম করিতেছেন। বিনিময়ে তাঁহাদের পত্রিকাদি আমাদিগকে পাঠান নাই! আমরা এখন কেবল এইটুকুই বলিয়া রাখিলাম।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত "ব্রহ্মবিদ্যা" লইয়া বিনিময়ের জন্য আমাদের অফিসে আসিয়াছিলেন। আমরা সাদরে "ব্রহ্মবিদ্যা" গ্রহণ করিয়া কেবল ধন্য হই নাই, গৌরব অনুভব করিতেছি। এরূপ ধরণের মাসিক পত্র ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। আমরা "ব্রহ্মবিদ্যা" পাঠ করিয়া যার-পর-নাই সুখী হইয়াছি। আমাদের ধর্ম্মের দেশ ভারতে এইরূপ কাগজই শোভা পায়।

আমরা যে সমস্ত মাসিক পত্র "ব্যবসায়ীর" বিনিময়ে পাইতেছি, স্থানাভাবে তাহাদের সমালোচনাদি করিতে পারি নাই; তজ্জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। তবে বলিয়া রাখি, "ব্যবসায়ী" ধীরে ধীরে তাহার সদাশয় গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট বিনীতভাবে প্রাপ্তি স্বীকার করিব।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক "সংসার-চিত্র", "মানব-চিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "জীবন-সংগ্রামের" দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। এবার "জীবন-সংগ্রাম" পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বাহির হইতেছে এবং কয়েকখানি সুন্দর হাফ্‌টোন ছবি থাকায় সোণায় সোহাগা হইয়াছে।

ব্যবসায়ীতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

ব্যবসায়ীর গ্রাহক ছাড়া প্রতি মাসে তিন হাজার কাপি প্রতি জেলায় নূতন নূতন স্থানে প্রেরিত হইতেছে। যাঁহারা ব্যবসায়ীতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন-দাতাগণ নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বিশেষ বাধিত হইব।

১। এক বৎসরের চুক্তিতে ব্যবসায়ীতে বিজ্ঞাপন দিলে প্রতি পেজ ৫৲ টাকা, অর্দ্ধপেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা, সিকি পেজের কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

২। কভারের প্রথম পেজের নিম্নে অর্দ্ধ পেজ ১০৲ টাকা, (দুই কলারে ছাপা হইবে)। কভারের দ্বিতীয় পেজ ৮৲ টাকা, কভারের তৃতীয় পেজ ৮৲ টাকা, কভারের চতুর্থ পেজ ১২৲ টাকা (দুই কলারে ছাপা হইবে)।

৩। উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত কম বা বেশী মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি মাসে অগ্রিম দেয়।

৪। নামজাদা ও বিশ্বস্ত ফারম ব্যতীত অন্য ফারমের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করি না।

৫। ব্যবসায়ীতে ক্রোড়পত্র দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার মূল্যাদি সম্বন্ধে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঠিক করিতে হয়।

৬। দুই এক মাসের জন্য অস্থায়ী বিজ্ঞাপন দিলে উপরোক্ত মূল্যের দেড় গুণ মূল্য দিতে হইবে।

৭। প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতাকে প্রতি মাসে ১ খানি করিয়া "ব্যবসায়ী" বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ব্যবসায়ী।

১।৪ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপীযূষ কান্তি ঘোষ।

Block by Great Eastern Studio. Wilkins Press.

THE TRADE GAZETTE.

ব্যবসায়ী।

কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মুষ্টিযোগ, সরল হোমিওপ্যাথিক
ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।

ব্যবসায়ী।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য দুইটী পৃথক কাজ—পৃথক জিনিষ, তজ্জন্য নামও পৃথক। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নাম বাণিজ্য, তবে আধ পয়সার তৈল, সিকি পয়সার লবণের ক্রয়-বিক্রয়কে বাণিজ্য বলা চলে না, বেশী টাকার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়কে বাণিজ্য বলিতে হয়; চলিত কথায়, যাহাকে মহাজনী বলে। মহাজন শব্দের অর্থ মহৎ ব্যক্তিকে বুঝায়, মহাজন শব্দের সার্থকতা ধনে—আধ পয়সায় তৈল আর সিকি পয়সার লবণ বিক্রয়ে ধনের সংস্রব ততটা থাকে না বলিয়া, মহাজন বলিতে—যাঁহাদের কেনা বেচায় বেশী টাকা খাটে, তাঁহাদিগকেই বুঝায়; তাঁহাদের এইরূপ কেনা-বেচাকে মহাজনী বা বাণিজ্য বলে। মহাজন বলিতে উত্তমর্ণকেও বুঝায়, আবার যেখানে পদকর্ত্তাকে বুঝায়, সেখানে মহাজন শব্দের অর্থ কবি, তাঁহার টাকার কারবার থাকুক আর নাই থাকুক। কেনাবেচার মহাজনকে বণিকও বলা যায়। ফলে কেনাবেচা লইয়াই বাণিজ্য, কেনাবেচা বই বাণিজ্য নামের সার্থকতা থাকে না। ব্যবসায় বলিতে কেনাবেচা বুঝায় না এমন নহে। তবে ব্যবসায় শব্দের অর্থটা কিছু ফালাও। ইহাতে কেনাবেচার কাজও আছে। সে অর্থ ধরিলে ইহা বাণিজ্যের নামান্তর, তদতিরিক্ত চিকিৎসা, ওকালতী ঠিকাদারী বা কণ্ট্রাক্টরীকেও ব্যবসায় বলে। ইহাতে শ্রমের বেতন এবং বিদ্যাবুদ্ধিরও পুরস্কার আছে। ঠিক কথা বলিতে হইলে, ইহাতে শারীরিক শ্রমের এবং বিদ্যাবুদ্ধির বেতন বা মূল্য দুই মিলে। এই

হিসাবে ব্যবসায় বিষয়টা চাকরী বা বাণিজ্যের মধ্যবর্ত্তী, ইহাতে অল্পাধিক দুইয়েরই সংশ্রব আছে।

আমাদের "ব্যবসায়ী" পত্রে এতদুভয়েরই আলোচনা থাকিবে। আজি-কালি নব্য শিক্ষিতগণের মধ্যে এই "ব্যবসায় বাণিজ্য" লইয়া একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজীর বর্ণমালা চিনিয়া সামান্য শব্দবোধ থাকিলেই রাজ-সরকারে, সওদাগর অফিসে চাকরীর অভাব হইত না; কিন্তু আজি-কালি সেই সামান্য বেতনের চাকরীর জন্য বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া লোককে "হাহা ধাধা" করিতে হইতেছে। চাকরীর বাজার বড়ই গরম, শিক্ষিতের চাকরী জুটিতেছে না, ইংরাজী আগে অর্থকরী বিদ্যা ছিল, এখন আর তাহা নাই; এখন অর্থকরী বিদ্যা হইয়াছে—কৃষি শিল্প বিজ্ঞান ব্যবসায় বাণিজ্য, অবশ্য তাহা ইংরাজী না জানিলে শিক্ষা করা যায় না। তাহার কারণ বাঙ্গালায় এখনও প্রয়োজন-মত কৃষি শিল্প বিজ্ঞান শিখিবার উপায় ভালরূপ হয় নাই। আমাদের ব্যবসায়ীর আবির্ভাব সেই অভাব দূর করিবার জন্য। ইহাতে কৃষি শিল্প বিজ্ঞান ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার সকল অভাব মিটিবে। ইহা দ্বারা কৃষির কৃষিশিক্ষা হইবে, শিল্পীর শিল্প শিক্ষা চলিবে এবং বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান শিক্ষার ও আলোচনার পক্ষে সাহায্য হইবে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের ত কথাই নাই।

চাকরীতে যেমন বাঁধা আয় আছে, ব্যবসায়ে তাহা নাই; চাকরীতে খাটিলেই টাকা-পয়সা—বাণিজ্য-ব্যবসায়ে খাটিলেই টাকা পয়সা মিলে না। অনেক সময় অনেকস্থলে শ্রম ও বিদ্যাবুদ্ধি সবই পণ্ড হইয়া যায়। শুধু তাই নয়, মূলধনেও আঘাত লাগে, সুতরাং চাকরীর পথ অপেক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায়ের পথ সুগম নয় বলিয়াই অনেকে সর্ব্বাগ্রে চাকরীর চেষ্টা করেন। চাকরী না জুটিলে কষ্টে-সৃষ্টে মূলধনের জোগাড় করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে মন দিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিলে আর ভাবনা থাকে না, চাকরীর শতগুণে লাভবান হওয়া যায়। সাধারণ চাকরীতে কস্মিনকালে "হাহা ধাধা" দূর হয় না, কিন্তু বাণিজ্য-ব্যবসায়ে রাতারাতি বড়মানুষ হইতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে একটী কথা আছে, ব্যবসায় বুদ্ধি। ইংরাজী শিখিলাম, বি-এ, এম-এ, পাশও করিলাম, চাকরীর জন্য চেষ্টায় ক্রটীও রাখিলাম না। কিন্তু

যখন তাহা না জুটিল, তখন স্থির করিলাম, তবে শ্বশুর মহাশয়ের দত্ত তাঁহার কন্যার গহনাগুলি বিক্রয় করিয়াই হউক বা পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী ছাড়িয়া দিয়াই হউক, যে কোন উপায়ে হউক, কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রাণ-মন ঢালিয়া দেওয়া যাউক। কিন্তু কস্মিনকালে স্বয়ং হাটবাজার পর্য্যন্ত করি নাই—করা দূরে থাকুক, হয় ত দেখিও নাই, সুতরাং ব্যবসায়ের শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই হয় নাই। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া সরকারকে বাজারে পাঠাইলাম পণ্য ক্রয় করিতে, সে যদি সৎ ও ধর্ম্মভীরু না হয়, তাহা হইলে দশ টাকার জিনিষ কিনিয়া ব্যবসায়ের খাতায় ১৫৲ টাকা লেখাইল, কিনিল তিন মণ মাল, লেখাইল চারি মণ। নিজে কিছু জানি না, শুনি না, বুঝি না, দশটার সময় বাড়ীতে আহার করিয়া দোকানে গিয়া ঘণ্টার গরুড়ের মত বসিয়া রহিলাম, সরকার গমস্তায় কেনাবেচা করিতে লাগিল, বৎসরের শেষে মহাজনের বাকী মিটাইবার টাকা নাই, কারবারে মজুত মালও হয়ত অত্যল্প পাইলাম, কাজেই গণেশ উল্টাইয়া সরিয়া পড়িবার পথ দেখিতে হইল।

যদি লেখা-পড়া শিখিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ই করিতে হয়, তাহা হইলে বড় বড় কারবারে শিক্ষানবিশী করিয়া ব্যবসায় শিখিতে হইবে, লাভ লোকসান বুঝিতে হইবে, জমা খরচ জানিতে হইবে, আড়ৎ চিনিতে হইবে, স্বয়ং আড়তে গিয়া জিনিষ পত্রের দর, সেই আড়ৎ হইতে মাল আমদানি করিতে কত খরচ পড়িবে, খরিদামালের ওজন কমৃতা আন্দাজ করিয়া কি লাভ হইতে পারিবে, এই সকল খতাইয়া তবে মাল খরিদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মফস্বলের আড়তে প্রত্যেকবার মাল খরিদের সময়ই যে আপনাকে যাইতে হইবে, এমন কথা নহে, পাঁচবার সরকার যাইল, দুবার বা আপনি স্বয়ং যাইলাম।

যে কাজে লাভের নিশ্চয়তা নাই, তাহা যত কম খরচে চলে ততই ভাল, এজন্য ব্যবসায়ীকে মিতব্যয় অভ্যাস করিতে হয়। মিতব্যয়ী না হইলে ব্যবসায় করা যায় না। কারবারে লাভবান হইবার প্রধান অঙ্গ মিতব্যয়। যে ব্যবসাদার ইহাতে অভ্যস্ত নহে, সে কিছুতেই লাভ করিতে পারিবে না। কৃষিকার্য্যে আবার নিজের শ্রম অত্যাবশ্যক, ক্ষেত্রের ধারে আপনি না বসিয়া থাকিলে কৃষাণে খাটে না, তাহারা ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে—

"হাতে হেতেরে করে ক্ষেতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি।
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার আজ হাবাৎ কালও হাবাৎ॥"

কৃষি সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। হাতে হেতেরে ক্ষেতের কাজ করিতে হয়, তাহা হইলেই পূরা ফসল জন্মে, লাভবানও হওয়া যায়। যে হাতে হেতেরে আপনি চাসে খাটিতে অশক্ত, কিন্তু ছাতি মাথায় দিয়া ক্ষেতের ধারে বসিয়া থাকে, তাহার আধা ফসল এবং লাভও তদনুরূপ হয়। আর যে ক্ষেতের ধার দিয়াও যায় না—ঘরে বসিয়া কৃষাণ মজুরকে চাসের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে, সে সর্ব্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সততা ব্যতিরেকে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি জন্মে না, লাভবানও হইতে পারা যায় না। অনেক অশিক্ষিত ব্যবসাদারের ধারণা, ওজন কম ও দরের তঞ্চক না করিলে লাভ হয় না, সেটা তাহাদের বিষম ভ্রম। ব্যবসাদারের মধ্যে যাহার যত সুনাম সুখ্যাতি, তাহার কারবারের অবস্থাও তত ভাল, লাভও তত বেশী।

কোন ব্যবসাদার বিনা লাভে জিনিষ বিক্রয় করে না, তবে কেহ বেশী লাভ লয়, আর কেহ কম লাভ লয়। যিনি কম লাভে জিনিষ বিক্রয় করেন, তিনিই প্রকৃত কারবারী, তাঁহাকে খরিদ্দার খুঁজিতে হয় না, খরিদ্দার আপনি তাঁহাকে খুঁজিয়া লয়। কাজেই তাঁহার দোকানে খরিদ্দার ধরে না, জিনিষও বেশী দিন পড়িয়া থাকে না। অন্যস্থান অপেক্ষা অল্পমূল্যে ঠিক ওজনমত জিনিষ পাইলে কে অন্যত্র যাইতে চাহে? কাটতির মুখে অল্প লাভে আটকায় না। কেনাবেচা বাড়িলে অল্প লাভে অনেক টাকা হয়। টাকায় এক পয়সা লাভে প্রতিদিন এক শত টাকার জিনিষ বিক্রয়ে বেশী লাভ, কি টাকায় দুই আনা লাভে পাঁচ টাকার জিনিষ বিক্রয়ে বেশী লাভ হয়? কাটতির মুখেই লাভ। অতএব সেই কাটতি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, ব্যবসায়ীমাত্রেরই তাহার চেষ্টা করা উচিত। গুপ্তপ্রেসের স্বত্বাধিকারী ও প্রতিষ্ঠাতা ৺দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় যখন প্রথম গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা বাহির করেন, তখন তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— "আপনি এত কম দামে পাঁজি বিক্রয় করিতে বসিলেন, লাভে কুলাইবে ত?"

তাঁহাকে তিনি এই প্রবন্ধ-লেখকের সম্মুখে উত্তর দিয়াছিলেন ;—

"আমার প্রত্যেক পাঁজিখানায় সিকি পয়সা লাভ থাকিলেই টাকা রাখিবার জায়গা থাকিবে না।"

তজ্জন্যই আজি প্রতিযোগিতার বাজার গরমেও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা টিকিয়া আছে, লাভও যথেষ্ট হইতেছে। যদি জিনিষ ঠিক হয়, অল্প লাভে কিছু আসিয়া যায় না। একজন ব্যবসাদার যদি কলিকাতার বাজারে এইমাত্র সুনামটুকু কিনিতে পারে যে, তাহার দোকানে শস্তাদরে সুন্দর জিনিষ মিলে, তাহা হইলে বাস্তবিকই তাহার টাকা রাখিবার জায়গা থাকে না। একথা ষোল আনা সত্য। পাকা ব্যবসাদারে একথা অমান্য করিতে পারিবেন না। এইজন্যই আমাদের বলা যে, ব্যবসায়ে সততার অতি প্রয়োজন। ব্যবসাদারকে তাই বলি, ব্যবসায়ে লাভ করিতে চাও—সৎ হও, তাহা না হইয়া কদর্য্য জিনিষ এই ভেজালের দিনে দ্বিগুণ মূল্যে বেচিলে ব্যবসা রাখিতে পারিবে না, ডুবিয়া যাইবে। যদি বল, সবাই সৎ হইলে বাজার চলিবে কেন ? তাহা ত চলিবেই না, ব্যবসাদারের মধ্যে ভাল মন্দ দুই-ই আছে, দুই-ই থাকিবে, তবে তুমি লাভবান হইতে ছাড় কেন ? অন্যে অসৎ কাজ করিতেছে বলিয়া তুমিও তাহা করিতে যাও কেন ? ইহাতে অসতের সংখ্যা বেশী হইলেও ব্যবসা অচল হইয়া উঠিবেই। ঘীয়ের বাজার তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বাজারে ভাল ঘী মিলে না বলিয়া অনেকে ঘৃতপক্ক দ্রব্য পরিত্যাগ করিতেছে। এ সময়ে যাঁহারা ভাল ঘীয়ের ব্যবসাদার, তাঁহাদের আপনাপন পরিচয় দেওয়া ভাল যে, তাঁহারা খাঁটি ঘী বেচিয়া থাকেন। পরিচয়ে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিলে ব্যবসায়ে লাভের জায়গা থাকিবে না। যাহারা ভেজাল ঘী বিক্রয় করে, তাহাদিগকে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। যাহারা ভেজাল ঘী বেচিবার জন্য রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ড পাইয়াছে, তাহাদের ঘীয়ের নিশ্চিতই কাটতি কমিয়াছে। না কমিয়া থাকিতেই পারে না। বারান্তরে আমরা বাণিজ্য ও ব্যবসায় সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

কাগজ।

কাগজ যে কি জিনিস তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক করে না। এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা এই চারিটী মহা দেশের কোথাও কাগজ অপরিচিত নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। যথা :—

গ্রেট ব্রিটন ও আয়র্লণ্ড	...	...	পেপার।
ইটালি ও লাটীন ভাষায়	...	...	চার্টা।
ফ্রান্স ও জর্ম্মনী	...	...	পেপিয়ার।
সংস্কৃত	...	...	কাগদ।
পারস্য	...	...	কাগজ।
আরব	...	...	কর্ত্তান।
তামিল	...	...	বরক।
নেপালী	...	...	ডাকৃনে।
আমেরিকা	...	...	পেপার।

বর্ত্তমান সময়ে সকল সুসভ্য জাতির মধ্যে কাগজে লিখনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরাকালে ভারতের অন্যান্য স্থানে বাঙ্গলা দেশে শিশুদিগকে প্রথম লিখিতে শিখাইবার সময় "রামখড়ি" নামক এক প্রকার কোমল প্রস্তরখণ্ড দিয়া ভূমিতে বর্ণমালা লিখাইতে অভ্যাস করান হইত, তৎপরে ক্রমশঃ তালপাতা, কলাপাতা, বটপাতা, তেরেটপাতা, ভূর্জ্জপত্র, তুলাৎ বা তুলট কাগজ, প্রস্তর ও ধাতু-ফলকাদিই ব্যবহৃত হইত। এখনও তাল-পত্রের আদর সদুর পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও হস্তে ও কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য হিন্দু ভূর্জ্জপত্রে লিখিত কবচাদি ধারণ করিয়া থাকেন। কলাপাত এখনও বঙ্গের অনেক পাঠশালাতে বালক-বৃন্দ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কলাপাতা শীঘ্র শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহাতে প্রয়োজনীয় কোনও বিষয় লিখিত হয় না। বাঙ্গলার একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে, "লিখে দিলাম কলাপাতে, ভেসে বেড়াও পথে পথে।" অর্থাৎ কলাপাতে লিখিয়া দিলাম, উহা কোনও উপকারে আসিবে না। তেরেটে লিখিত এখনও অনেক পুঁথি পাওয়া যায়। তেরেট তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষপত্র। পাতাগুলি দেখিতে প্রায়ই তালের মত,

তবে তাল অপেক্ষা অধিক চওড়া এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। ধাতু-ফলক ও প্রস্তর-ফলক দেবমন্দির গাত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। তুলট কাগজ বঙ্গের জমীদারী সেরেস্তায় আজিও সদর্পে বিরাজ করিতেছে। কলিকাতার সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে তালপাতা, তেরেট, ভূর্জ্জপত্র ও তুলট কাগজে লিখিত অনেক পুঁথী দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা কলিকাতার এসিয়াটিক মিউজিয়ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য অক্ষর খোদিত প্রাচীন ভারতীয় ইঁট, ধাতুনির্ম্মিত পদার্থ, শিলালিপি, প্রস্তর-ফলক ইত্যাদি দেখিয়াছেন। ভূর্জ্জপত্রে এখনও দলীলাদির কার্য্য সম্পন্ন হয়। গাছের ছাল হইতে এই কাগজ প্রস্তুত হইত। নেপালে কাটামুণ্ড পুস্তকালয়ে ভূর্জ্জপত্রে লিখিত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্য অন্য স্থানে আগে চামড়ায় কাগজের কাজ হইত। প্রাচীন যোনজাতি পুস্তককে "ডেপ্টরি" Depteræ বা চর্ম্ম বলিত। কনষ্টান্টিনোপলে এক সময়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। তাহাতে একজাতীয় সর্পের উপরের চর্ম্ম পুড়িয়া যায়। ঐ সকল সর্পচর্ম্মে গ্রীকদিগের মহাকাব্য "ইলিয়াড ও অডেসি" স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। ভারতবাসী চর্ম্মকে ঘৃণা করিতেন—সেইজন্য ভারতে ইহার চলন ছিল না। কথিত আছে, পণ্ডিতপ্রবর সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি পুস্তক লিখেন না কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, আমি জীবন্ত প্রাণীর জ্ঞান মৃতের চর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহি না।

কাগজ প্রথমে কোন্ জাতি প্রস্তুত করে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় খৃষ্টীয় ৯৫ অব্দে চীনেরাই প্রথম কাগজ প্রস্তুত করে। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভোজরাজার লিখন প্রণালীতেই প্রমাণ—১১ শতাব্দীতে কাগজের ব্যবহার ছিল। ভোজরাজা ১১০৬ সাল হইতে ১১৪২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত মামুদ গজনীর সংঘর্ষণ হয়। পাঞ্জাব-বিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেক্জেন্দারের সেনাপতি "লিয়ারক্স" লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এক প্রকার তুলা চাপড়ান জিনিসের উপর বাণিজ্যাদির হিসাব লেখা হইয়া থাকে। এই তুলা চাপড়ান সম্ভবতঃ তুলট কাগজ। এই তুলট কাগজ মালদহ জেলায় বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইত। দেশ বিদেশে এই কাগজ রপ্তানী হইত। বাঙ্গলায় কাগজ

প্রস্তুত একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে ইহা বেশ চলিয়াছিল। হাবড়া জেলার আমতা ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে ময়না গ্রামে এখনও ইহার প্রচলন আছে। জঙ্গিপুর সবডিবিশনে থানা সমসেরগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণপুর ও সীতারামপুরে এখনও এই কার্য্য বর্ত্তমান আছে। মুসলমান জাতির মধ্যে কাগজী (কাগজ প্রস্তুত-কারক) সম্প্রদায়ের হাতে এই কার্য্য ন্যস্ত আছে। মুসলমান তাঁতীরা যেমন "জোলা", মৎস্যজীবিরা যেমন "নিকারী" ইত্যাদি আখ্যা পাইয়াছিল, সেই প্রকার তাহাদের এই কাগজী আখ্যাও হইয়াছিল। এখনও কাগজী মুসলমান ঢাকা অঞ্চলে কাগজ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, কলিকাতায় ১৮৮৩।৮৪ খৃঃ অব্দে যে শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক প্রকার পাটের কাগজ ঢাকা মুন্সীগঞ্জের "মেঘু কাগজীর" প্রস্তুত একপ্রকার কাগজ, শাহাবাদ সসেরাম হইতে ৪ প্রকার দেশী কাগজ, বহরমপুর কর্ণহৌলি (মজঃফরপুর) হইতে দুই প্রকার দেশী কাগজ এবং ভূটান হইতে এক প্রকার বৃক্ষের ছালের কাগজ প্রদর্শিত হয়। ভূটিয়া কাগজে প্রায় পোকা ধরে না। এই কাগজ বেশ সুদৃশ্য ও মসৃণ। ভূটানীরা তদ্দেশজাত "ডিয়া" নামক একপ্রকার গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। ইহারা গাছের ছালগুলিকে বেশ লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া কাষ্ঠের ছাইয়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া প্রস্তরের উপর রাখিয়া মুদ্গর দিয়া পিটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করে, তৎপরে জাপানী কাগজের প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত করে।

জাপানে তুঁত গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ ইহারা গাছের ডালগুলি ক্ষারজলে সিদ্ধ না করিয়া ছাই জলে হাঁড়ী বা পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইয়া যখন ডালগুলির উভয় প্রান্ত হইতে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণে ছাল গলিয়া যায়, তখন নামাইয়া ঠাণ্ডা করে। তৎপরে ছালগুলি ছাড়াইয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া রাখে। এই সময়ে ছুরি দিয়া উহারা কৃষ্ণবর্ণ ছালগুলি চাঁচিয়া ফেলে। তাহার পর মোটা ছাল ও পাতলা ছাল বাছিয়া পৃথক করে।

তাহার পর আবার ছালগুলি সিদ্ধ করিতে থাকে। এইরূপ মণ্ড প্রস্তুত করিয়া ভাতের মাড় ও অন্যান্য দ্রব্য মিশাইয়া মাদুরে ঢালিয়া

কাগজ করে এবং তা সাজাইবার সময় তা-মধ্যে খড় দিয়া উপর্য্যুপরি সাজাইয়া চাপ দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলে। তৎপরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে কাগজ প্রস্তুত হইয়া যায়। উলুবেড়িয়া সবডিবিসনে আমতার নিকট ময়না গ্রামে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ১০০ ঘর কাগজী কার্য্য করিত। আজ তৎস্থানে ১০ ঘর কাগজীও দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কাগজীরা হয়ত বা কেহ কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দিয়াছে, না হয় দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়াছে। হুগলী জেলার কাগজী গ্রামগুলির অবস্থা অতি মন্দ। ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী গ্রামগুলিকে প্রায় জনশূন্য করিয়াছে। এই দেশে কলের কাগজ প্রচলিত হওয়ায় কাগজীদের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। সাহাবাদ জেলার নসরিগঞ্জ গ্রামে কাগজ প্রস্তুত হইত, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারকেশ্বরের নিকট সাবাজার গ্রামে পূর্ব্বে কাগজীর সংখ্যা অনেক ছিল এবং তাহাদের অবস্থা অতি স্বচ্ছল ছিল। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসরে তাহাদের সমস্ত লোপ হইয়াছে। ঐ গ্রামে এখনও যে সকল বড় বড় দিঘি দেখিতে পাওয়া যায়, তত্রস্থ কাগজীরা বলে, তাহাদের পিতৃপুরুষগণ এই সকল খনন করাইয়াছিলেন। এখন পয়সার অভাবে সেগুলি পাঁকে ভরাট হইয়া যাইতেছে। (ক্রমশঃ)

ফট্‌কিরি।

ফটকিরি খনিজ পদার্থ। প্রকার ভেদে ইহা নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ফটকিরি সংকোচক, রক্তরোধক বমনকারক একং ক্ষতাদিতে দাহক। এইজন্য নাসিকা বা দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব হইলে ফটকিরি জলে গুলিয়া নাস লইলে বা কুলি করিলে উহা আশু কমিয়া যায়।

ফটকিরি হইতে যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে কতকগুলি নিম্নে লেখা হইল।—

ডাক্তারী মতে ফটকিরি যত প্রকারে ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে কতকগুলি আমরা সংকলন করিয়া প্রকাশ করিলাম।

কটকিরি উত্তপ্ত করিয়া ঠাণ্ডা হইলে যাহা হয় তাহাকে রক্ এলম্ (Rock Alum) বলে। আরও বেশী উত্তপ্ত করিলে সোহাগার ন্যায় ইহা হইতে খই প্রস্তুত হয়, এবং তাহা ডাক্তারখানায় দগ্ধ ফটকিরি (Burnt Alum) নামে অভিহিত হয়।

এলম্ "কুলি"।—গলায় প্রদাহ হইলে এবং মুখে অতিরিক্ত দুর্গন্ধ হইলে নিম্নলিখিত কুলি করিলে গলায় প্রদাহ কম হয় এবং দুর্গন্ধনাশ হয়। চুর্ণ ফটকিরি দেড় আউন্স, জল আট আউন্স। সদা সর্ব্বদা কুলি করিতে হইবে। যদি আলজিবের প্রদাহ হয়, তবে ইহাতে অর্দ্ধ আউন্স টিংচার ফেরিনি মিশ্রিত করিলে আরও উত্তম হয়।

এলম্ "আইওয়াস"। অর্দ্ধ ড্রাম ফটকিরি আট অউন্স জলে গুলিয়া ফেলিতে হইবে।

গ্লিসারিণ এলুমিনিস।—এক আউন্স গুঁড়া ফটকিরি তিন ড্রাম জল ও চারি আউন্স পাঁচ ড্রাম গ্লিসারিণ একত্রে উত্তপ্ত করিয়া নামাইতে হইবে।

গ্লিসারিনাম এলুমিনিস এট্ এসিড ট্যানিসি।—পটাস এলম্ এক ভাগ, গ্লিসারিণের সহিত উত্তপ্ত করিয়া এক ভাগ ট্যানিক এসিডের সহিত মিশাইয়া লও।

লাইকার এলুমিনাই য়্যাসিটেটিস বা করোজ সলিউসন।—৮০ ভাগ জলে ৩০ ভাগ এলুমিনিয়ম সলফেট্ গুলিয়া ৩৪ ভাগ (ওজনে) য়্যাসিটিক য়্যাসিড মিশ্রিত কর। পৃথক ২০ ভাগ জলে ১৩ ভাগ ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট গুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে পূর্ব্ব মিশ্রণের সহিত তারপর অধঃস্থ পদার্থটীকে বাদ দিয়া তরল পদার্থটীকে শোধক কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া বোতলে পুরিয়া রাখ।

ল্যাপিস ডিভাইনাস বা কুপ্রাম এলুনেটাম।—পটাস এলম, কপার সলফেট্ ও সোরা প্রত্যেকে এক ভাগ করিয়া লইয়া অগ্নির উত্তাপে গালাইয়া লও। এইটীর সমস্ত ওজন যাহা হইবে তাহার ৫০ অংশ কর্পূর ও ১৫০ অংশ ফটকিরি একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখ। একত্রে মিশাইয়া সূক্ষ্ম বিন্দুবিশিষ্ট ছাঁচে ঢালিয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও।

পালভিস প্রো পেডিবাস।—১৫ ভাগ পটাস এলম ৮৫ অভ্রের (Talc) সহিত মিশ্রিত করিয়া লও।

ফুট পাউডার।—অভ্র ২ ভাগ, বোরিক য়্যাসিড ২ ভাগ, অরিস পাউডার ৩ ভাগ ও জিঙ্ক অকসাইড ১ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া লও।

লাইকার এলুমিনিস কম্পোজিটাস।—এক আউন্স ফটকিরি ও এক আউন্স জিঙ্ক সলফেট, তিন পাইণ্ট ফুটন্ত জলে দ্রব করিয়া লও।

এলম হোয়ে।—দুই ড্রাম ফটকিরি এক পাইণ্ট দুগ্ধের সহিত ফুটাইলে দুগ্ধ ছিঁড়িয়া যাইবে। পরে ছানাটী ছাঁকিয়া বাদ দিয়া এক হইতে ২ আউন্স মাত্রায় ব্যবহার্য্য। ইহা সঙ্কোচক ও পোষক। দুর্ব্বল অবস্থায় উদরাময় হইলে আহার ও ঔষধ উভয়রূপেই উপকার করে। তক্র ছাঁকিয়া যে ছানা থাকে, তাহা পুলটিসরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

চুল উঠাইবার উপায়।—দগ্ধ ফটকিরি ও সোহাগা প্রত্যেক অর্দ্ধ ড্রাম, চর্ব্বি এক আউন্স ও ছয় ফোঁটা বার্গমট তৈল একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রতি দিন সকালে ও রাত্রে ছোট চামচের অর্দ্ধ চামচ করিয়া মাথায় ঘর্ষণ করিলে টাকযুক্ত স্থানে শীঘ্র চুল উঠে। ইহা পরীক্ষিত। শিল্পকার্য্যে ফটকিরি যে কত প্রকারে ব্যবহৃত হয়, তাহার আর সংখ্যা নাই। অনেকে দেখিয়াছেন যে, লোহার সিন্দুক আগুনে নষ্ট হয় না। তাহার কারণ হয় ত অনেকে জানেন না। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবেন যে, সিন্দুকের ধারগুলি ফাঁপা লোহার দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ ফাঁপা স্থানগুলিতে এমোনিয়া এলম পুরিয়া রাখা হয়। তজ্জন্য সিন্দুকটীর বাহিরে মাত্র আঁচ লাগিতে পারে, কিন্তু ভিতরে এত ঠাণ্ডা থাকে যে, উহার ভিতরস্থিত আবশ্যকীয় কাগজপত্রাদি কিছুতেই দগ্ধ হয় না। অনেক ধনীর গৃহে এবং বড় বড় ব্যাঙ্কে এইপ্রকার সিন্দুক দেখিতে পাওয়া যায়।

ওয়াটার প্রুফ কাপড়।—কাপড়কে খুব ঘন ঘন সাবান-জলে ভিজাইয়া শুকাইয়া লইয়া তাহাকে খুব ঘন ফটকিরি দ্রবে ভিজাইয়া শুকাইয়া লও।

ওয়াটার প্রুফ কাগজ।—৮ আউন্স ফটকিরি ও ৩৪ আউন্স হলদে সাবান ৪ পাইণ্ট জলে মিশ্রিত কর এবং ২ আউন্স গঁদ চারি আউন্স যে কোনও ব্লু বা নীল রং পৃথকভাবে চারি পাইণ্ট জলে গুলিয়া ফেল। দুইটী মিশ্রণ একত্রে মিশাইয়া কিয়ৎক্ষণ অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিতে হইবে। উহা নামাইয়া এক একখানি কাগজ বেশ করিয়া ভিজাইয়া লইয়া দড়িতে গুটাইয়া বাতাসে শুকাইয়া লইলেই ওয়াটার প্রুফ কাগজ হইবে।

ফায়ার প্রুফ কাগজ।—খুব ঘন ফটকিরি দ্রবে কাগজকে ৪।৫বার ভিজাইয়া শুকাইয়া লও। ফায়ার প্রুফ কাপড়ও এই উপায়ে প্রস্তুত হয়।

এলম হোয়াইট।—ফটকিরি গুঁড়া /১ সের, মধু অর্দ্ধ সের। একত্রে মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক করিয়া একটী পাত্রের উপর রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ দিতে হইবে। ইহা ভস্ম হইয়া সাদা হইলে নামাইয়া ধুইয়া শুষ্ক করিয়া লও। ইহা একটী উৎকৃষ্ট শ্বেতবর্ণের রং, জলে ও তৈলকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

গালা।

গালা এক প্রকার জান্তব পদার্থ। সংস্কৃত ভাষায় লাক্ষা, রঞ্জ, পারস্য ভাষায় লাক্ ও ইংরাজীতে ল্যাক্ ইত্যাদি নানা নামে ইহা অভিহিত হয়। ভারতবর্ষ ও শ্যাম রাজত্বের পাকুড় অশ্বথ ধোয়া ও পলাশ প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃক্ষে এক প্রকার রক্তিমবর্ণের ছারপোকার ন্যায় এক কীট জন্মে। এই সমুদায়ই প্রায় স্ত্রী-জাতীয়। চারি পাঁচ হাজার কীটের মধ্যে একটী পুং-জাতীয় কীট থাকে। ইহাদিগের আকার স্ত্রীজাতি অপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহাদের চারিটি করিয়া পক্ষ হয়। স্ত্রী জাতিরা স্বশরীর নির্গত লালাময় একপ্রকার রক্তবর্ণ পদার্থ বিশেষের দ্বারা বৃক্ষের শাখার উপরিভাগে আঁচিলের ন্যায় একপ্রকার বাসা করিয়া তাহার ভিতর অণ্ড প্রসব করে। ঐ অণ্ডগুলি ফুটিবার পূর্ব্বে শাখাগুলি কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। শুষ্ক হইলে পর শাখা সকল চাঁচিয়া ঐ বাসাগুলিকে একত্র কর—ইহাকেই লাক্ বা গালা নামে অভিহিত করা হয়। ভারতবর্ষে বৎসরের মধ্যে দুইবার লাক্ষা ভাঙ্গে। একবার চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ও আর একবার আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে। অন্যান্য দেশের অপেক্ষা কুসুম্বী লা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত লা সকল উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পর তাহাদিগকে অল্প কুটিয়া জলে ধৌত কর। অনন্তর উহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই জতু বা জৌ প্রস্তুত হয়। জতু হইতেই পাত গালা প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল

হইতেই গালা প্রস্তুত হয়। মহাভারতে পাণ্ডবদিগের জতুগৃহ দাহ ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। জতু সকলকে কাপড়ের থলিয়ার ভিতর পুরিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর রাখিতে হয়। যখন উহা গলিতে আরম্ভ করে, তখন দুই জন লোক থলিয়ার দুই মুখ ধরিয়া পাক দেয়; ইহাতে অভ্যন্তরস্থ দ্রবীভূত আঠাবৎ পদার্থ সকল বহির্গত হইয়া নিম্ন স্থাপিত বটপত্র বা কলাপাতার উপরে পাতলারূপে পড়িয়া জমাট বান্ধিয়া যায়। এই জমাট বান্ধা গালাকেই পাতগালা বলা হয়। জৌ হইতে "বাত্তি গালা" প্রস্তুত করা যায়।

লাক্ষা হইতে যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি নিম্নে লেখা হইল। লা ধৌত করিয়া লইলে যে রক্তবর্ণ জল অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতেও রং প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে যে আলতা প্রচলিত আছে, তুলারপাতকে ঐ জলে সিক্ত করিলেই তাহা প্রস্তুত হয়। লা ধৌত জলের তলায় যে রক্তবর্ণ গুঁড়াবৎ পদার্থ পড়ে, তাহা জমা করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই ল্যাক ডাই নামে রং প্রস্তুত হইল। ল্যাকলেক্ঃ— যতটা লা তাহার ১।৮ অংশে সোডিয়াম কার্ব্বনেট জল সহযোগে ফুটাইয়া ফটকিরি দ্রব দ্বারা অধঃস্থ কর। তাহার পর তাহাকে জল দিয়া ধুইয়া শুষ্ক করিয়া লও।

গালার খেলনা।—পাত গালা গালাইয়া তাহার সহিত মাটি মিশ্রিত করিয়া তরলাবস্থায় গরম থাকিতে থাকিতে যে কোনও রকম তৈল মাখান ছাঁচে ফেলিয়া প্রস্তুত কর। তাহা বেশ জমাট বাঁধিয়া গেলে তৈলের দ্বারা রং গুলিয়া তাহাদের উপর মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া লও। অথবা ছাঁচ হইতে বাহির করিয়া লইয়া অগ্নির উত্তাপে অল্প নরম করিয়া তাহার উপর তৈল রং মাখাও।

গালার চুড়ী।—পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কাশী প্রভৃতি স্থানের গালার চুড়ির বড়ই চলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পাতগালাকে গালাইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মাটি মিশ্রিত করিয়া লম্বা সরু সরু করিয়া পাকাও। উহাকে তৈল মাখান ছাঁচে ফেলিয়া প্রস্তুত কর। তাহার পর উহার উপর আঠা দ্বারা বা গালাকে অল্প গরম করিয়া সোনালি রাংতা জড়াইয়া দাও অথবা তৈল বা আঠার সহিত ব্রোঞ্জ পাউডার বা সোনালি রংএর অভ্র গুঁড়া

ছড়াইয়া দিয়া শুষ্ক করিয়া লও। যেখানে গোল ছাঁচ পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে, সেখানে ৫।৬, ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা; ১।৩ ইঞ্চি সরু ও ১।৪ ইঞ্চি গভীর কাঠের ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। তাহা তৈলযুক্ত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে তাহার ভিতর গালা ঢালিয়া দিতে হয় ও জমাট বান্ধিয়া গেলে তাহাকে লইয়া হস্ত দ্বারা ধরিয়া অগ্নির উত্তাপে নরম করিয়া ৫।৬, ৭।৮ ইঞ্চি গোল তৈলযুক্ত কাষ্ঠের খাঁজে রাখিয়া রাংতা বা অভ্র-গুঁড়া বা ব্রোঞ্জ পাউডার লাগাও।

মোহর করিবার গালা।—চারি ভাগ পাতগালাকে অঙ্গারের অগ্নিতে লৌহ কটাহে গলাইয়া ক্রমে ক্রমে ১।২ ভাগ টার্পিন তৈল দিতে হয়। তার পর উপরিভাগে চিনের সিন্দুর দিয়া তাড়ু দ্বারা অনবরত দুই হস্তে নাড়িতে হয়। যখন ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া আসে, তখন উহা লইয়া উত্তপ্ত প্রস্তরের উপর বাদামের তৈল মাখাইয়া তাহার উপর ফেলিয়া মসৃণ বেলুন দ্বারা ঘষিলেই রক্তবর্ণ বাতি গালা প্রস্তুত হয়।

কাপড়ে পাকা রক্তবর্ণ রং করা।—প্রথমতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে একটী মরড্যাণ্ট তৈয়ার করিয়া রাখ :—তিন আউন্স (ওজনে) টিনকে ৬০ পাউণ্ড (ওজনে) লবণ দ্রাবক বা হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিডে গলাইয়া ফেল। এইটীকে টিন মরড্যাণ্ট নামে অভিহিত করা হউক। দ্বিতীয়তঃ, নিম্নলিখিত উপায়ে একটী রং প্রস্তুত করিয়া রাখ। পৌণে তিন পাউণ্ড ল্যাক ডাই ৬ ঘণ্টা ধরিয়া ৩।৪ পাউণ্ড উপরিউক্ত টিন মরড্যাণ্ট এর সহিত আলোড়ন করিয়া রাখ। এমন ১২॥০ সের (ওজনে) খুব মোটা সাদা থান কাপড়কে খেরোর মত রং করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন কর। ৭৫ গ্যালন জল ধরিতে পারে এরূপ একটি টিনের বয়লার বা কটাহ ঠাণ্ডা জল দ্বারা প্রায় পরিপূর্ণ করিয়া অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দাও। জলটীর উত্তাপ যখন ১৫০ ডিগ্রি ফরেণহিট্ হইবে, তখন উহাতে আধ মুটা ভূষি ও ২ আউন্স উপরোক্ত টিন মরড্যাণ্ট যোগ কর। জ্বাল দিতে দিতে ফেনার ন্যায় যে জিনিষটী হইবে, তাহা আস্তে আস্তে ঝাঝরি বা তাড়ু দ্বারা তুলিয়া ফেলিয়া দাও। এইবার উহাতে উপরি লিখিত সমস্ত ল্যাক ডাই সলিউসনটী এবং আরো ১৪ আউন্স টিন মরড্যাণ্ট ঢালিয়া দাও। তাহার পর পৌণে তিন টাটার এবং ১ পাউণ্ড গুঁড়ান সুমাক একটী ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া ঐ ফুটন্ত মিশ্রণটিতে ৫ মিনিট রাখিয়া দিবে এবং

তাহার পর কটাহটী অগ্নি হইতে নামাইয়া উহাতে ৫ গ্যালন ঠাণ্ডা জল এবং পৌণে তিন পাইণ্ট টিন মরড্যাণ্ট মিশ্রিত করিয়া কাপড়গুলি উহাতে ফেলিয়া দাও। তারপর উহাকে কাপড় সমতে পুনরায় অগ্নিতে চড়াইয়া এক ঘণ্টা জল দিয়া নামাইয়া লও। তাহার পর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া শুখাইয়া লও।

সহজ শিল্প-প্রস্তুত-প্রণালী।

জর্ম্মাণ সিলভার।

আজকাল বাজারে এই রৌপ্যের বড়ই প্রচলন। ঘড়ীর ঢাকনী, সেফ্‌টি-পিন, পানের ডিবা, গেলাস, রেকাব, নস্তদান, চসমার ফ্রেম, চাবিতালা, খেলনা, তৈজস-পত্রাদি নানাবিধ সামগ্রী জার্ম্মাণ সিলভারে প্রস্তুত হয়। কাশী মুরদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে একপ্রকার ব্যবসায়ী আছে তাহারা কেবল এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সমস্ত সভ্য-জগতকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে। মোরদাবাদের গেলাস বাটী রেকাব এবং কাশীর পানের ডিবা ইত্যাদি খেলনা সামগ্রী আজকাল পাশ্চাত্য প্রদেশেও বিস্তর রপ্তানী হইতেছে। লক্ষ্ণৌ নগরীতে এই ধাতুতে গুড়গুড়ি দোয়াত চামচ ঘড়ির চেইন প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী অতি সহজ। নিকেল ১ ভাগ, দস্তা একভাগ এবং তাম্র দুইভাগ। এই কয়েক দ্রব্যকে অগ্ন্যুত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া ঠাণ্ডা করিলেই উৎকৃষ্ট জর্ম্মাণ সিলভার প্রস্তুত হইবে। ইহা অন্য প্রকারেও প্রস্তুত হয়। সমভাগে অভ্র ও নিকেল মিশ্রিত করিলে জর্ম্মাণ সিলভার প্রস্তুত হয় এবং দস্তা নির্ম্মিত সিলভার অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

পিউটার ধাতু।

রাং (টীন) ৯০ ভাগ, রসাঞ্জন (এণ্টিমণি) ৭ ভাগ, বিস্মথ ২ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, এই কয়েক দ্রব্যকে পৃথক পৃথকরূপে দ্রবীভূত করিয়া মিশ্রিত করিলে পিউটার ধাতু প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা চা-দানি, চামচ, ডিস, কাঁটা, দোয়াত এবং পাত্রাদি নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ধাতুর নির্ম্মিত

দ্রব্যও রূপার ন্যায় উজ্জ্বল ও শুভ্রবর্ণ। ইংরাজেরা এই ধাতুর বড়ই আদর করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহাদের ভোজন-পাত্রাদি এই ধাতু-নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

কুইন্স ধাতু।

রাং বা টীন ৯ ভাগ এবং রসাঞ্জন বিস্মথ ও সীসা প্রত্যেক এক একভাগ লইয়া একত্রে অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত করিবে। ইহাও পিউটার ধাতুর ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

বেল মেটাল।

বেল মেটালে অন্যাদি ধাতু প্রস্তুত হয়। তাম্র ৬ ভাগ এবং রাং (টীন) ২ ভাগ একত্রে দ্রবীভূত করিলে এই ধাতু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ইংরাজের গির্জ্জা বা রেলওয়ে ষ্টেশনের বড় বড় ঘণ্টা নির্ম্মিত হয়। এই ধাতুর সহিত অতি অল্প পরিমাণে দস্তা মিশাইয়া দিলে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর ঘণ্টা প্রস্তুত হয়।

পিত্তল ধাতু।

তিনভাগ তাম্র ও একভাগ দস্তা লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া মুচিতে পুরিয়া কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগ করিবে। তৎপরে কাদার দ্বারা মুচির মুখ বন্ধ করিয়া অগ্ন্যুত্তাপে গলাইবে। পরে আবশ্যকমত ছাঁচে ঢালিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া লইবে। পিত্তল দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তজ্জন্য উহার ভাগের তারতম্য হয়।

নিম্নে কয়েকটী ভাগের বিষয় লিখিত হইল।—

(১) পাঁচ ভাগ দস্তা এবং আট ভাগ তাম্র একত্রে গলাইলে ইহা দ্বারা পিত্তলের বোতামাদি প্রস্তুত হয়। বাজারে জর্ম্মাণ দেশে প্রস্তুত যে ১৫ ও ।৹ আনা মূল্যে স্লিপওয়ালা বোতাম বিক্রয় হয়, এই মেটালে তাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(২) ৬৪ ভাগ তাম্র, ৩২ ভাগ দস্তা, ৩ ভাগ সীসা এবং একভাগ রাং (টীন) একত্রে দ্রবীভূত করিলে ইহা দ্বারা গিল্‌টী করিবার উৎকৃষ্ট পিত্তল প্রস্তুত হয়। আজকাল কেমিক্যাল গোল্ড বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, এই মেটাল হইতে সেই সকল গহনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

THE TRADE GAZETTE.

ব্যবসায়ী।

কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মুষ্টিযোগ, সরল হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক

মাসিক-পত্রিকা।

ব্যবসার গৌরব।

কলিকাতার ৪০ নং গরাণহাটা চিৎপুর রোডস্থিত মণিলাল এণ্ড কোং জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্‌এর নাম সকলেই অবগত আছেন। বিগত শুভ ১লা বৈশাখ তাঁহাদের নববৎসর উৎসব ও নূতন খাতা উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমরা বাঙ্গালী এবং "ব্যবসায়ী" পত্রিকার পরিচালক। সুতরাং বাঙ্গালী ব্যবসাদারের ব্যবসার গৌরব ও সুখ্যাতি শুনিলে স্বয়ং গৌরবান্বিত মনে করি। মণিলাল কোংর সততা ও বিশ্বস্ততা গুণে যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, এরূপ গৌরব কোন বাঙ্গালী ব্যবসাদারের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছে কি না আমরা অবগত নহি। মণিলাল কোং নূতন খাতা উপলক্ষে যে নববর্ষ উৎসব করিয়াছিলেন, সেই উৎসব সভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন শোভাবাজার রাজবাটীর স্বনামধন্য সর্ব্বজন-পরিচিত সাহিত্য-সভার সভাপতি, বরেণ্য রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর! ইহাপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? আরও গৌরবের বিষয়, জুয়েলার্স মণিলাল এণ্ড কোংর ফার্মের উৎসব-সভায় সহরের গণ্যমান্য, সম্ভ্রান্ত, ধনী, মধ্যবিত্ত, রাজা, মহারাজা, নবাব, হাইকোর্টের জজ্, উকিল, ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট, সবজজ্, মুন্সেফ, পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারী, গ্রন্থকার, সাহিত্যিক, কবি, খাঁ বাহাদুর, রায় বাহাদুর, পণ্ডিত, এক কথায় বাঙ্গালার সমস্ত অভিজাতবর্গ এবং সুধীবৃন্দ সকলেই যোগদান করিয়া মণিলাল কোংর ফার্মকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

কলিকাতার সুবিখ্যাত সংবাদ-পত্র সম্পাদকগণ যেরূপ আন্তরিক ভাবে মণিলাল কোংর এই নববর্ষ উৎসব সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, এরূপ ভাবে যোগদান করিতে আমরা আর কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই। আমরা "ব্যবসায়ীর" পরিচালক বলিয়াই ব্যবসাদারের এই গৌরবকে বিশেষভাবে ঘোষিত করিতেছি। এখন সকলেই বুঝুন, প্রকৃত ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক ব্যবসাদার হইতে পারিলে তাঁহাদের গৌরব কতখানি বৃদ্ধি হয়। মণিলাল কোংর উৎসবে রাজা, মহারাজা, হাইকোর্টের বিচারপতি, সম্পাদক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ যোগদান করিয়া তাঁহাদের সুখ্যাতি ও গৌরবকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। বেঙ্গলি, অমৃতবাজার, হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী, ভারতচিত্র, নায়ক, সুলভ সমাচার, ইণ্ডিয়ান মিরর, ডেলিনিউস, ষ্টেটস্‌ম্যান, সাহিত্য-সংবাদ, অলোচনা, প্রজাপতি, সাহিত্য, মানসী প্রভৃতি কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদ ও মাসিক পত্র সমূহের সম্পাদক, প্রতিনিধি ও পরিচালকগণ মণিলাল কোংর নববর্ষ উৎসবে সমবেত হইয়া ব্যবসাদারের গৌরবকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রাজা, মহারাজা, বিচারপতি, সম্পাদক ও সাহিত্যিকগণ দেখাইয়াছেন যে, "ব্যবসা" গৌরবের সমগ্রী, "ব্যবসায়ীর" মান সম্মান সমাজে অতি উচ্চ, যদি সেই ব্যবসাকে সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে পারেন। বাঙ্গালার এই একমাত্র আদর্শ জুয়েলার্স মণিলাল এণ্ড কোং ব্যবসাকে ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই উত্তরোত্তর তাঁহারা গৌরবের উচ্চ শিখরে উন্নীত হইতেছেন।

জুয়েলার্স মণিলাল এণ্ড কোংর নববর্ষ উৎসব কিরূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহার যথাযথ বিবরণ "ব্যবসায়ীতে" প্রকাশ করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু "ব্যবসায়ীর" স্থান অল্প বলিয়া আমরা বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

উৎসব-ক্ষেত্রে "মানসী" সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র গল্পলেখক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "অলঙ্কার ও সঞ্চয়" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ও গৃহস্থের শুনিয়া রাখা কর্ত্তব্য বুঝিয়া প্রবন্ধটি যথাযথ "ব্যবসায়ীতে" মুদ্রিত করিলাম। মণিলাল কোং ইহা আমাদিগকে প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া বাধিত করিয়াছেন। "ব্যবসায়ীগণ সুললিত

প্রবন্ধটি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন এবং গৃহস্থগণ অনেক কথা জানিয়া ও বুঝিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক ও সাবধান হইতে পারিবেন।

জুয়েলার্স মণিলাল এণ্ড কোং সাহিত্যের উন্নতির জন্য আর একটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। মণিলাল কোংর সত্বাধিকারী "জীবন-সংগ্রাম" প্রণেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাস্থলে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে মণিলাল কোং এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিবেন, তাঁহাকে প্রতি বৎসর এই উৎসব উপলক্ষে এ বৎসরের ন্যায় প্রবন্ধ পাঠককে একটী হীরক অঙ্গুরীয় উপহার দেওয়া হইবে।

মণিলাল কোংর জুয়েলারি ফারমের দিন দিন আরও উন্নতি হউক ইহা আমরা অন্তরের সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

নববর্ষ উৎসব।

বিগত শুভ ১লা বৈশাখে কলিকাতার আদর্শ জুয়েলার্স ও ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্টস্ মেসার্স মণিলাল কোংর ফারমে বিপুল আয়োজনে নববর্ষোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবক্ষেত্র লতা, পুষ্প, পত্রে সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং এতদ্ উপলক্ষে সহরের যাবতীয় ধনী, মানী, জ্ঞানী, গুণী, রাজা, মহারাজা, জজ্, ব্যারিষ্টার, উকীল, সম্পাদক ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ঐক্যতান বাদন, পান-ভোজন ও সুপ্রসিদ্ধ সুকণ্ঠ গায়কগণের সঙ্গীতাদি কিছুরই অভাব ছিল না। নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ নৃত্যগীতবাদ্য, পানভোজন ও আপ্যায়নে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

সভার প্রারম্ভে টাকীর স্বনামখ্যাত জমিদার ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাবু রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই সভায় স্বনামখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন। সকলে করতালিধ্বনির সহিত সাহ্লাদে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য

সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতি ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে আবেগময়ী ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক সাদর অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে পুষ্পমাল্য বিতরণ ও সভাপতি মহোদয়কে সুন্দর পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। তাহার পর উদীয়মান যশস্বী লেখক "মানসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "অলঙ্কার ও সঞ্চয়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিছত্র শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। সেই প্রবন্ধে তিনি পুরাকাল হইতে অলঙ্কারের রমণীয়তা, আবশ্যকতা, ধারা-বাহিক ঐতিহাসিকতা, ভারতের অশিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাহার নির্ম্মাণ-জনিত অপকার এবং সেই দোষ দূরীকরণার্থ সাহিত্যিক রামপদ বাবুর মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ উক্ত ফারম স্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণের স্বল্পবর্ণনা সুচারুরূপে করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ পাঠকালে শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিলেন।

অতঃপর বঙ্গবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের নববর্ষ শীর্ষক সুন্দর সঙ্গীতে সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন। পরে সভাপতি মহাশয় উপরোক্ত প্রবন্ধের সারবত্তা প্রদর্শন করতঃ ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন। অতঃপর "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ি মহাশয় মণিলাল এণ্ড কোংর ফারমের সুখ্যাতি করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। লাহিড়ী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর প্রোপ্রাইটার রামপদবাবুকে বলেন যে, রাজা বাহাদুরের উপস্থিতিকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এমন একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, যাহাতে প্রতি বৎসর যাবতীয় ভদ্রমণ্ডলী এই সম্মিলনে আনন্দে যোগদান করিতে পারেন। রামপদবাবু তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী সানন্দে একটী হীরকাঙ্গুরীয় রাজা বাহাদুরের দ্বারা প্রবন্ধ-পাঠককে উপহার প্রদান করেন। সেই হীরকাঙ্গুরীয়ের গঠনপ্রণালী ও শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া সভাপতি রাজা বাহাদুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়মনসিংহের নবাব অনারেবল্ নবাব সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী খাঁ বাহাদুর, উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলীগণ সকলই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। রামপদবাবু রাজা

বাহাদুরের উপস্থিতিকে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য এই বিরাট সভায় প্রচার করেন যে, আগামী বর্ষে যে কোন লেখক বা লেখিকা এই শুভ নববর্ষ উপলক্ষে অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবেন এবং উপযুক্ত সাহিত্যিকগণের দ্বারা যাঁহার প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহাকে প্রতিবর্ষে ভদ্রজনমণ্ডলীর সমক্ষে সভাক্ষেত্রে এইরূপ উপহার প্রদান করা হইবে।

ইহার পর পুনরায় বঙ্গবাসী সম্পাদক বিহারীবাবুর মধুর সঙ্গীত ও প্রফেসর কুকুভ খাঁর সুবিখ্যাত বেহালাবাদন শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার পর নানাবিধ সঙ্গীত বাদ্যাদির দ্বারা সমবেত-সুধীমণ্ডলীকে প্রীত করিতে রামপদ বাবু কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। সর্ব্বশেষে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" পান ভোজনের বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। রামপদবাবু বিনামিষ্টমুখে কাহাকেও গৃহে ফিরিতে দেন নাই। বিরাট ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

নববর্ষের এই বিরাট সম্মিলনীতে রাজা মহারাজা ও সহরের যে সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ মণিলাল এণ্ড কোংর সত্বাধিকারী রামপদবাবুর আদর আহ্বানে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী মহাত্মার নাম আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। স্থানাভাবে সকলের নাম প্রকাশ করা গেল না। রামপদবাবুর শিশুপুত্র মণিলালের স্মৃতি উপলক্ষে নববর্ষের প্রথম দিনে প্রতিবর্ষেই এইরূপ বিদ্বজ্জন সম্মিলন হইয়া থাকে।

১। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

২। মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

৩। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি, এম-এ, ডি-এল।

৪। রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর।

৫। অনারেবল নবাব নবাব আলি চৌধুরী খাঁ বাহাদুর (ময়মনসিং)

৬। বাবু পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান মহারাজ অধিরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী)।

৭। রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর।

৮। রায় বাহাদুর শিউপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা।

৯। রায় জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, জমিদার, উত্তরপাড়া।

১০। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর এম, এ, বি, এল, জমিদার টাকী।

১১। রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর।

১২। রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর।

১৩। রায় জানকীনাথ রায় বাহাদুর।

১৪। রায় বাহাদুর কৃপানাথ।

১৫। মিঃ আবুল কাসেম, জমিদার, অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট।

১৬। মিঃ এন, সি ঘটক মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট।

১৭। মিঃ এম্, এল ঘটক Bar at Law.

১৮। মিঃ জে, ঘোষাল।

১৯। ডাক্তার আর, জি, কর, এম, আর, সি, পি,।

২০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন (কলুটোলা।

২১। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল।

২২। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ি।—পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা।

২৩। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, সম্পাদক অমৃতবাজার।

২৪। শ্রীযুক্ত পিযুষকান্তি ঘোষ (স্পিরিচুয়েল ম্যাগাজিন)।

২৫। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পাদক বসুমতী ও সাহিত্য)

২৬। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার (সম্পাদক বঙ্গবাসী)।

২৭। শ্রীযুক্ত জলধর সেন (সম্পাদক সুলভ সমাচার)।

২৮। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন (ইনডিয়ান মিরার)।

২৯। শ্রীযুক্ত নলিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ঠাকুর ক্যাসেল।

৩০। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, ৩১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন মল্লিক জমিদার ৩২। শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট ৩৩। ডাক্তার জগৎ-পতি রায় প্রেসিডেন্সী জেল ৩৪। শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা ৩৫। ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৬। বাবু চারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি এল ৩৭। ৩৮। বাবু সুন্দরলাল ৩৯। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ৪০। বাবু শশীভূষণ দে উকিল পুলিশকোর্ট ৪১। ডাক্তার সতীশচন্দ্র বরাট ৪২। বাবু রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, ৪৩। শ্রীঅমৃতলাল বসু, ষ্টার থিয়েটার ৪৪। শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ৪৫। শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ ৪৬। প্রফেসর কুকুভ খাঁ ৪৭। বাবু যতীন্দ্রমোহন রায় ৪৮। শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল সম্পাদক সাহিত্য সমাচার ৪৯। শ্রীমহানন্দ মল্লিক ৫০। শ্রীসতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী ৫১। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টো, বি-এ, ৫২। শ্রীসুবোধচন্দ্র বানার্জ্জি বি-এ, ৫৩। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ এম-এ,

সেক্রেটেরী, ওরিয়েণ্টালস্কুল ৫৪। মিষ্টার এ, ব্রাউন ৫৫। শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত চিফ ক্লার্ক পুলিশকোর্ট ৫৬। শ্রীকৃষ্ণধন মিত্র প্লিডার পুলিশকোর্ট ৫৭। বাবু সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৮। শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৯। শ্রীঅবনীকান্ত সরকার ৬০। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬১। মিঃ এইচ,সি,মিত্র ৬২। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যো, ৬৩। শ্রীমুরলীধর রায় জমিদার ৬৪। মিঃ জে,এন, দাসগুপ্ত ৬৫। শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ বি, এল, ৬৬। শ্রীসীতানাথ রায় চৌধুরী ৬৭। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী (সাহিত্য পরিষদ্) ৬৮। ডাক্তার বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৯। বাবু ললিতমোহন ঘোষাল ৭০। শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী (ম্যানেজার ষ্টেটস্‌ম্যান) ৭১। শ্রীরাধানাথ মিত্র (বেঙ্গলী) ৭২। মিঃ টি, পি. মিত্র, (ম্যানেজার বেঙ্গলী) ৭৩। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক টেলিগ্রাফ) ৭৪। শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় (বসুমতী) ৭৫। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ম্যানেজার হিতবাদী) ৭৬। প্রাণকৃষ্ণ পাইন (সম্পাদক ভারত চিত্র) ৭৭। শ্রীফকির-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক মানসী) ৭৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক আলোচনা) ৭৯। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার (প্রজাপতি) ৮০। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (?) (নায়ক) ৮১। শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ৮২। শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ৮৩। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৫। শ্রীঅনন্তকুমার সেন ৮৬। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত। ৮৭। ডাঃ এ, সি, সেন গুপ্ত M. D. F. R. C. S. (Edin) ৮৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়।

যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহোদয় জুয়েলার্স মণিলাল এণ্ড কোং নববর্ষ উৎসব ও নূতন খাতা উপলক্ষে মণিলাল এণ্ড কোংর জুয়েলারি ফারমে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা যে সহানুভূতিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন, স্থানাভাবে সে সকল বিস্তৃত পত্র আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কেবল সেই সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণের নাম নিয়ে আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। মি, এ, সি, বেনার্জ্জি (Bar at Law.)

২। জমিদার রাধাবল্লভ রায় (সেরপুর টাউন)

৩। রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র. গভর্ণমেণ্ট প্লিডার হুগলী।

৪। কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন (৺মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের ঔষধালয় কুমারটুলি)

৫। মিঃ এম. এল বাগ্‌চি।
৬। সম্পাদক পাইওনিয়র এলাহাবাদ।
৭। রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, ভবানীপুর।
৮। মিঃ ইউ, এন, ঘোষ।

অলঙ্কার ও সঞ্চয়।*

মণিলাল কোম্পানির স্বত্বাধিকারী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রামপদবাবু আজ নব বৎসরের শুভদিনে এতগুলি সাহিত্যিক, রাজা, মহারাজা ও ভদ্রমহোদয়গণের শুভ আহ্বান করিয়াছেন কেন, সে সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিবার ভার তিনি আমার উপর প্রদান করিয়াছেন।

কথাগুলি গুছাইয়া বলিবার মত সাধ্য আমার নাই, তবে ভরসা, কথাগুলি তাঁহার অন্তরের অভিব্যক্তি মাত্র, আমার কিছুই নয়। সেইজন্য সকলেই শুনিবেন আশা করি।

বাঙ্গালায় বৈশাখের প্রথম দিনে নববর্ষের আরম্ভ। যখন সমগ্র প্রকৃতি নবপত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া চতুর্দ্দিক আনন্দ-আলোক বিতরণে উদ্ভাসিত করিতে থাকে, তখন বঙ্গবাসী শুভ-পহেলাকে বরণ করিয়া নববৎসর উৎসব অনুষ্ঠান করে।

এই সময় সারা বৎসরের কর্ম্মের একটা হিসাবনিকাশ হইয়া থাকে। সেই হিসাবের খতিয়ান দেখিয়া কর্ম্মের লাভলোকসান বিচার হয়। দেনা থাকিলে তাহা পরিশোধ করিতে হয়, পাওনা থাকিলে তাহা আদায় করিয়া লইতে হয়।

সকল শ্রেণীর লোকই এই সময় নিজ নিজ কর্ম্মের এক একটা হিসাব নববর্ষের দরবারে দাখিল করিয়া তাহার কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন।

পুরোহিত মহাশয় নূতনপঞ্জিকা হাতে লইয়া নববর্ষের শুভাশুভ ফলাফল শুনাইয়া যান, গ্রহ-উপগ্রহের উপদ্রবের কথা জানাইয়া নূতনবর্ষে কেমন করিয়া চলিতে হইবে, তাহারও একটা বিধিব্যবস্থা করিয়া দেন। জমিদার

* ১লা বৈশাখ রবিবার ১৩১৯ সাল কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার্স ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্ মণিলাল এণ্ড কোম্পানীর নব বর্ষের সান্ধ্যসম্মিলনে পঠিত।

। বর্ষারম্ভে প্রজাদিগকে তলব করিয়া তাহাদিগকে নূতন বর্ষের নূতন ম ও পদ্ধতির কথা শুনাইয়া দেন। সম্পাদকগণ দুনিয়ার সংবাদের টা হিসাব-তালিকা উপস্থিত করিয়া, পাঠকগণকে ও দেশবাসীকে গামী বৎসরের জন্য একটী আশ্বাসবাণী শুনাইয়া থাকেন। ব্যবসায়ী. রবারে লাভলোকসানের হিসাব-নিকাশ করিয়া মহরতের আশায় খাতা লয়া বসেন। সকলেই দেবতার আশীর্ব্বাদ মস্তকে বহন করিয়া নববৎসরের ান আয়োজন অনুষ্ঠান করেন।

এই নববৎসর উৎসবের মধ্যে একটী প্রগাঢ় প্রীতি-শ্রদ্ধার বন্ধন বিদ্যমান। হাদের সহিত কর্ম্মের ব্যবধানে মিলনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে, যাঁহাদের সহিত লনের মধ্যে বিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাঁহাদের সকলকেই, ববর্ষে সম্মানের সহিত সংবর্দ্ধনা করা হয়। এই শুভদিনে, তীব্র তাগিদ াই, পরন্তু মৃদু মধুর আহ্বান আছে, তিক্ত কথা নাই, বরং মিষ্টান্ন বিতরণ াছে, এই দিন বিবাদ নাই—কেবল বিনয় আছে।

আজ 'জীবন-সংগ্রাম' প্রণেতা রামপদবাবু তাঁহার জীবনে কিরূপ ভীষণ ংগ্রাম করিয়া মণিলাল কোম্পানীর স্থাপনা করিয়াছেন, তাহা বলিবার ূর্ব্বে, তাঁহার হৃদয়ের কথা আপনাদের সকাশে প্রকাশ করা অপ্রয়োজনীয় ইবে না। আর সেইজন্য আজ আপনাদের তিনি এখানে আহ্বান করিয়াছেন।

তিনি হৃদয়ের খাতায় তাঁহার স্নেহ-ব্যবসায়ের লাভলোকসানের যে হিসাব করিয়াছেন, আজ তাহারই 'নূতন খাতা', তাহারই নববর্ষ, তাহারই শুভ-সম্মিলন।

তাঁহার স্নেহের মূলধন,—পুত্র মণিলাল আজ ইহ-জগতে নাই, কিন্তু রামপদ বাবুর পুত্রস্নেহের ব্যবসা দিন দিন উন্নতি করিতেছে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার মূলধন দর্শনে বঞ্চিত হইলেও পরোক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে হৃদয়ের মধ্যে তাহাকেই দেখিতে পাইয়া, আজ আপনাদের মত সদাশয় সুধীগণের আহ্বান করিতে সাহস পাইয়াছেন।

তাঁহার সেই স্নেহের ব্যবসায়ের কতটুকু ক্ষতি হইয়াছে বা কতটুকু লাভ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহারই হিসাব করিয়া আজ 'নূতন খাতা!' এ খাতায় দুরূহ অঙ্কশাস্ত্রের পরিমাপ বা অঙ্কর নাই, জটিল মীমাংসার জন্য মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয় না—পাওনাদারের নিকট আনাগোনা নাই, এখানে প্রাণের

খাতায় ভালবাসার অক্ষরে স্নেহের দাবী। ভগবানের নিকট সেই স্বর্গগত পুত্রের মঙ্গলকামনার জন্য আজ এই প্রীতি ও স্মৃতি সম্মিলন। এই স্নেহের ব্যবসায়ে তিনি আজ ভাগ্যবান। মণিলাল ইহজগৎ হইতে তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়া, তাঁহার হৃদয়ে যে শক্তি ও মনে যে বিশ্বাস স্থাপনা করিয়া গিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য! জীবন-ব্যবসায় তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন, মণিলাল তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ভাবে ত্যাগ করিলেও তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আত্মার বিনাশ নাই—চিরদিন ইহা নিত্য, সত্য ও সুন্দর; এই সত্য জ্ঞানলাভ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? অনেকেই ব্যবসা করিয়া থাকেন, কয়জন কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন? তিনি এই সমুদয় সংসারিক ক্লেশ ও অভাবের ভিতর দিয়াই অসীম অনন্তের অনুসন্ধান পাইয়াছেন। এই নিমিত্তই তিনি অভাবের মধ্যে পূরণের সত্তা দেখিতে পাইয়াছেন—দুঃখের মধ্যে সুখের সম্যক বিকাশ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। সমগ্র জীবনে ত্যাগের মধ্যেই যোগের সাধনা বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি পুত্রস্নেহের ভিতর দিয়া এই সার সত্য লাভ করিয়াছেন। আজ তাহারই স্মৃতিসংরক্ষণের ইচ্ছায়, আপনাদের মত হৃদয়বান ব্যক্তিগণের সম্মিলন। আজ বৎসরান্তে তাঁহার জীবনের নূতন খাতায় আপনাদের শুভাগমন নূতন মহরত বলিতে হইবে। আপনাদের শুভাগমন তাঁহার দুঃখপীড়িত অন্তরে আজ এক অননুভূত আনন্দ সঞ্চার করিতেছে। আজ আপনারা এই সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে, তাঁহার স্বর্গগত স্নেহের পুত্রকে এবং তাঁহার কারবারকে বিশেষভাবে উৎসাহিত, অনুগৃহীত ও সম্মানিত করিয়াছেন।

এইবার তাঁহার কারবারের কথা বলিব। মণিলাল তাঁহার প্রথম পুত্র, বড় আদরের সন্তান ছিল। ভগবান বোধ হয়, বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত এ পার্থিব জগৎ হইতে, তাহাকে অকালে অপসারিত করিয়াছেন। সেই পুত্রের নামে, পাঁচবৎসর অতীত হইল, রামপদবাবু এই কারবার মণিলাল এণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া সংস্থাপন করেন। নানারূপ ব্যবসা থাকিতে, কেন তিনি এই অলঙ্কারের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন, সে সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ, এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে একটী দরিদ্রপরিবার সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে বিপন্ন হইয়া পড়েন। চিকিৎসকের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতে, দুঃস্থ পরিবারের তৈজসপত্র পর্য্যন্ত টান ধরে। যখন আর কিছু

ছিল না, তখন নিরুপায় হইয়া একমাত্র শেষ অবলম্বন, পুত্রের কণ্ঠের সুবর্ণ-হারের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। যাহার গলার হার, তাহারই পীড়া—প্রাণসংশয়, তাহার জন্য তখন চিকিৎসক আনিতেই হইবে। অনাহারে দিনাতিপাত করিতে হইলেও সে হার, প্রিয়পুত্রের কণ্ঠ হইতে কোনদিনও বোধ হয় তাঁহারা উন্মোচন করিতে পারিতেন না। কিন্তু আজ সেই প্রিয়দর্শন পুত্রের পীড়া! অনন্যোপায় হইয়া অশ্রুসিক্তনয়নে পুত্রের কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া পিতা বিক্রয় করিতে একজন স্বর্ণকারের দোকানে যখন আসিয়া উপস্থিত হন, তখন রাম-পদবাবু সেখানে কর্ম্মোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। স্বর্ণকার. হার গলাইয়া মুখ বিকৃত করিল, বলিল, "এ মরা সোনা, চোদ্দো টাকার দর।" তাহার কথা শ্রবণ করিয়া বিপন্নব্যক্তির মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। ভাবিবার অবসর নাই। "সেই দর দিন" বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "মহাশয়, গিনিসোনার হার ছেলের জন্য সাধ করিয়া গড়াইয়াছিলাম, ভাগ্যদোষে—তাহাও চোদ্দো টাকার দর হইল।" এই করুণ অভিনয়টি যে, ইহাতেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা নয়, হতভাগ্য পুত্রের হারটি বিক্রয় করিয়া সিকি মূল্যও পাইলেন না, হার ফিরাইয়া লইবার সময় তখন তাঁহার নয়—স্যাকরাকে জব্দ করিবার সময় তখন তাঁহার নয়, তখন তাঁহার চিকিৎসক ডাকিবার সময়। পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও ব্যাকুলতা। যৎসামান্য যাহা পাইলেম, তাহাই লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রামপদবাবুর প্রাণে এই ব্যাপার নিদারুণ ভাবে আঘাত করিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এইরূপ শোকাবহ ঘটনা প্রতিদিন কতই ঘটিতেছে, কত ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। আবার কত ভবিষ্যতের জন্য যে নূতন করিয়া সঞ্চিত না হইবে, কে তাহা বলিতে পারে! এই ঘটনার কিছুদিন পরে তাঁহার পুত্র মণিলাল জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্ব ব্যাপারটি এতদিন তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত ছিল। মণিলাল জন্মাইলে সেই জন্মতিথিকে স্মরণীয় করিতে, তিনি এই অলঙ্কারের ব্যবসা, মণিলাল এণ্ড কোম্পানীর নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। যখনই কেহ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিয়াছেন, "মহাশয়, পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য একছড়া হার প্রয়োজন, তখনই পূর্ব্বোক্ত শোকাবহ ঘটনাটি স্মরণ করিয়া তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছে—এবং কারিকরগণের নিকট বিশেষভাবে, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহা প্রস্তুত করাইয়াছেন। কিন্তু, বড় দুঃখের বিষয়, আজ তাঁহার

পুত্র মণিলাল অকালে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পুত্রের স্মৃতি-সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আজ তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। আজ তাঁহার পুত্রের নাম দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে, আজ আপনাদের মত বিদ্বান, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ধনী, রাজা, মহারাজগণের পদার্পণে তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন।

এইবার অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। অনেকের ধারণা, অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই, কেবল অর্থনষ্ট। কথাটা অনেক সময় তাই মনে হয়। কিন্তু বিচারবিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঠিক তাহার বিপরীত মনে হয়। অলঙ্কার অভাবে, আমাদের কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। পৃথিবীর সকল স্থানে, সকল জাতির ভিতর অল্প বিস্তর অলঙ্কারের প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। আধুনিক সভ্যতা অন্যান্য সামাজিক প্রথাকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছে, অলঙ্কার নির্ম্মাণের উপর যে, তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে নাই, তাহা একবারে অস্বীকার করা যায় না। আজকাল অনেকেই "কাপুড়ে বাবু" হইয়া পড়িয়াছে, জামাকাপড় কিনিয়া বিস্তর টাকা অপব্যয় করেন, বাহ্যিক বাবুগিরি তাহাতে বাড়ে সত্য, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁহারা দরিদ্র হইয়া পড়েন। ইহা যে, সমাজের যথেষ্ট অপকার সাধন করিতেছে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

বৈদিক যুগ হইতে অলঙ্কার প্রচলিত রহিয়াছে। আজ তাহার আবশ্যকতা নাই, একথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? যে জাতি যখন অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই তাহাদের ভিতর এই সকল অস্বাভাবিক ভাব অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়।

ইউরোপীয়দিগের ভিতর পূর্ব্বকালে অলঙ্কার ব্যবহার খুব বেশী ছিল, এখন যে নাই, তাহা নয়। তাঁহাদের দেশে এই সকল ব্যবসা যাঁহারা পরিচালন করেন, তাঁহারা এক একজন ধনকুবের, তাঁহারা এই সকল ব্যবসায়ে যেরূপভাবে মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন, তাহা শিখিবার ও অনুকরণ করিবার বিষয়। বণিকগণ পাশ্চাত্যদেশে শক্তি ও বল। তাঁহাদের নিকট যাহা থাকে, তাহাই অর্থ, শক্তি, দেশের ঐশ্বর্য্য।

বিলাতে এই সকল ব্যবসায়ের Design লইয়া বিস্তর প্রতিযোগীতা চলিয়াছে। যে মণিকার যত ভাল ও নূতন নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তাঁহার খরিদ্দার তত অধিক। সেই সকল দোকানের খুব সুনাম

হইয়া যায়। তাঁহাদের নির্ম্মিত কণ্ঠমালা প্রণয়িনীকে উপহার প্রদান করার পর হইতে প্রণয়িনীর প্রণয় না কি নিবিড় হইয়া আসে।

ঐ সকল দেশে নূতন নূতন অলঙ্কারনির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পরীক্ষা চলিতেছে। আমাদের দেশের ন্যায় অশিক্ষিত, দীন, দরিদ্র, নিত্য-অভাব-পীড়িত কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীতে ইহা নিবদ্ধ নাই। যাহাদের ভিতর মোটেই নৈতিকশিক্ষা নাই, যাহারা সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা পাইলে, জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া দাসত্বের মোহে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে যাহারা অশিক্ষিত, তাহারাই চাকুরী করিতে অসমর্থ বলিয়া অনন্যোপায় হইয়া হাতুড়ী ও ছেনী লইয়া ঠুক্ ঠাক্ করিতে থাকে—পরের প্রদত্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়া অন্তর্দ্ধান করে। এক্ষেত্রে অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে যাইয়া যে, ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। এই সকল কারিকরগণ অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া লোকের মন অনুরঞ্জন করিতে পারে না। যেখানে অভাবের তাড়না বিদ্যমান—সেখানে শিল্পীর কৃতিত্ব প্রস্ফুটিত হয় না। প্রতারণার দ্বারা কোন দিন কেহই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সততাই ব্যবসার মূলভিত্তি, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিতে হইলে মূলে শিক্ষার প্রয়োজন। সেই শিক্ষার অভাব আমাদের শিল্পিগণের প্রধান অন্তরায়। তাহারা মাথা খাটাইয়া কোন কিছু বড় আবিষ্কার করিতে কষ্ট স্বীকার করে না।

এই সকল কারণে তাহাদের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস হ্রাস পাইয়াছে। আমরা আজকাল অম্লানবদনে বিদেশীকে বিশ্বাস করিতে পারি, তথাপি ঘরের লোককে প্রত্যয় করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

অলঙ্কার নির্ম্মাণের ভিতর একটী গূঢ় অভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে। অলঙ্কার গৃহীর সম্পদ ও সহায়। বিপদের সময় যখন হাত পাতিয়া কোথায় কিছু পাওয়া যায় না, তখন এই অলঙ্কার সেই অভাব হইতে আমাদের রক্ষা করিয়া থাকে। তবে অনেকে বলিতে পারেন, গৃহিণী দ্বিতীয় পক্ষ বা ততোধিক পক্ষ হইলে সে কথা খাটে না।

আর একদিক হইতে দেখিলে দেখা যায়, দেশের অধিকাংশ সম্পত্তি এই অলঙ্কারের ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে। ব্যাঙ্কে বা কারবারে যত টাকা খাটিতেছে; তাহার অধিক অর্থ, এই অলঙ্কার মধ্যে নিবদ্ধ আছে বলিয়াই, এখনও দেশে অর্থের সংস্থান আছে।

সঞ্চয় করিবার এমন সুন্দরপ্রণালী খুব কম। অলঙ্কার না হইলে কোন কাজ নিষ্পন্ন হয় না, আবার সেই কাজের মধ্যেই সঞ্চয় পরিপুষ্ট।

আমাদের দেশের সকল কর্ম্মের মধ্যে,সকল অনুষ্ঠানের ভিতর, অলঙ্কারের কিছু না কিছু, প্রয়োজন বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই বিবাহপ্রথা হইতে ধরিলেই দেখা যায়, কন্যাদান করিতে হইলে, সালঙ্কারা কন্যা দান করিতে হয়। বিবাহ আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে ; সুতরাং অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা, ততদিন হইতে ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার অনুকরণ, অলঙ্কারের বড় ধার ধারেন না। আজকাল বরকর্ত্তারা ইহার মধ্যে, লোকসানকে বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছেন ; সুতরাং নগদ টাকার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু সে টাকা অল্পদিনের মধ্যেই ব্যয় হইয়া যায়। আর অলঙ্কার ত থাকেই না। তাহা হইলে যে টাকা অলঙ্কারের ভিতর দিয়া সঞ্চয়ের আকার লাভ করিতেছিল, এক্ষেত্রে তাহা আর ঘটিয়া উঠে না।

নারী-জাতির সৌন্দর্য্য অলঙ্কার। অলঙ্কার না থাকিলে, শত সুখসমৃদ্ধির মধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহারা আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতে কুষ্ঠিত হন। অলঙ্কারের ধার ধারেন না, এমন লোক দেশে খুব অল্প। আজ এই সভায় যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কারবার অলঙ্কার লইয়া। তাঁহারা ভাষাজননীকে সাজাইতে, সৌন্দর্য্যময়ী করিতে, প্রতিদিন কত অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব অলঙ্কার আনিয়া তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া ভাষাজননীর পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। তবে ঘরের লোকের মনের মত অলঙ্কার জোগাড় করিতে না পারিলে, এ সকল অলঙ্কার বানের মুখে কুটার মত ভাসিয়া যায়।

অলঙ্কার না হইলে, দেহের শোভা হয় না—সৌন্দর্য্য বাড়ে না। রমণীর ভূষণ অলঙ্কার। দেবদেবীদিগের ভিতরও অলঙ্কারসমূহের প্রচলন খুব দৃষ্ট হয়। দেবতাদিগকেও অলঙ্কার পরিধান করিতে দেখা যায়।

বাজু বা কবচ অতীতযুগে প্রায় সকলেই পরিধান করিতেন। কণ্ঠে দ্যুতিমান মণিমুক্তাজড়িত হার বিলম্বিত থাকিত, এ সংবাদও পাওয়া যায়। অনন্ত, বলয়, হার, সীঁথি, কঙ্কন, কেয়ূর, কণ্ঠমালা, বক্ষোলঙ্কার, কর্ণাভরণ, মেখলা প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণের কথা, রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থে

ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে সূক্ষ্মকারুকার্য্যবিশিষ্ট অলঙ্কারের ও শিল্পীর বিশেষ আদর ছিল। তখন যাঁহাদের ভিতর এই অলঙ্কার প্রস্তুত কার্য্য নিবদ্ধ ছিল, তাঁহারা সকলেই ঐশ্বর্য্যশালী, ধনবান, ধর্ম্মপরায়ণ ও বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন।

Megasthenes ভারতভ্রমণ করিতে আসিয়া অলঙ্কার দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছেন, "In contrast to the general simplicity of their style, they love finery and ornaments, their robes are worked in gold and ornamented with precious stones !" বেদের মধ্যে "নিষ্ক" বলিয়া যে শব্দের দ্বারা অলঙ্কারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বক্ষোলঙ্কার। ভর্গক ললামক—খোঁপার অলঙ্কার। (বন্মাল্যং শিখায়াং লম্বমানং তৎ প্রভটকম) ললামক এই অলঙ্কার এক প্রকার মালার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার জমিতে সোজা তিন সারি সোণার পাত থাকিত। মধ্যস্থানে মণিময় চাঁদ এবং উহার দুইপার্শ্ব রত্নখচিত, নিম্নে মতির ঝালর। দেখিতে অনেকটা সীঁথির মত। স্ত্রীলোকেরা ইহা মস্তকের সম্মুখে পরিতেন। ঐ অলঙ্কারের দুইপার্শ্ব এবং চাঁদের উপরিভাগ খোঁপায় লাগান থাকিত। ইহার মুক্ত ঝালর, ললাটের উপর ঝুলিত বলিয়া ইহার নাম ললামক।

আজ আপনারা আধুনিক সভ্যতার প্রসাদে যে সকল পাশ্চাত্য অনুকরণে অলঙ্কারনির্ম্মাণ করান, সেইগুলি কতটুকু সৌন্দর্য্য আমাদের গৃহে বৃদ্ধি করে, তাহা বলিতে পারি না। ব্রেস্‌লেটের স্থানে সুবর্ণ-শাঁখা গৃহিণীর মণিবন্ধে যে শোভা উৎপাদন করে, তাহাতে অনেকেরই হৃদয়বন্ধ পড়িয়া যায়। নাসিকায় হীরকখচিত সৌখীন 'ষ্টার' পরিলে, কি তেমন মনোহরণ করে, যেমন গৃহিণী নথ নাড়িয়া দুই কথা শুনাইয়া দিলে হয় ?

ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী স্বয়ং লক্ষ্মী নারায়ণের সহিত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আসিয়া একদিন নারায়ণের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও তিলফুল তুলিয়া কবরীবন্ধে পরিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে বেশ প্রমাণ হইতেছে, সৌন্দর্য্যপ্রয়াসি রমণীগণ শত অলঙ্কার থাকিলেও অলঙ্কারের লোভ সংবরণ করিতে পারেন না।

যেখানে সৌন্দর্য্যের প্রয়োজনীয়তা,সেখানেই অলঙ্কারের অপূর্ব্ব আয়োজন। সেই নিমিত্ত বিধবাগণের অলঙ্কার পরিধান ও বেশভূষা করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাম বনগমন করিলে, লক্ষ্মণ ও সাধ্বী

সীতাদেবী তাঁহার অনুগমন করেন। রামচন্দ্র বল্কল পরিধান করিলে, সীতাও অবশ্য তদ্রূপ বেশধারণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অলঙ্কারগুলি পরিত্যাগ করেন নাই। কারণ, রাবণ যখন তাঁহাকে অপ-হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া যায়, তখন সীতা, পথে নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার অঙ্গের এক একখানি অলঙ্কার ফেলিয়া গিয়াছিলেন। যে অলঙ্কারগুলিকে রামচন্দ্র বারংবার বক্ষে চাপিয়া বিরহকাতরহৃদয়ে, শান্তি ও ভালবাসা অনুভব করিয়া-ছিলেন, এবং সেই নিদর্শন পাইয়াই সীতা উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অলঙ্কার নির্ম্মাণ প্রথার ভিতর দিয়া সংসারের ভিতর অনিচ্ছাকৃত সঞ্চয়, ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করিলে, অনেকসময় সামান্য প্রয়োজনে তাহা বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং সেই টাকা যে ব্যাঙ্কে জমা আছে, সেই কথাই বারংবার স্মরণ করিয়া অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, কার্য্য তখন না করিলে, অনায়াসে চলিতে পারিত, তাহা আর ফেলিয়া না রাখিয়া তখনই করা হয়। কিন্তু সকলেই অবগত আছেন, অলঙ্কার যে ব্যাঙ্কে জমা থাকে, অনাহারে মরিলেও তাহা সহজে গ্রহণ করিতে প্রাণ চায় না, বা ইচ্ছা হয় না। সেই কারণে অনিচ্ছাকৃত সঞ্চয়, অলঙ্কারই দেশে থাকিয়া যায়। সুদৃঢ় দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া যেরূপ শত্রু আক্রমণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিতে হয়, এবং রাজ্য থাকিলে যেমন দুর্গ থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ সংসার করিতে হইলে, সঞ্চয়ও তেমনই আবশ্যক এবং সেই সঞ্চয়, অলঙ্কারের মধ্য দিয়া থাকিলে নিরাপদ বলিয়া মনে হয়। তবে সকল দুর্গগুলি যে সুনির্ম্মিত ও সুদৃঢ় তাহা বলা সুকঠিন। তবে যিনি যেরূপ, অর্থব্যয়ে দক্ষশিল্পী সংগ্রহ করিতে সমর্থ, তিনি নিজ রাজ্যকে ততটা সুরক্ষিত বিবেচনা করিতে পারেন। আমরা যেরূপ বিশ্বস্ত দোকান হইতে আমাদের অলঙ্কার প্রস্তুত করাইব, আমরা আপনা-দিগের সঞ্চয়কে ততটা নিরাপদ ভাবিতে পারিব।

কেহ কেহ বলেন,"কখন বা দায়ে পড়িয়া কখনও বা শুধু অভ্যাসের দোষে আমরা অলঙ্কারনির্ম্মাণকে প্রশ্রয় দিয়া থাকি, একথা কিন্তু আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ রমণীর ভূষণ অলঙ্কার, কেবলমাত্র দায়ে পড়িয়া বা অভ্যাসের দোষ হইলে এ প্রথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র এতদিন প্রচলিত থাকিত না। আর পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, অলঙ্কার দুই এক শতাব্দীর প্রচলিত জিনিষ নয়। বিনা অলঙ্কারে ভারতবাসীর অনেক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় না।

আবার কেহ এ কথাও বলেন, স্বর্ণকারদের নিকট অলঙ্কার নির্ম্মাণের সময় কিছু পরিমাণ সোণার অপচয় অনিবার্য্য। সেই নিমিত্ত সচরাচর তাহারা পানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তাহা পূরণ করিয়া লয়. সুতরাং প্রদত্ত স্বর্ণ, অলঙ্কাররূপে ফিরিয়া আসিবার সময় ঠিক থাকে না। স্বর্ণকার যদি সাধু হয়, তবে সে ততটুকুমাত্র "পান" দিয়া সন্তুষ্ট, যতটুকু তাহার নির্ম্মাণের মধ্যে অপচয় ঘটিয়াছে। এ কথা সত্য, অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে সামান্য সোণার অপচয় ঘটে, কিন্তু তাহার কতকটা স্বর্ণকার তাহার দোকানে "ময়লা মাটী" বিক্রয় করিয়া আদায় করিয়া থাকে। বাকীটুকু সে বাণির ভিতর দিয়া গ্রহণ করে। তাহাকে যদি ন্যায্য অপচয়ের মূল্য ধরিয়া দেওয়া হয়, তবে আপনার অলঙ্কারের স্বর্ণ ঠিক থাকিয়া যায় এবং অলঙ্কার মধ্যে তেমন পরিমাণ খাদ বা পান থাকে না। যদি স্বর্ণকার সাধু বা শিক্ষিত ব্যক্তি হন, তবেই এ কথা বলা চলে। সকল জিনিষ প্রস্তুতের মধ্যেই অল্প বিস্তর অপচয় রহিয়াছে। তাহা নিবারণ করিতে হইলে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। তারপর কথা হইতেছে, এই কার্য্য চিরদিনই যে অশিক্ষিত স্বর্ণকারগণের দ্বারা সম্পন্ন হইবে এমন কথাও নয়।

এই সকল কারিকরগণ যদি শিক্ষিত ব্যক্তির তত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং অপচয় নিবারণের জন্য তাহাদিগকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে প্রদত্ত স্বর্ণ খাঁটি কি না তাহা লইয়া আর কোন প্রকার অভিযোগ থাকে না। আমরা এই নিত্য প্রয়োজনীয় অলঙ্কার নির্ম্মাণের কথা মোটেই ধরি না—যাহার ভিতর দিয়া আমাদের প্রতিদিনের প্রকৃত সঞ্চয় সংঘটিত হইতেছে।

স্বর্ণকারের হাতে যে প্রকারে স্বর্ণের অপচয় ঘটে, তাহা কেবল আধুনিক শিক্ষার অভাবে। তাহারা যদি এ ক্ষেত্রে ইংরাজদিগের কল-কব্জার অনুকরণ করে, তাহা হইলে এত অপচয় হয় না। অলঙ্কার যে কেবল সঞ্চয়ের সহায়তা করিয়া নিশ্চিন্ত, তাহা নয়। এই অলঙ্কারের গঠন-প্রণালী ও নির্ম্মাণকৌশলের মধ্যে একটা ধারাবাহিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিদৃষ্ট হয়। যখন যে জাতি ভারতবাসীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তখন সেই জাতির জাতিগত রীতি-নীতি যতটুকু ভাল বা মন্দ, সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ভারতে আসিয়াছে, এবং সেই জাতির আচার ব্যবহার আমাদের ইতিহাসের মধ্য দিয়া যতটুকু দেখিতে পাই, রাজা, মহারাজা, সম্ভ্রান্ত পুরাতন জমিদারগণের

লোহার সিন্দুকে এখনও এমন অনেক অলঙ্কার সঞ্চিত রহিয়াছে যেগুলির মধ্য দিয়া অতীত যুগের সভ্যতা, শিল্প, বিলাসিতা তত্টুকু ফুটিয়া রহিয়াছে।

সোমনাথের মন্দিরে যে কত কোটী টাকার অলঙ্কার সঞ্চিত ছিল, তাহা জানিলে হর্ষে বিষাদে অভিভূত হইতে হয়। রাজপুত—রমণীগণের অলঙ্কারের মধ্যে এত টাকা নিবদ্ধ ছিল যে, সেই অলঙ্কার-সাহায্যে একটী যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। অতএব ইহাতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, অলঙ্কারনির্ম্মাণের মধ্যে আমরা যতটা অপচয়ের আশঙ্কা করি, তাহার অনেক অধিক সঞ্চয় তাহার ভিতর রহিয়াছে। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই সকল অলঙ্কার রীতিমত শিক্ষিত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে নির্ম্মাণ করান প্রয়োজন। এ কথাও সত্য, সেরূপ স্বর্ণকার আমাদের দেশে ত খুব কম। যাহার ভিতর দিয়া আমাদের প্রতিদিনের প্রকৃত সঞ্চয় অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার উন্নতির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। কোনও কোনও অর্থনীতিবিৎ বলিয়া থাকেন,—গৃহীর এরূপ দ্রব্য ক্রয় করা উচিত যাহা ব্যবহার করিবার পর প্রয়োজন ক্ষেত্রে বিক্রয় করিলেও তাহা হইতে অর্থাগম হইতে পারে। যে সকল দ্রব্য সামান্য কারণে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এবং তাহা হইতে পরে কিছুমাত্র অর্থ-সংগ্রহ করা যায় না, তাহা অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে অন্যায় ব্যয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে অলঙ্কার ও বিষয়সম্পত্তি যেমন বংশানুক্রমে ভোগ-দখল করিতে পারা যায় এবং পরে বিক্রয় করিলেও যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যায়, তাহা আর কিছুতেই বড় পাওয়া যায় না। এ কথাও অনেকে উত্থাপন করিতে পারেন, অলঙ্কারে আমাদের মূলধন আবদ্ধ করিয়া রাখে; তাহা মূলধন বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে না। আমাদের মধ্যে সাধারণ লোকের ভিতর অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে মূলধন হিসাবে কিছুই নিয়োগ করা হয় না; বরং ধীরে ধীরে গৃহস্থের অজ্ঞাতেই অলঙ্কারের মধ্য দিয়া মূলধন সঞ্চিত হইয়া থাকে। এমনও প্রায় দেখা যায় যে, সেই সকল অলঙ্কার একদিন মূলধনে পরিণত হইয়া বিপুল অর্থোৎপাদনের জন্য ব্যবসায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। রামপদবাবুর হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা বাজিয়াছিল। তাই আজ তাঁহার মত সাহিত্যিক, তাঁহার মত শিক্ষিত ব্যক্তি অলঙ্কারের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার একার চেষ্টায় বা যত্নে কিছু এ অভাব বিদূরিত হইবে না—সহানুভূতি, উৎসাহ, সর্ব্বদিক হইতে প্রদর্শিত হইলে কালে

মণিলাল কোম্পানীও একদিন যে ইউরোপীয় মণিকারগণের মত না হইবে, কে বলিতে পারে? মণিলাল কোম্পানীকে আদর্শ করিয়া আর কত এমন কোম্পানী কালে সৃষ্ট হইবে। আমাদের দেশের বড়লোকগণের সহানুভূতি যদি তাঁহারা লাভ করেন, তবে অচিরে অলঙ্কারনির্ম্মাণের মধ্যে অপচয় মোটেই থাকিবে না, ও সাধারণকে প্রতারিত হইতে হইবে না। রামপদ-বাবু যে অলঙ্কারের মধ্যে কোন প্রকার পান দেন না, সে কথা বলিতেছি না; তবে তিনি অলঙ্কারনির্ম্মাণে পান যতটুকু সত্যই প্রয়োজন তাহার অধিক প্রদান করেন না এবং সেই মর্ম্মে প্রতি অলঙ্কারের সহিত একখানি করিয়া গ্যারাণ্টিপত্র দিয়া থাকেন—ইহাই তাহার প্রমাণ! তাহাতে অলঙ্কারে পানের পরিমাণ ও বাণির কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেন এবং ক্রেতার প্রয়োজন হইলে মণিলাল কোম্পানীকে ঐ অলঙ্কার ফেরৎ দিয়া বাকী টাকা ফেরৎ পাইতে পারেন; সুতরাং সোণা তেমনই রহিল, তাহাতে কোনও ভেজাল মিশিল না। রামপদবাবুর সম্বন্ধে এখানে আর একটী কথার উল্লেখ করিলে তত দোষের হইবে না। পান ব্যতীত অল-ঙ্কার নির্ম্মাণ হয় না এ ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে। কিন্তু তিনি কতকগুলি নূতন অলঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছেন, যেগুলিতে মোটেই পান দিবার প্রয়োজন হয় না। বাণির কথা বাদ দিলে যেমন সোণা বা টাকা তেমনই মজুত থাকিয়া যায়।

শুভ বৈশাখের পুণ্য দিনের অনেকটা মূল্যবান সময় আমি আপনাদের অপহরণ করিয়াছি। সেজন্য আপনাদের নিকট ক্রটী স্বীকার করিতেছি। আমার রচনা অনেকটা খাদ ও পানে ভরিয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহার মধ্যে তেমন সঞ্চয় পরিদৃষ্ট হইবে না জানি, কিন্তু অনুরুদ্ধ ব্যক্তির কর্ত্তব্যের মধ্যে দীনতা থাকিলে, তাহা এখানে, তাহার অক্ষমতাকে মার্জ্জনা করিয়া আপনাদের মত বিদ্বজ্জনের ধৈর্য্যের ও মহত্বের গৌরব ঘোষিত করিয়া থাকে। আমি কিছু বলিতে না পারিলেও আপনারা যে আমার কথা শুনিয়াছেন, সেজন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। এই সান্ধ্য, শুভসম্মিলনে যাহার স্মৃতি-সম্মিলন করিতে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, সেই পূর্ণকাম, নিষ্কলঙ্ক, স্বর্গগত শিশু মণিলালের আত্মার জন্য ভগবানের নিকট মঙ্গলকামনা করি।

জাহানারা।

(ঐতিহাসিক গল্প।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিমিত্ত।

বুরহানপুরের উপকণ্ঠ দিয়া স্বচ্ছতোয়া নর্ম্মদা অদম্য হৃদয়াবেগ গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া, কুলুকুলুধ্বনি তুলিয়া, অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মলয়ের ধীরপ্রবাহী সমীরণ নর্ম্মদাবক্ষস্থ বীচিমালা লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে তাহার সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে।

নদীতীরে জায়গীরদার জেহান খাঁ লোদীর প্রাসাদতুল্য—সুধাধবল অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। নদীবক্ষস্থিত সলিলকণাবাহী মলয়মারুত এক-একবার ক্রীড়াব্যপদেশে সেই অট্টালিকার শীর্ষবিরাজিত সুদীর্ঘ নিশান-খানি আন্দোলিত করিয়া দিতেছে।

অট্টালিকার একটী নিভৃত বারান্দায় বসিয়া জেহান খাঁ বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিতেছেন। আলবোলার সুদীর্ঘ নলটী তাঁহার মুখে সংলগ্ন রহিয়াছে। সুগন্ধী মৃগনাভিবাসিত অম্বরীর সুবাসে সে স্থান আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দুইপার্শ্বে দুইজন বান্দা চামর ও ব্যজনী লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। ব্যজনীর আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে চন্দন, অগুরু ও আতরের সুগন্ধ উদ্ভূত হইয়া মনঃপ্রাণ মুগ্ধ করিয়া দিতেছে।

জেহান খাঁ, পারস্য-শিল্পীনির্ম্মিত বহুমূল্য সুদৃশ্য গালিচার উপর উপবিষ্ট। তাঁহার একপার্শ্বে পিয়ালায় ঈষদুষ্ণ সুরভী সেরাজী—অন্যপার্শ্বে একখানি হীরকজ্যোতির্ম্ময় দ্বিধার তরবারি।

উদীয়মান অথবা অস্তোন্মুখ দিগন্তবিহারী সূর্য্যের করজাল রোধ করিবার নিমিত্ত বারান্দার ছাদ হইতে রেশমনির্ম্মিত পর্দ্দা ঝুলান রহিয়াছে। পর্দ্দা-গুলি বহুমূল্য মণিরত্নাদি খচিত—ইস্পাহানের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পীনির্ম্মিত এবং কারুকার্য্যনৈপুণ্যে অতুলনীয়। মার্জ্জিত অত্যুজ্জ্বল ইস্পাতনির্ম্মিত বারান্দার প্রাচীরে সম্মুখবর্ত্তী সমস্ত পদার্থই প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। নানাপ্রকার

সুনিশিত অস্ত্রাদি ইতস্ততঃ সজ্জিত থাকিয়া প্রাসাদস্বামীর আবাল্য রণপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রাসাদের সমস্ত পদার্থই জায়গীরদার জেহান খাঁর ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তিনি সমস্তজীবন অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পদানত হইয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি একজন সমরনিপুণ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ লোদী রাজবংশের বংশধর, সুতরাং বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ অত্যন্ত অধিক। কিন্তু তাহার নিমিত্ত তিনি কখনও কোন নীচ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজবংশধর হইলেও, মহচ্চরিত্র যোদ্ধা অথবা ধার্ম্মিক মৌলানাগণের কোন গুণই তাঁহার হৃদয়ে দুষ্প্রাপ্য নহে।

জেহান খাঁ অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে সুবর্ণনির্ম্মিত মুখনল সহযোগে ধূমপান করিতে করিতে বেহেস্তের সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময় একজন পরিচারক আসিয়া কুর্ণীস করিয়া বলিল, "জনাব, একজন আগন্তুক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।"

লোদীর সুখস্বপ্ন দূরীভূত হইল। দুইচারি মুহূর্ত্ত পরে তিনি গম্ভীরস্বরে ভৃত্যকে বলিলেন, "লইয়া এস।" ভৃত্য চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে আগন্তুক প্রবেশ করিয়া লোদীকে অভিবাদন করিলেন।

আগন্তুক সম্ভ্রান্তবংশীয় সুপরিচ্ছদধারী নবীন যুবক। রূপ ও কমনীয়তা তাঁহার শরীরে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আকৃতি মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক এবং সুপ্রশস্ত ললাটদেশ যেন বীর্য্যের আবাস-ভূমি।

লোদী যুবকের মুখের প্রতি সহাস্য দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রত্যাভিবাদন করিলেন।

যুবক বলিলেন,—"জেহান খাঁ, আপনি জানেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বর্গে গিয়াছেন; সুলতানা নুরজাহানের সাহায্যে মূর্খ দবির বক্স, দিল্লীর চিরাকাঙ্ক্ষিত মণিময় সিংহাসন অনায়াসে অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে মোগল-সাম্রাজ্যের ন্যায়তঃ অধিকারী সুলতান সাজাহান তাঁহার প্রাপ্য রাজদণ্ড ও সিংহাসন গ্রহণ করিবার জন্য রাজধানী যাত্রা করিতেছেন। আপনার অধিকারের মধ্য দিয়া তাঁহার গমন পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি আপনার অভিমত জানিতে চাহেন; তাঁহাকে আপনার কি অভিমত জানাইব খাঁ সাহেব?"

লোদীর ললাট আকুঞ্চিত হইল। তিনি বিষাদব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "যে সকল রাজকুমার সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিরূপে সাহায্য দেওয়া যায় তাহা তাহাদিগের জানা আবশ্যক।"

"এই উত্তর কি সুলতানকে প্রদান করিব?"

"না, আমাকে চিন্তা করিবার অবসর দিন। আপনি বিশ্রাম করুন, দুই ঘটিকা পরে আমার উত্তর আপনাকে জানাইব।"

"স্বপক্ষে না বিরুদ্ধে—কোন্ পক্ষে মত দিবেন?"

"এখন বলিতে পারিব না, পরে জানিতে পারিবেন।"

"খাঁ সাহেব, যতক্ষণ না আপনার মত জানিতে পারিতেছি—যতক্ষণ না আপনি শত্রু কি মিত্র বুঝিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। আমি শত্রুর আতিথ্য গ্রহণ করিব না। আমার প্রভুর প্রস্তাবে যদি আপনি অসম্মতি প্রকাশ করেন, তবে এখনই স্পর্দ্ধার সহিত আপনার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইব। যদি সম্মত হন, তবে সানন্দে আপনার লবণ গ্রহণ করিব—খোদার নিকট নিয়ত আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিব।"

জেহান খাঁ, অপরিণতবয়স্ক দূতের এই স্পর্দ্ধিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া কিয়ংক্ষণ নীরবে রহিলেন। অতঃপর ধীরগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"যুবক, আমার পক্ষে তোমার স্পর্দ্ধা অথবা অনুগ্রহ দুই-ই সমান। তুমি আমার লবণ গ্রহণ অথবা আমার প্রাসাদে বিশ্রাম না করিতেও পার। ইহাতে আমার কোন নির্ব্বন্ধ নাই।" কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, "শোন, তোমার প্রভুর নিকট আমার উত্তর লইয়া যাও। বিদ্রোহীর প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নাই। বিদ্রোহী রাজকুমার কখনও ন্যায়পর রাজ্যশাসক হইতে পারে না। তোমার প্রভু সাজাহানকে মোগল-সিংহাসনে দেখিবার পরিবর্ত্তে বরং আমার দুর্গদ্বারে শত্রুরূপে দেখিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব।"

"এমন এক সময় আসিতে পারে খাঁ সাহেব, যখন আপনাকে সম্রাটের প্রতি এই অবমাননা চেষ্টাসহকারে বিস্মৃত হইতে হইবে।" এই কথা বলিয়া যুবক রাজদূত পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন কিন্তু ক্রুদ্ধ জেহান খাঁ তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সাজাহানের প্রস্তাবে অধিকতর ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য ক্রোধান্বিত ওমরাহ, একটী ভৃত্যের পরিচ্ছদ, কয়েকটী দিনারপূর্ণ একটী মুদ্রাধার ও একটী বৃদ্ধ শীর্ণ অশ্ব যুবককে

দিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, এবং সেইগুলি সুলতান সাজাহানকে উপঢৌকন স্বরূপ দিতে বলিয়া দিলেন।

যুবক চলিয়া গেলেন। বুরহানপুর হইতে কিছুদূরে পথিমধ্যে একজন মেষপালককে তিনি লোদী-প্রদত্ত মুদ্রাধার, পরিচ্ছদ ও অশ্বটী প্রদান করিয়া বলিলেন,—"এইগুলি ওমরাহ জেহান খাঁকে দিয়া আইস। তাঁহাকে বলিও, মহিমাময় খোদার অনুগৃহীত সম্রাট সাজাহানের পুত্র সুলতান মোরাদ তাঁহার সম্রাট্ পিতার পক্ষ হইতে এই উপহার ফিরাইয়া দিলেন। কারণ অবাধ্য প্রজা উদ্ধত ওমরাহ জেহান খাঁকে হয় ত একদিন ভিক্ষুকের ন্যায় করজোড়ে এই ভিক্ষুক সম্রাটের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইবে।" অতঃপর তিনি মেষপালককে দুই আস্‌রফী পুরস্কার দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বীজ।

মোরাদ, জেহান খাঁ লোদীর এই ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক ব্যবহারে হৃদয়ে উদ্বেগ ও ক্রোধের উদ্দাম প্রবাহ লইয়া তাঁহার পিতার শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

অরণ্যমধ্যবর্ত্তী একটী পথ অতিক্রম করিয়া উচ্চভূমিতে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর তিনি সম্মুখে অরণ্যের প্রান্তভাগে, নিম্নভূমিতে কতকগুলি ব্যক্তিকে অরণ্যাভিমুখে আগমন করিতে দেখিলেন। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি একখানি শিবিকা ও অন্যূন পঞ্চাশজন প্রহরী দেখিতে পাইলেন। তাহারা কিছুদূর আসিবামাত্রই বনান্তরাল হইতে একটী বৃহদাকার অরণ্য হস্তী বাহির হইয়া মহাবেগে, তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল।

দুর্দ্দান্ত বন্যগজের ভীষণ আকার দেখিয়া প্রহরীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল, বাহকগণও শিবিকা ভূমিতে নামাইয়া যে যেদিকে পারিল প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। হস্তিটী যেন জন্মান্তরীণ বৈরস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া শিবিকাখানি চূর্ণ করিবার নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইল।

মোরাদ দারুণ উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে শিবিকাখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার ভয় করিতে লাগিলেন। তিনি শিবিকার উপরিস্থ আচ্ছাদন হইতে আরোহী যে রমণী তাহা বুঝিতে পারিলেন, এবং প্রহরী-সংখ্যা হইতে তাঁহার বংশমর্য্যাদা ও সম্পদের পরিচয় পাইলেন।

উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তিনি তীরবেগে শিবিকার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং হস্তিটী নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এক মুহূর্ত্ত—এক মুহূর্ত্তমাত্র পরে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত সদৃশ দুর্দ্মদ হস্তিটী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। মোরাদ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া বজ্রহস্তে তাহার এক পদে তরবারির প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। হস্তিটী এইরূপে হঠাৎ আহত হইয়া লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া মোরাদের প্রতি ধাবিত হইল, কিন্তু আহত পদের অকর্ম্মণ্যতার নিমিত্ত তাহার ধাবনশক্তি লঘু হইয়া পড়িল। মোরাদ পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাতে তাহাকে ভূপতিত এবং নিহত করিলেন।

ইতোমধ্যে আরোহী রমণীটি শিবিকা হইতে বাহির হইয়া অসামান্য সৌন্দর্য্যের—ধীর, সংযত যৌবনের তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাস লইয়া উদ্ধারকর্ত্তা যুবকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার বদনকমল স্থির এবং উদ্বেগ-পরিশূন্য। মৃত হস্তিটীর দিকে চাহিয়া বিপদ ও বিপন্মুক্তির এরূপ একত্র সমাবেশে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যুবতী মোরাদকে কৃতজ্ঞতাসূচক নমস্কার করিলেন। তাহার পর মর্য্যাদাবিজ্ঞাপক প্রভুত্বপূর্ণস্বরে ভৃত্যগণকে আহ্বান করিয়া এবং মোরাদকে তাঁহার সহিত তাঁহার পিতৃগৃহে আগমন করিতে অনুরোধ করিয়া তিনি শিবিকায় আরোহণ করিলেন।

যুবক মোরাদ এই অলোকসামান্যা সুন্দরীর অসাধারণ সৌন্দর্য্যে আত্ম-হারা হইয়া পড়িলেন। তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই জানিতে পারিলেন, যুবতী ওমরাহ জেহান খাঁ লোদীর কন্যা। ওমরাহ কন্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ মোরাদ তখন হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইলেন। অল্পকাল পূর্ব্বে লোদী যে তাঁহার পিতাকে ও তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছেন তাহা বিস্মৃত হইলেন। তিনি যুবতীর সহিত বুরহাণপুরে তাঁহার পিত্রালয় পর্য্যন্ত যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

প্রাসাদদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়া ওমরাহকন্যা বলিলেন,—"মহাশয়, আপনাকে দেখিয়া পিতা কত যে আনন্দিত হইবেন তাহা বলা যায় না। আপনি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন; অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে আসুন।"

রাজকুমার বলিলেন, "ওমরাহ কন্যা, আমি সুলতান সাজাহানের পুত্র। তোমার পিতা তাঁহাকে তোমাদিগের অধিকারের মধ্য দিয়া গমনপথ প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। যে ব্যক্তি, আমার পিতার—তাঁহার ভাবী সম্রাটের এরূপ সামান্য অনুরোধ নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তিনি অতিথির মর্য্যাদা বুঝেন না। আমি তাঁহার সম্মুখে আর উপস্থিত হইতে চাহি না।"

"কুমার, সদ্‌গুণের পরিচালনার জন্যই মানবজীবন, নহিলে এ জীবনের কোন মূল্যই নাই। আমার কথা বিশ্বাস করুন। আপনার পিতা যদি আমাদিগেরও শত্রু হইতেন, তাহা হইলেও এই তুচ্ছ প্রাণের রক্ষকের অনুরোধে, তাঁহার পিতা সেই শত্রুকেও কথঞ্চিৎ সুযোগ প্রদান করিতে আমার উদার পিতা কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। আপনি যেরূপ বীরত্ব ও উদারতা সহকারে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে সে ঋণ পরিশোধ করিবার উপযুক্ত কিছুই আমাদিগের নাই। আমার সঙ্গে আসুন, আমার পিতা তাঁহার কন্যার জীবনরক্ষককে আতিথ্য প্রদানের ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কোনও ক্রটী করিবেন না।"

"যাঁহার আত্মাভিমান এত বৈচিত্র্যবিহীন, যাঁহার ধীরপ্রকৃতি এত শীঘ্র বিচলিত হয়, সেরূপ ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণে আমি বিন্দুমাত্রও সম্মত নহি। কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আমি যাহা করিতে গিয়াছিলাম তাহা যে সফল হইয়াছে, ইহাই আমার আশাতীত পুরস্কার। ইহার পরও যদি কোন ক্রটী থাকে বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তোমার বিনয়পূর্ণ ব্যবহার সে সমস্ত দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। তোমার পিতাকে এইমাত্র বলিও যে, তাঁহার কন্যার জীবনের নিমিত্ত তিনি ভিক্ষুক সাজাহানের পুত্রের নিকট ঋণী।"

মনোমোহিনী জাহানারা মোরাদের মুখমণ্ডলে বিলোলকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন, "আপনি যখন আমার পিতার আতিথ্য অস্বীকার করিলেন, তখন এইখানেই আমাদিগের সাক্ষাৎ সমাপ্ত হইল।

কিন্তু আমি আপনার নিকট ঋণী রহিলাম। আশা করি, একদিন না একদিন আপনার এ ঋণ শোধ করিতে পারিব। বিদায়!"

জাহানারা প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং মোরাদ সুলতানের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত পুনরায় পূর্ব্বপথে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পিতার শিবিরের দিকে চলিতে চলিতে জাহানারার অপরূপ সৌন্দর্য্য পুনঃপুন মোরাদের স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল। কি সুন্দরী অথচ কি তেজোময়ী! যৌবনের বসন্ত তাঁহার অঙ্গে সুশোভন কমনীয় আসন পাতিয়া বসিয়াছে, কৈশোরের চাপল্য কপোলে—কণ্ঠে ও নয়নে এখনও খেলিয়া বেড়াইতেছে এবং ইহাদের মধ্যে পিতার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার জ্যোতিঃ নয়নে ও ললাটে লিপ্ত হওয়াতে যেন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী সঙ্গমের তরঙ্গায়িত মিশ্রিত লাবণ্য তাঁহার অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি নয়নানন্দকর! কি মনোমোহকর!

প্রেমমুগ্ধ মোরাদ যখনই তাঁহার কথা ভাবিতেছিলেন, তখনই মোহান্ধ ওমরাহের নির্ম্মম ব্যবহারজনিত ভীষণ অন্তর্দ্দাহের মধ্যেও যেন শান্তিময় স্বর্গীয় সুষমারাশি আসিয়া তাঁহার সমস্ত বেদনা মুছাইয়া দিতেছে এইরূপ বোধ করিতেছিল; তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু কম্পিত হইতেছিল।

পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া মোরাদ জেহানখাঁর অস্বীকার সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু আনুসঙ্গিক অবমাননাপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়ে কিছুই বলিলেন না। সাজাহান বুরহানপুরের এই উদ্ধত জায়গীরদারের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি প্রধান সেনাপতিকে শিবির উঠাইতে আদেশ দিলেন এবং অন্যপথে রাজধানী যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ।

ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য।

আমরা প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যায় আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলির কথা বিশেষরূপে বলিয়াছি। কিন্তু তথাপি অনেকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। সকলের পত্রের স্বতন্ত্র জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব, তজ্জন্য পুনরায় আমাদের উদ্দেশ্য

ও তাঁহাদের প্রশ্নগুলির উত্তর নিম্নে ধারাবাহিকরূপে প্রদত্ত হইল। আশা করি, সকলেই অনুগ্রহ করিয়া এইগুলি পাঠ করিবেন। আমরা সাধারণের নিকট হইতে যে সকল উৎসাহপূর্ণ পত্র পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে আশা হইয়াছে যে, আমাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।

১। ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত যত কিছু বিষয় হইতে পারে তাহা ধারাবাহিকরূপে ইহাতে আলোচিত হইবে। যাহাতে ব্যবহারিক শিল্প দেশে বিস্তৃত হয়, হস্তচালিত যন্ত্রাদির প্রচার হয় এবং যুবকগণ স্বাধীন জীবিকা লাভের জন্য ব্যগ্র হন, ব্যবসায়ী সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। আমাদের গরীব শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের উৎসাহ আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু এক অর্থাভাবই তাঁহাদের উন্নতির পথের বিশেষ অন্তরায়। সামান্য মূলধনে কি করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিতে হয়, কোন্ ব্যবসা বিশেষ লাভজনক, কাহার কোন্ ব্যবসা করা কর্ত্তব্য, কোথায় কোন্ ব্যবসা সুবিধাজনক, কোথা হইতে দ্রব্য আমদানী করিতে পারিলে বিশেষ লাভ হয়, তৎ প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে এবং এই সকল অতি আবশ্যকীয় বিষয় বিশেষরূপে ধারাবাহিক ব্যবসায়ীতে আলোচিত হইবে।

২। পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি সামান্য লোক অতি সামান্য অবস্থা হইতে কোটিপতি হইয়াছেন। অবশ্য ব্যবসা ইহাঁদের উন্নতির সোপান। আমরা সেই সকল মহাত্মার পুণ্যের জীবন সচিত্র ব্যবসায়ীতে প্রকাশ করিব। আমাদের দেশেও এই প্রকার মহাত্মার সংখ্যা অনেক আছে। স্বর্গীয় মতিলাল শীল, রাম গোপাল ঘোষ, দুর্গাচরণ রক্ষিত, সৃষ্টিধর কোঁচ, হাটখোলার কুণ্ডু ও সাহবাবুদ্বয়, অনাথ দেব বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ, চণ্ডীচরণ সিংহ, ভাগ্য-কুলের জমীদারবৃন্দ, ঢাকার সাহ বাবুরা, কৃষ্ণনগরের চৌধুরি বাবুরা ইত্যাদি ইত্যাদি মহাপুরুষদিগের জীবনীও প্রকাশিত হইবে। যে সকল মহাত্মা বর্ত্তমানে ব্যবসায় বড় আছেন, তাঁহাদের জীবনীও আমরা প্রকাশ করিব।

৩। আর একটী কথা। কলিকাতায় একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসাদার আছেন। মফঃস্বলের ভদ্রব্যক্তিগণ ইহাদের হস্তে পড়িয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হন। ইহাদের চুরি ও জুয়াচুরী সম্বন্ধে আমাদের ব্যবসায়ীতে

আলোচিত হইবে। এই প্রকার করিলে সকলেই সাবধান হইবেন এবং এই চোরের দল ক্রমে সরিয়া পড়িবে; তাহাতে দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার হইবে। বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তৎ-সম্পাদিত অনুসন্ধান পত্রে এই প্রকার জুয়াচুরির বিষয় আলোচনা করিয়া এক সময় দেশের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার উপদেশানুসারে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

৪। ব্যবসা বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আমরা আমাদের গ্রাহকদিগের নিকট হইতে এই প্রকার প্রশ্নাবলী পাইলে সাদরে প্রকাশ করিব। কিন্তু গ্রাহক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রশ্নে সামান্য মাত্র অর্থ গ্রহণ করিব। বলা বাহুল্য, এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে লইয়া প্রকাশ করিব।

৫। গবর্ণমেণ্টের কৃষি ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত যে সকল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, আমরা তাহা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিব। কামর্স ও ক্যাপিটাল পত্র হইতে ধারাবাহিকরূপে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইবে।

৬। শস্যশ্যামলা মলয়জ শীতলা বাঙ্গালার বক্ষে যে সকল অমূল্য রত্ন-রাজি আছে, কি উপায়ে সেই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে, তাহার সন্ধান আমরা ব্যবসায়ীতে প্রকাশ করিব।

৭। আমাদের দেশে যে সকল শিল্পাগার স্থাপিত হইয়াছে, আমরা তাহার সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করিব। বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, সুরাট, লাহোর, কানপুর, মিরাট, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যে সকল শিল্পশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সচিত্র বিবরণ আমরা প্রকাশিত করিব। কলিকাতায় যে সকল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল, কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি বিশেষরূপে প্রকাশিত হইবে।

৮। স্বদেশী দ্রব্যাদির তালিকা ও কোথায় কোন্ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা প্রকাশিত হইবে।

৯। প্রতি সংখ্যায় পাট চাল ডাল তৈল ঘী তিসি কলাই ময়দা তেঁতুল হলুদ মসলাদি নিত্য ব্যবহার্য্য রপ্তানি দ্রব্যাদির বাজার দর দেওয়া যাইবে।

১০। কেবল নীরস আলোচনা লোকের অপ্রীতিকর হইবে এইজন্য

প্রত্যেক সংখ্যায় একটী সম্পূর্ণ গল্প প্রকাশিত হইবে। ইহা ভিন্ন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের ঐতিহাসিক নিবন্ধাবলীও প্রকাশিত হইবে। যাহাতে মনুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, এই প্রকার গল্পাদিও প্রকাশিত হইবে।

১১। কৃষি-সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় একজন আমেরিকা-প্রত্যাগত অভিজ্ঞ ব্যক্তি আলোচনা করিবেন।

১২। অবিবাহিত পাত্র ও পাত্রীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। আমরা কয়েকজন অভিজ্ঞ ঘটক এইজন্য নিযুক্ত করিয়াছি। আজকাল কন্যাদায় বড়ই বিষম। ভদ্র সাধারণ যাহাতে সহজে বিনা আয়াসে মনোমত পাত্র লাভ করিতে পারেন, তৎপ্রতি আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিব।

১৩। কলিকাতা ও সহরতলীর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে আলোচিত হইবে।

১৪। কলিকাতার বাজারে কোথায় কি পুরাতন দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইবে।

১৫। ভেজাল দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে সকল দোকানদারগণ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবে, আমরা তাহাদের তালিকা প্রকাশ করিব। কলিকাতার ভদ্রমহোদয়গণ ইহাতে সাবধান হইতে পারিবেন।

১৬। আমরা রাজনীতির আলোচনা করিব না। রাজনীতির সহিত আমাদের কোনও সংশ্রব নাই।

১৭। গৃহস্থের উপযোগী সরল হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা, টোট্‌কা, মুষ্টিযোগ ও সহজ শিল্পাদির বিষয় আলোচিত হইবে।

১৮। দেশের প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদিগের অপ্রকাশিত জীবন-চরিত প্রকাশিত হইবে।

অধুনা বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে অনেক গবেষণা ও তত্বানুসন্ধান হইতেছে, কিন্তু বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে কেহ এ পর্য্যন্ত শ্রম স্বীকার করেন নাই। আমরা পরাক্রান্ত মোগল পাঠান রাজত্বের ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাববংশীয়দের আলোচনায় সময় অতিবাহিত করি, কিম্বা হয় ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজত্বের অস্থায়ী, ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে মস্তিষ্ক আলোড়িত করি; কিন্তু অস্মদেশের পরাক্রমশালী কীর্ত্তিবান বঙ্গের স্বর্ণসিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ ভূস্বামীবৃন্দের কোনও সংবাদ রাখি না। তাঁহারা কি ছিলেন—কিরূপভাবে জীবন

অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু হায়! এই দারুণ অভাব অভিযোগ মোচনের জন্য কেহই যত্ন করেন না। সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন যে, "ইতিহাস-বিহীন জাতির দুঃখ অসীম, এমন দুই একটি হতভাগ্য জাতি আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না এবং এমন দুই একটী হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী—উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে।" হায়! ইহাপেক্ষা জ্বলন্ত সত্য আর কে কোথায় বলিতে পারিয়াছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব! ইহা বিশদরূপে আলোচনা করিয়া আমরা মনস্থ করিয়াছি যে, বঙ্গের যাবতীয় ভূস্বামীদিগের সচিত্র জীবনী ও কীর্ত্তিকলাপ ব্যবসায়ীতে ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

পাঠকবর্গ, আপনাদিগের জেলার কোনও কীর্ত্তিবান্ জমীদারের মহৎ জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলে আমরা আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিব। এই জীবনীর সহিত সেই মহাত্মার কীর্ত্তিকলাপ, তাঁহার বংশাবলীর তালিকা, জমীদারীর আয় ব্যয় ও বিস্তৃতি, ইহার উৎপত্তি, প্রতাপ প্রভৃতি সমস্তই বিশদরূপে বিবৃত করিতে হইবে। যদি কোনও হাফ্‌টোন চিত্র থাকে, তাহাও অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমরা কি অসাধ্য সাধন করিতে যাইতেছি। বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ আর নিদ্রাঘোরে অচৈতন্য থাকিবেন না, দেশের অভাব যদি মোচন করিতে চান, "ব্যবসায়ী" মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া রাজনৈতিক কচ্‌কচানি পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর মায়া ছাড়িয়া, শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করুন।

পরিশেষে প্রত্যেক গ্রাহককে আমরা অনুরোধ করিতেছি—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে তাঁহাদের অন্ততঃ একজনও বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়কে "ব্যবসায়ীর" গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়া দেশের ও দশের উপকার করেন। "ব্যবসায়ী" ব্যবসা সম্বন্ধে মাসিক পত্র। এরূপ ধরণের মাসিক পত্র বাঙ্গলা দেশে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসায়ী যাহাতে বাঙ্গলা দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়, বঙ্গমাতার সুসন্তান মাত্রেই তাহার চেষ্টা করিবেন, ইহাই আমাদের করযোড়ে প্রার্থনা।

প্রবাসে আট দিন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৪ই ফাল্গুনের স্নিগ্ধ প্রভাতে বি,এন্, আর রেলপথের খুরদা রোড ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। পুরি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটীকে লইয়া সোঁ সোঁ শব্দে পুরি-অভিমুখে ছুটিয়া গেল। যাইবার সময় সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটী চিরপরিচিতের ন্যায় আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করিয়া বিষণ্ণমুখে ভদ্রলোকটীর নিকট বিদায় লইলাম।

বন্ধুর পরিচয়-পত্রখানি হস্তে লইয়া হরিসাধক বাবুর সহিত সাক্ষাতের জন্য কেল্‌নারের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইনি খুরদা-রোড ষ্টেসনে কেল্‌নার কোংর রিফ্রেশমেণ্ট রুমের ম্যানেজার। অনুসন্ধানে জানিলাম, যাঁহার বাসায় আজ আমি অতিথি হইবার জন্য বন্ধুর পরিচয়-পত্র হস্তে দণ্ডায়মান, তিনি এই সুনির্ম্মল প্রভাতে শ্রান্তির ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনায় রত আছেন। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় ষ্টেসনের চারিদিকে বেড়াইয়া, মধুর স্নিগ্ধ সুনির্ম্মল বায়ুসেবন করিতে করিতে আমি যেন নব জীবন প্রাপ্ত হইলাম। আমার সমস্ত রাত্রির ক্লান্তি স্নিগ্ধ প্রভাত-বায়ুতে যেন ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গেল।

খুরদা রোডের ষ্টেসনটী বেশ নয়নাভিরাম। ষ্টেসনের চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। লোকালয় নাই বলিলেই হয়। কেবল ষ্টেসনের কর্ম্মচারী-বর্গের রেল-কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কাঁচা পাকা গৃহগুলি শান্ত ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখনকার প্রভাতবায়ু বড়ই স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ। সমুদ্রের স্বাস্থ্যকর বায়ু অবাধগতিতে এখানে আসিয়া থাকে।

সমুদ্রের প্রভাতসমীর সেবনে আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, কি অবোধ আমরা ;—দিন আরম্ভের এই শুভ মুহূর্ত্তগুলি ঘুমঘোরে শয্যায় কাটাইয়া দিই। প্রভাতবায়ুর ন্যায় স্বাস্থ্যের বন্ধু, পীড়ার ঔষধ, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক আর কিছু আছে কি না জানি না! কিন্তু আমরা

এমনই অবোধ,—এতই অজ্ঞ যে, জানিয়া শুনিয়াও আলস্যবশে প্রকৃতি-দত্ত এই অমূল্য ধনে শাপগ্রস্তের ন্যায় বঞ্চিত থাকি। আমরা এমনই বিকৃতবুদ্ধি বিশিষ্ট যে, প্রকৃতিদেবী উদার হস্তে যাহা আমাদিগকে বিতরণ করিতেছেন, তাহা লই না, পক্ষান্তে যাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধ, তাহাই জোর জবরদস্তি করিয়া লইয়া চির রুগ্নাবস্থায় জীবনীশক্তি হারাইতেছি!

প্রভাত বায়ুর বিশেষতঃ স্বাস্থ্যকর স্থানের প্রভাতবায়ুর শক্তি অসাধারণ! সমস্ত রজনী বিনিদ্র নেত্রে অতিবাহিত করিয়া, ক্লান্ত শ্রান্তদেহে উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রভাত বায়ু কিয়ৎ পরিমাণে সেবন করুন, শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হইয়া নূতন শক্তি আনিয়া দিবে। রজনীর অবসান, চন্দ্রদেব আকাশের গায়ে লুকাইয়া পড়িতেছেন,—উষার পশ্চাতে দিবা ধীরে ধীরে পৃথিবীতে পা বাড়াইবার উপক্রম করিতেছেন,—সূর্য্যদেব জগতে প্রকাশ হইবার জন্য আকাশের গায়ে উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন, কিন্তু তাঁহার রক্তিমচ্ছটা এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে। বিহঙ্গকুল এক একবার উষাগীতি গাহিতেছে, আবার নিস্তব্ধ হইতেছে; উষা বায়ু এক একবার স্বন্ স্বন্ শব্দে বহিতেছে, আবার যেন আনন্দ আবেশে লতায়, পাতায়, ফুলে ঢলিয়া পড়িতেছে! আহা! বল দেখি—সুদীর্ঘ অহোরাত্রের মধ্যে এমন মনোমুগ্ধকর সময় আর আছে কি? একদিকে দিবা, অন্যদিকে রজনী, এমন শুভক্ষণ অহোরাত্রের মধ্যে হয় কি? এই শুভক্ষণে—মনোমুগ্ধকর সময়ে বেড়াইতে বেড়াইতে সেকাল ও একালের কথা মনে পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলাম, হায়! কোথায় গেল আমাদের সেকাল? সেকালে বিহঙ্গগণের উষাগীতির সঙ্গে সঙ্গে বেদগানে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিত;—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঠিক এই সময়ে ওঁকার ধ্বনিতে বৃক্ষ লতা পাতা কাঁপাইয়া তুলিতেন, আর তাঁহাদেরই বংশধর আমরা এমন অমূল্য সময় আলস্যে—আবেশে, ঘুমঘোরে শয্যায় পড়িয়া কাটাইয়া দিতেছি! আমরা যে সেই প্রশান্তহৃদয় ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণের সন্তান, এ কথার পরিচয় দিতে লজ্জা করে। আমরা গর্ব্বভরে এখন কাহাকেও পরিচয় দিতে পারি না যে, আমরা ব্রাহ্মণ—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশধর!

আমাদের ঋষিতুল্য পিতৃ-পিতামহগণ অতিপ্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শয্যায় উপবেশন করিয়া সহস্রদল পদ্মাদির চিন্তা করিতেন,—ভগবানের নাম গানে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিতেন। তৎপরে শৌচাদি ও

প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে দেবপূজার জন্য পুষ্পচয়নে বহির্গত হইতেন। প্রত্যুষের এই পুষ্পচয়নে তাঁহাদের প্রাণ স্বাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং পুষ্পচয়নচ্ছলে প্রত্যুষ-বায়ুর মধুময় তেজ সংগ্রহ করিতেন। প্রত্যুষ-বায়ুর যে কিরূপ বল, পুষ্টি, আয়ু ও ত্রিদোষনষ্টকারী তেজ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন ;—তাই তাঁহারা প্রত্যুষ-বায়ুর অসংখ্য গুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এমনই তাঁহাদের হতভাগ্য বংশধর যে, প্রত্যুষ-বায়ুর কত মধুময় গুণ তাহা জানি না, অথবা জানিবার চেষ্টাও কখন করি নাই। প্রত্যুষকালের পৃথিবীর ধূলি মধুসিক্ত, সমীরণ মধুময়, পুষ্প মধুভরা, বৃক্ষ-লতাদির মধুসিক্ত সমীরণ ত্রিদোষঘ্ন এবং বল পুষ্টি ও আয়ুবর্দ্ধক।

ভাবিলাম, আমরা আমাদের সেই পিতৃ-পিতামহগণের কেবল সুখ-সম্পদে বঞ্চিত নহি, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া এই প্রাকৃতিক ঔষধ সেবনেও বঞ্চিত রহিয়াছি। আমরা চিররুগ্ন, ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও অস্থি-কঙ্কালসার হইব না ত আর কে হইবে? যে প্রভাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বেদগানে চারিদিক মুখরিত করিতেন, সেই উজ্জ্বল প্রভাতে ঘুমঘোরে আমরা নাসিকাধ্বনি করি। যে সুন্দর উষায় তাঁহারা প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপনান্তে ভগবানের নামগানে বিভোর হইতেন, সেই উষাকাল অতীতে শয্যায় শুইয়া ঘুমঘোরে লালাপূর্ণ মুখে চা পান করিতে করিতে বিলাতী বিস্কুট চর্ব্বণ করি। দেবালয়ে দানবের নৃত্য,—ধর্ম্মের ঘরে অধর্ম্মের সৃষ্টি, ঋষির তনয় হইয়া কষাইএর দাস আর কাহাকে বলে?

স্নিগ্ধ উষার বায়ুতে প্রাণ উৎফুল্ল—হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। সুদূর অতীতের, বিস্মৃতির আঁধার গহ্বর হইতে কত কথা তাড়িতবেগে ছুটিয়া আসিয়া হৃদয়ে ধাক্কা দিতে লাগিল! ভাবিলাম, আমরা কি হইয়াছি! ব্রাহ্মণ ঋষির সন্তান হইয়া চণ্ডালেরও অধম হইয়াছি! অনেক পুণ্যবলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কর্ম্মগুণে সকলই হারাইলাম। জানি না, অনন্ত কাল-স্রোতে কত জন্ম-জন্মান্তর আমাদিগকে ঘুরিতে হইবে! ভাবিতে ভাবিতে মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিল,—কঙ্করপূর্ণ বালুকারাশির উপর বসিয়া পড়িলাম, ক্ষণেকের তরে আমার যেন বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গেল।

"আসুন বাবু এই দিকে, বাসায় যাইয়া বিশ্রাম করিবেন।"

আমার শয্যার উপকরণ ও পোর্টম্যান্ট মস্তকে লইয়া একজন ভৃত্য

আমার পশ্চাতে আসিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিল। ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া আমি একটু লজ্জিত হইলাম। কলিকাতা হইতে আগত একজন ভদ্রবেশধারী বাঙ্গালী বাবু কঙ্করমিশ্রিত ধূলার উপর বসিয়া! ভৃত্য কি মনে করিবে? বস্ত্রের ধূলা ঝাড়িয়া ভৃত্যের পশ্চাতে পশ্চাতে ম্যানেজার বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বের চিন্তাস্রোত কোন্ দিকে লীন হইয়া গেল।

যাঁহার বাসায় আজ অতিথি, তিনি যে কিরূপ ধরণের লোক প্রথম আলাপে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইটুকু মাত্র বুঝিলাম যে, লোকটী নিরহঙ্কারী। যে বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম, সেই বাসাটী রেলওয়ে কোম্পানির নির্ম্মিত, জি, এফ, কেল্‌নার কোম্পানি কর্ত্তৃক অধিকৃত, বর্ত্তমানে ম্যানেজার বাবুর দখলীকৃত। বাসার যে গৃহখানিতে গিয়া উপবেশন করিলাম, সেইখানিতে তিনখানি খাটিয়াপাড়া এবং খাটিয়ার উপর শয্যা বিছান রহিয়াছে। গৃহস্থালির উপযুক্ত দুই চারিটি জিনিষ গৃহখানিতে যাহা ছিল তাহা অসংলগ্নভাবে স্থাপিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! বুঝিলাম, এ গৃহে লক্ষ্মী নাই! যাঁহার গৃহে আজ আমি অতিথি, তিনি লক্ষ্মীছাড়া! সুতরাং ক্ষণেকের তরে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিলাম, এইবার বিদেশে বিঘোরে পড়িলাম। হিন্দুর ঘরে স্ত্রীই গৃহলক্ষ্মী! গৃহলক্ষ্মীগণ অতিথি-অভ্যাগত ও কুটুম্বের সমাদর যেরূপ করিতে জানেন ও পারেন, জগতের মধ্যে আর কোন জাতি ইঁহাদের সমকক্ষতা করিতে পারে কি? মাতার ন্যায় স্নেহ-যত্নে,—রন্ধনে-পরিবেশনে আর কোন জাতির রমণীগণ ইঁহাদের সমান গৌরব এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন নাই! ইঁহারা বালিকাকালেই "সেঁজুতি" "পুণ্যিপুকুর" প্রভৃতি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন, অতিথি-সেবা পরম ধর্ম্ম, দেবসেবা অতিথি-সেবা একপর্য্যায়ভুক্ত। বিদেশীয় শিক্ষা প্রভাবে এই সেবা-ধর্ম্মের প্রভাব একটু হীনপ্রভ হইলেও এখনও যাহা আছে জগতে তাহা আর কোথাও নাই। এমন স্ত্রী-রত্ন যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার অর্দ্ধেক অঙ্গ নিষ্ক্রিয়, গৃহ লক্ষ্মীহীন, পুরুষ লক্ষ্মীছাড়া। তাই হরিসাধক বাবুর অবস্থা ভাবিয়া মনে মনে বলিলাম, আজ আমি লক্ষ্মীছাড়া গৃহে অতিথি।

আমার চিন্তা কতকটা কার্য্যে পরিণত হইল। মনে হইল, ইহা বুঝি সতীলক্ষ্মীর অভিশাপ! একেই আমার অসুস্থ শরীর, তদুপরি গাড়ীতে

রাত্রিজাগরণ ও হিমভোগে জরাক্রান্ত হইলাম। কেবল চা ব্যতীত সে দিন আমার ভাগ্যে আর কিছুই ঘটিল না !

হরিসাধক বাবুর কথাবার্ত্তা ও ভাব-ভঙ্গীতে বুঝিলাম, সত্য সত্যই ভদ্রলোকের অর্দ্ধেক অঙ্গটা মুচ্‌ড়াইয়া নত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ভদ্রলোক বাহিরে সেটা কাহাকেও দেখিতে দেন নাই। কিন্তু আমি ভুক্তভোগী, একবার আমারও অর্দ্ধেক অঙ্গটা মুচ্‌ড়াইয়া নত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং আমার চক্ষে তিনি ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। মনে মনে ভগবানকে বলিলাম, হে ভগবান! আমার ন্যায় যেন সকলেরই দ্বিতীয়ার মন্ত্রৌষধ গুণে ব্যথাস্থান আরোগ্য হইয়া অঙ্গটা খাড়া হইয়া উঠে, অচিরে হরিসাধকবাবুরও তাহাই হউক ! আমরা বন্ধুবান্ধব দেখিয়া সুখী হই।

বেলা ১১টার সময় হরিসাধক বাবু আমাকে লইয়া রেলওয়ে পুলিসের সব্-ইন্‌সপেক্টার বাবু ও রেলওয়ে হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপ করাইবার জন্য লইয়া গেলেন। ইঁহারা উভয়েই বাঙ্গালী। ডাক্তার বাবুটী অতি অমায়িক ভদ্রলোক, সুচিকিৎসক এবং পণ্ডিত। রেলওয়ে হাঁসপাতালের গুরুভার ইঁহারই উপর ন্যস্ত। সর্ব্বক্ষণই তিনি হাঁসপাতালের কার্য্যে ব্যস্ত, তত্রাচ তিনি এক একবার হরিসাধক বাবুর বাসায় আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। ডাক্তার বাবুর অমায়িক মধুর চিত্রটি প্রবাসের স্মৃতিরূপে এখনও আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে।

হরিসাধকবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, খুরদা-রোড দেখিবার তদ্রূপ কিছুই নাই। এখান হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে সহর। গোযানে যাইতে হয়। সেখানে দোকান, পশারি ও বাজার ইত্যাদি আছে। হরিসাধক বাবু সহর দেখাইবার বন্দোবস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সময়াভাবে আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। তবে অনুমানে বুঝিলাম, খুরদা সহর কেবল কয়েকখানি দোকান, পুলিশষ্টেসন ও বাজারের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং সহর দেখিতে না পাওয়ায় আমার মনে ক্ষোভের উদয় হয় নাই।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়ে খুরদা রোডের হাট দেখিতে গেলাম। হাটটি ষ্টেসন হইতে অধিক দুর নহে। হাটের ক্রেতা, বিক্রেতা, দোকান, পশারি সকলই আমার চক্ষে অভিনব বলিয়া বোধ হইল। ছোট ছোট গরুর গাড়িগুলিতে চাষীরা আলু, পিঁয়াজ প্রভৃতি হাটে বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। গরুগুলি অতি ক্ষুদ্রকায়। স্ত্রী, পুরুষ, ক্রেতা, বিক্রেতা সকলেই

উঠে। কেবল আমরা "হংস মধ্যে বক যথা" দুইটি বাঙ্গালী! পিঁয়াজ ও পক্কবীজপূর্ণ বার্ত্তাকুই হাটের সর্ব্বস্ব। ছোট ছোট কিচির মিচির শব্দ হইতে হাটে একটা বিরাট গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যার সুদূর নিভৃত পল্লীর এই নিভাঁজ উড়িয়াভাষা আমি আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। একটি উড়িয়া গায়ক ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র লইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম দেহে চিৎকার শব্দে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে। কেহ একটী পিঁয়াজ, একটী কীটদষ্ট ক্ষুদ্র বার্ত্তাকু ভিক্ষা দিতেছে। গায়ক প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া চিৎকার ও নৃত্যের পর একটী পিঁয়াজ অথবা কীটদষ্ট পক্কবীজ-পূর্ণ বার্ত্তাকু পাইল; তাহাতেই তাহার কত আনন্দ! গায়কের গানের মর্ম্ম আমরা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও তাহার সেই একটানা উড়িয়া সুর আমার বড় ভাল লাগিল। গায়ক যখন আমাদের নিকট চারিটি পয়সা পুরস্কার পাইল, তখন তাহার মুখের ভাব ও গলার সুর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার মুখে ও ললাটের শিরাগুলি আনন্দে স্ফীত, স্ফূর্ত্তিভরে পূর্ণ উৎসাহে নৃত্য ও গুপিযন্ত্রের সুর পঞ্চমে উত্থিত হওয়ায় তাহার আনন্দের পরিমাণ কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। আমাদের বাসায় প্রত্যাগমন সময়ে সেইরূপ পঞ্চমসুরে গীতবাদ্য করিতে করিতে সে অনেকদূর আমাদের সঙ্গে আসিল। আমরা গায়ককে আরও চারিটি পয়সা দিয়া বিদায় করিলাম। সে সেদিন আশার অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল, হাটের দিকে আর ফিরিল না। অল্পে সন্তুষ্ট এই গায়ককে দেখিয়া প্রকৃতই আমি সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি ঘোষ

ইনি স্বনামধন্য পুরুষ, তেজস্বী, প্রতিভাশালী, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মেরুদণ্ড স্বরূপ, প্রকৃত কর্ম্মী, একনিষ্ঠ, দেশসেবক, কর্ম্মবীর অমৃতবাজার পত্রিকার স্বর্গগত সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের পুত্র। বঙ্গদেশে কেন—ভারতে এমন কেহই নাই, যিনি শিশির বাবুকে চেনেন না, যিনি তাঁহার অমিয়-নিমাই-চরিত বা লর্ড গৌরাঙ্গ পড়েন নাই।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাঁহার লর্ড গৌরাঙ্গ সমাদর লাভ করিয়াছে। পীযুষ বাবু পিতার উপযুক্ত পুত্র। এই অল্পবয়সে তিনি "অমৃতবাজারের" মত দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনের প্রায় অনেক কাজ নিজে সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

পীযুষ বাবু শৈশবে বড়ই রুগ্ন ছিলেন। পঞ্চম বর্ষে তাঁহার হাতে খড়ি হইলেও রুগ্নতার জন্য ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখা পড়া হয় নাই। যখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বর্ষ অতীত হয়, তখন তাঁহার Second Book (সেকেণ্ড বুক) পড়া আরম্ভ।

১৮৯৩ অব্দে আঠার বৎসর বয়সে অপূর্ণস্বাস্থ্যে পীযুষ বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, তাহাও ১৫ দিন মাত্র অধ্যয়ন করিয়া। আশ্চর্য্য নহে কি? আজ-কাল কয়জন স্কুলের ছাত্র এরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিতে পারেন?

যখন পীযুষ বাবুর বয়স পঞ্চম বর্ষ, তখন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। রাণাঘাটের বিখ্যাত স্বধর্ম্মনিরত জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর বাটীতে একবার স্বর্গীয় শিশির বাবু শুভাগমন করেন। পঞ্চম বৎসরের শিশু পীযূষকান্তিও তখন পিতার সঙ্গে ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভক্তবৃন্দ একত্রিত হইয়াছেন,—স্বর্গীয় শিশির বাবুর নামগানে সকলেই বিমোহিত, যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য; এমন সময় শিশির বাবু দেখিলেন, শিশু পীযুষকান্তি ছলছলনেত্রে একবার পিতার মুখের দিকে ও একবার খোলের দিকে চাহিতেছেন। পীযুষ বাবুর চক্ষু দিয়া কি যেন এক পবিত্র জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে! পিতা পুত্রের মনোভাব বুঝিয়া ইঙ্গিতে খোল-বাজাইতে অনুমতি দিলেন। কচিহাতে সুমধুর বোলে খোল বাজিতে আরম্ভ হইল; যেন কত দিনের শিক্ষা!—কত দিনের অভ্যাস! সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে শিশু পীযুষ কখন খোলে হাত দেন নাই।

পীযুষ বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন, তখন হইতেই তাঁহার অসাধারণ শক্তির বিকাশ আরম্ভ হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া কলেজের কার্য্যের মধ্যে নানারূপ অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দর্শন করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় পত্রপ্রেরকের স্তম্ভে সেই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ লিখিতে আরম্ভ করেন। এখন হইতে তাঁহার পত্রিকায় লেখা আরম্ভ। সেই সকল লেখার ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল উল্লিখিত দোষ ও ত্রুটিগুলি অচিরে সংস্কার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু অনুসন্ধান পূর্ব্বক লেখককে বাহির করিয়া যখন অবগত হইলেন যে, লেখক তাঁহারই কলেজের ছাত্র, তখন তিনি মনে মনে কেবল যে আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার কলেজের ছাত্রের ইংরাজীরচনার পারিপাট্য দর্শন করিয়া পীযুষ বাবুকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই দিনই তিনি পীযুষ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "অভাব অভিযোগের বিষয় আমার গোচর করিও, "অমৃত বাজারে" লিখিও না! পীযুষ বাবুও ক্ষান্ত হইলেন।

পীযুষ বাবু ১৮৯৬ সালে জেনারল এসেম্বলি হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁহার বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই সময় এরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহাতে পীযুষ বাবুর প্রতিভা-শক্তি লোক-লোচনের সম্মুখে জাহির হইয়া পড়ে।

১৮৯৬ সালে ঝালোয়ার মহারাজা সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁহার রাজ্য-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র প্রস্তুত করিয়া বিলাতে পাঠাইবার জন্য মন্ত্রিবর্গ আসিয়া তেজস্বী শিশিরবাবুকে ধরেন। শিশিরবাবু চিরদিনই বিপদাপন্ন ও আর্ত্তের সহায় ছিলেন। এই কার্য্যের ভার লওয়া তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু তাঁহার সময় যে কত অল্প, পরোপকার প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন না। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান পীযুষবাবু পিতার অনুমতি লইয়া এই ভীষণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। পীযুষবাবুর "অমৃতবাজারে" সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই আরম্ভ। সে সময় ঝালো-য়ার মহারাজের সিংহাসনচ্যুতি সম্বন্ধে আন্দোলন, যিনি "অমৃতবাজারে" পাঠ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন, উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান পীযুষবাবুর প্রতিভা ও শক্তির উন্মেষ কিরূপে ঘটিতেছিল।

ইহার কিছুদিন পরে সুবিখ্যাত "আনন্দবাজার" পত্রিকা বাহির হয়। এই পত্রিকার ভার সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান "আনন্দবাজারের" সর্ব্বস্ব সরলহৃদয় ধীমান্ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ও পীযুষবাবুর উপর পড়ে। ইহাঁদের দুই জনের শক্তি সামর্থ্য লাভ করিয়া "আনন্দবাজার" কিরূপ ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। "হিতবাদীর" সহিত যে "আনন্দ বাজারের" মানহানির মোকর্দ্দমা হয়, কলেজের ছাত্র পীযুষবাবুও তাহাতে আসামীশ্রেণীভুক্ত হন। কলেজের ছাত্র পীযুষবাবু কেন মানহানি মোকর্দ্দমায় আসামী হইলেন, ইহা লইয়া অনেকেই অনেক কথা কহিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহাকে আসামী করা অন্যায় হয় নাই। কারণ "আনন্দবাজারে" যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ—নানা অলঙ্কারে ভূষিত—অখণ্ডনীয় যুক্তিজালে জড়িত—তীব্র প্রবন্ধগুলি বাহির হইয়া ছল, পীযুষবাবুই তজ্জন্য বহু পরিমাণে দায়ী।

কলেজে অধ্যয়নকালে পীযুষবাবু কেবল "অমৃত বাজারে" লিখিতেন না এবং কেবল যে ইংরাজী রচনায় দক্ষ ও পারদর্শী তাহা নয়, তাঁহার বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনাও সেইরূপ সুন্দর। "আনন্দবাজারে" তিনি অনেকগুলি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, সেগুলি পড়িয়া অনেকেই তাঁহার গল্প অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯০০ অব্দে স্বনামধন্য স্বর্গীয় শিশিরবাবুর শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ স্থাপিত হয়। এই সমাজের সমুহ কার্য্যভার মনস্বী মৃণালবাবু ও পীযুষবাবুর উপর পড়ে। এই সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ ভার লইয়াও পীযুষবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ, পরীক্ষা দেন। কিন্তু ১৫ দিন পড়িয়া যেরূপ প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও না পড়িয়াই যেরূপ এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এবার তদ্রূপ পারিলেন না। কারণ অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের গুরুভার তাঁহার মস্তকের উপর তখন অর্পিত ছিল।

তাহার পর তাঁহার জমিদারী-বুদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। শিশির বাবুদের দেশে—যশোহর জেলায় অনেক জমিদারী আছে। নায়েব গোমস্তা দ্বারা জমিদারীর কার্য্য যখন ভালরূপ চলিতেছিল না এবং তহশীলাদিও তত্ত্বাবধান বিহনে যখন কমিয়া গিয়াছিল, সে সময় পীযুষবাবু জমিদারী দেখিবার ভার গ্রহণ করেন। জমিদারী দেখা ও সংবাদ-পত্র চালনা দুটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাজ। পীযুষবাবু চিরদিনই বুদ্ধিমান, কর্ম্মপ্রিয় ও

শ্রবণীল। যাহা জানা নাই, তাহা চিরদিনই যে জানা থাকিবে না, একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। যিনি আশৈশব কলিকাতা ও বৈদ্যনাথের জলবায়ুর মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তিনি সহসা পল্লীগ্রামের মধ্যে গিয়া প্রথমটা নিজেকে বিপন্ন মনে করিলেন, নায়েব গোমস্তাদের ডাকাইয়া কাগজ-পত্র দেখিতে আরম্ভ করিলেন। জমিদারী দেখা যতটা সহজ মনে করিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে ততটা সহজ মনে করিতে পারিলেন না। অনেক কথার অর্থই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তখন মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অদম্য অধ্যবসায় তাঁহাকে কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না। নায়েব গোমস্তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তেজস্বী পীযুষবাবু লজ্জিত হইলেন। নিজে যে জমিদারীর কার্য্যে অভিজ্ঞ নহেন, একথা কর্ম্মচারীদিকে জানিতে দিলেন না। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, জমিদারী সম্বন্ধে কোন বই আছে কি না? অনেক অনুসন্ধানে একখানি "জমিদারী-দর্পণ" নামক বই আনাইলেন।

সেদিন নায়েব গোমস্তা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, সমস্ত রজনীর মধ্যে সেই পুস্তকখানি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর জমিদারী লইয়া ৫০০ নং মোকর্দ্দমা করেন ও ডিক্রী পান। দু-একটীতে মাত্র তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছিল। যাঁহার মধ্যে প্রতিভা ও শক্তি থাকে, তাঁহার নিকট সকল কার্য্য বশ্যতা স্বীকার করে। পীযুষবাবু জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আর একটী ঘটনায় তাঁহার শক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় দিবে। মতিবাবু শিশিরবাবু তখন বৈদ্যনাথে থাকেন। তিনজন সব্-এডিটর মিলিয়া অমৃতবাজার চালাইতেছেন। পীযুষবাবু স্কুলে পড়েন, কলিকাতার বাটীতে আছেন। এই অবস্থায় একদিন কোনও অনির্দ্দিষ্ট কারণে, তিনজন সব্-এডিটর অনুপস্থিত হইলে, পীযুষবাবু সেদিন স্কুলে গেলেন না। পরদিন তাঁহার শক্তিতে পূর্ণ হইয়া অমৃতবাজার পত্রিকা বাহির হইল।

যাহার ভিতর ভগবান শক্তি দেন, তাহার সেই শক্তি অঙ্কুরেই প্রতিভাত হইতে থাকে। তাহা গিরিনিঃসৃত নদীর মত কোনও বাধা মানে না। পীযুষবাবু ব্যবসায়ী। ১৯০৫ সালে যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন স্বদেশী কাপড় দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় হইতে থাকে। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মূল্যাধিক্য বশতঃ দেশী কাপড় কিনিতে অপারক হন দেখিয়া,

শিশিরবাবুর অনুমতিক্রমে একটী স্বদেশীবাজার সংস্থাপন করেন। এখানকার হাউসওয়ালাদের নিকট কাপড়ের মূল্য অধিক দেখিয়া, জেদী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ পীযুষবাবু বম্বে চলিয়া যান। সেখানে প্রত্যেক মিল্‌ওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া "বর্ত্তমান আন্দোলনের সময় কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি করা কোনওমতে উচিত নয় বরং আমাদিগকে এ সময় সাহায্য করাই কর্ত্তব্য" ইহা বুঝাইয়া দেন এবং মিল্‌ওয়ালাদের নিকট হইতে বোম্বের দরে ডাইরেক্ট কাপড় আনাইবার বন্দোবস্ত করেন।

ধর্ম্মপরায়ণ পীযুষবাবু স্পিরিচুয়াল ম্যাগ্যাজিনে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেগুলি ভাবে, ভাষায়, যুক্তি-প্রমাণে ম্যাগাজিনের গৌরব ও সম্পদ বলিয়া সর্ব্বসাধারণে আদৃত হইয়াছে। একমাত্র এন এন্ ঘোষ তাঁহার Indian Nationএ স্পিরিচুয়েলিজম সম্বন্ধে যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি ভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ প্রবন্ধ আর কেহ বড় লিখিতে পারেন নাই। ৩৩ বৎসর বয়সেই পীযুষবাবু যে শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা তাঁহার জীবনের সকল ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতে না পারিলেও যে কয়টি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই তাঁহার চরিত্র যে, সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি পত্রিকা পরিচালনে যেমন পারদর্শী, জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিতেও তেমনি কর্ম্মকুশল; ব্যবসা-বুদ্ধিতেও তেমনি সুদক্ষ; ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তেমনি জ্ঞানী, সাধারণ ব্যবহারেও তিনি তেমনি সরল, মিষ্টভাষী, সদালাপী। পীযুষবাবু সম্বন্ধে উপোরক্ত যে গুণাবলী আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ব্যতীত একটি সুন্দর পবিত্র মহান্ গুণ তাঁহাতে আছে। তাঁহার হৃদয়খানি শিশুর ন্যায় সুন্দর ও সরল। বিন্দুমাত্র অহঙ্কার সে হৃদয়ে নাই। পরোপকার প্রবৃত্তির নির্ম্মল স্রোত সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে এরূপ ভাবে প্রবাহিত হইতেছে যে, সঙ্কীর্ণতা বা স্বার্থপরতা প্রতি মুহূর্ত্তে ধৌত হইয়া হৃদয়খানি মনুষ্যত্বের উচ্চ স্তরে উত্থিত হইতেছে। তিনি কত দীনের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়া তাহাদের বিধবা জননী-দের ত্রিসন্ধ্যায় আশীর্ব্বাদ অজানিত ভাবে মস্তকে গ্রহণ করিতেছেন। নিজ কার্য্যের ক্ষতি করিয়া উন্মুক্ত প্রাণে তিনি বন্ধুবান্ধবের উপকার করিয়া থাকেন। ব্যবসাক্ষেত্রে বা ধর্ম্মজগতে এরূপ যুবকের সংখ্যা

বিরল, তাই আজ আমরা পীযূষকান্তির পবিত্র জীবনের দুই একটি কথা "ব্যবসায়ীতে" আলোচনা করিলাম। তাঁহার জীবনের সব কথা আলোচনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। সুতরাং দুই একটি কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পরিলাম না। তাঁহার নিকট সমাজ—দেশ অনেক আশা করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের ও দশের নিয়ত মঙ্গল সাধন করিতে থাকুন।

একখানি পত্র।

(প্রাপ্ত)

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত "ব্যবসায়ী" সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

প্রিয় মহাশয়!

আপনার প্রেরিত গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসের দুইখানি "ব্যবসায়ী" প্রাপ্ত হইয়াছি। দুইখানিই আগাগোড়া পাঠ করিয়া যা-পর-নাই আহ্লাদিত হইলাম। ফাল্গুন সংখ্যার পত্রিকাখানি পাঠ করিতে করিতে আমার মনে হইতেছিল, যে দেশ সুজলাংসুফলাংমলয়জশীতলাংশস্যশ্যামলাং, সে দেশের লোক সামান্য দশ পনের টাকার চাকরীর জন্য এত লালায়িত কেন? কিন্তু পরক্ষণেই আপনার "ব্যবসায়ী" আমার সে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। দুঃখের বিষয়, যে দেশে আসিয়া পৃথিবীর সকল মহাদেশের ও সকল প্রদেশের লোকেরা বেশ দুই পয়সার সংস্থান করিয়া লইতেছে, সেই দেশের লোকেরাই দিন দিন উৎসন্নের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা, পৃথিবীর সকল জাতিকে ব্যবসায়ের ধারা শিক্ষা দিয়াছিল, আজ কি না তাহারাই সামান্য দশ টাকার চাকুরীর জন্য করিতে পারে না হেন কার্য্যই নাই!

আমার মনে হয়, বাঙ্গালী (হিন্দু মুসলমান) যতদিন তাহাদের ধর্ম্মের ও পূর্ব্বপুরুষদিগের আদর্শ ও শিক্ষানুযায়ী চরিত্রগঠন করিতে না পারিবে, ততদিন তাহারা কখনই জীবন্ত জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে না।

মঙ্গলময় বিধাতা দুইটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য মানবজাতির মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইটী শাখা সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষজাতি কায়িক পরিশ্রম করিবে, নিজের, সমাজের, দেশের ও সম্ভব হইলে সমুদায় পৃথিবীর

মানবের মঙ্গল চিন্তা ও উন্নতি চেষ্টা করিবে এবং স্ত্রীজাতি গৃহকর্ম্ম, সন্তান-পালন, সন্তানদিগের সৎশিক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থা, সংসারের উন্নতির পথে পুরুষদিগকে (পর্দ্দার অভ্যন্তরে থাকিয়া) যথাসাধ্য সাহায্য এবং সময় ও সুযোগ পাইলে পাঁচবাড়ীর মহিলারা একসঙ্গে বসিয়া পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা ও খোষগল্প করিবে। মাতামহী ও পিতামহীদিগের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা সংসারের আরও একটি কার্য্য করিতেন; তাহা চরকায় পাঁইজ বা সুতা কাটা।

অধুনা বাঙ্গালীর গৃহলক্ষ্মী ও কুলবধূরা চরকা ত' চিনেনই না, উপরন্তু "মিলের প্রস্তুত কাপড় 'একটু মোটা হইলে মূর্চ্ছা যান। যাঁহারা পুরুষ-জাতির শক্তি, তাঁহাদেরই যখন আজ এই অবস্থা, তখন আর আমাদের দুরাবস্থা হইবে না কেন, আমরা উৎসন্নে যাইব না কেন? এখন যদি পাঁচ বাড়ীর পাঁচটী মহিলা কোন সূত্রে একত্রিত হয়েন, তবেই তাঁহারা পর-নিন্দা—পরচর্চ্চা লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়েন।

যাহারা চাকরীর মায়ায় পল্লীগ্রামের ঘর বাড়ী ছাড়িয়া, কলিকাতায় বাস করিয়া দিন গুজরান করে, তাহারা এ কথা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, যে জমি তাহার বাড়ীর চতুস্পার্শে পতিত রহিয়াছে, যদি সামান্য একটা মজুর সঙ্গে লইয়া, তাহাতে রেড়ীর বীজ, কার্পাসের বীজ, আনারস, আদা, হলুদ, শুঠ প্রভৃতির চাস করা হয়, তাহা হইলে কি তাহাদের চাকরীর অপেক্ষা আয় অধিক হয় না?

দেশের যাঁহারা বড়লোক, তাঁহারা যদি ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য মন দেন, তাহা হইলে ত দেশের বিশেষ মঙ্গল হয়। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন না কেন জানেন? ভয়, পাছে তাঁহার গরীব প্রতিবেশীটীও তাঁহার সমকক্ষ হইয়া উঠে।

আপনি যে গুরুভার শিরে ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে বাধা বিঘ্ন অনেক। বুঝি বা কেবল মাত্র বাধা বিঘ্নের ভয়েই, এ কার্য্যে আজ পর্য্যন্ত কেহই অগ্রসর হয়েন নাই। আপনি যখন নামিয়াছেন, তখন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকুন। যদি আপনার চেষ্টায় বাঙ্গালী জাতি একটু মোড় ফিরিয়া দাঁড়ায়, এ জাতির উন্নতি অনেকটা আশা করা যায়।

আগামী মাসে ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

নিবেদক—আবদুল গফুর।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য-সংবাদ—চৈত্র ১৩১৮, পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের উপদেশানুসারে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। হাওড়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদকীয়ের মধ্যে "অনন্ত নামরূপ" 'বর্ণনার অতীত' 'নামরূপ দ্বন্দ্ব' বেশ সারগর্ভ-তত্ত্বে পরিপূর্ণ। মাসিকের পাতা উল্‌টাইয়া প্রায় এমন সারকথা দেখিতে পাওয়া যায় না। "পৃথিবীর ইতিহাস" সৃষ্টিতত্ত্ব একটী সারগর্ভ উপাদেয় রচনা. এবার ভূতত্ত্বালোচনা হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে সৃষ্টিসম্বন্ধে বিবিধ তথ্য অবগত হওয়া যায়, এ কথা বলিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই। এ বিষয়ে প্রাচীনকালের সহিত আধুনিক যুগের পণ্ডিতগণের মত, প্রমাণ, আলোচনা, তর্ক-যুক্তির সাহায্যে মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং যতদূর সম্ভব, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও ইতিহাস প্রভৃতির ভিতর দিয়া পৃথিবীর সকলজাতির মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। সেগুলি জানিতে সকলেরই কৌতুহল উদ্দীপ্ত হয়, সুতরাং প্রবন্ধটী সকলের পড়া উচিত। 'তুমি' শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ, লিখিত। লেখক যাহা বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। "সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বদর্শী ভগবানকে সামান্য একজন মানব অপেক্ষা তৃণ জ্ঞান করিতেছি" এ কথায় কতটা সার্থকতা আছে বলিতে পারি না। সকল মানুষকে দুই একজন নাস্তিকের ধারণার উপর দিয়া বিচার করা সঙ্গত নয়। মোহ আবরণ সময় সময় অনেক অলীক কল্পনা আনয়ন করে সত্য, কিন্তু তাহার উপর কোনও কথা বলা বা যুক্তিপ্রদর্শন চলে না। মেঘ অপসারিত হইলেই সূর্য্যরশ্মি আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। লেখকের ভাষার দিকে দৃষ্টি থাকা বিশেষ আবশ্যক।

'পারস্যের ইতিহাসের এক অঙ্ক' শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দের সরস রচনা মন্দ নয়।

"শিবরূপ" শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের কবিতা। মন্দ নয়, তবে অনেকগুলি মিল এক হইয়া পড়িয়াছে—'উঠেছে জাগি' 'উঠেছে জাগি' 'লাগিছে ভালো' 'বাসিনু ভালো' ইত্যাদি সম্পাদকের এ মিলগুলি দেখিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

'নিরক্ষর কবি'—শ্রীজয়কুমার বর্দ্ধন রায় লিখিত। সুন্দর প্রবন্ধ, এরূপ গান

বঙ্গভাষায় যত অধিক প্রকাশিত হইবে ততই ভাষার সম্পদ বাড়িয়া যাইবে।

'চিতোর গড়' শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মজুমদার রচিত। ভ্রমণকাহিনী বড় ছোট, কিছুই বলা হয় নাই। এতটুকুতে আকাঙ্ক্ষা মেটে না। 'ভুলা-খেলা' (গল্প) বড় সাময়িক। কিন্তু ছোট গল্পের আর্ট ইহাতে মোটেই নাই। আখ্যান-ভাগও তত ভাল নয়। তবে সময়োপযোগী বলিয়া অনেকে পড়িবেন। মোটের উপর, সাহিত্য-সংবাদ মন্দ হইতেছে না।

অর্চ্চনা—চৈত্র, ১৩১৮। শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল, ও শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য এক টাকা চারি আনা।

"গিরিশচন্দ্র" ক্রমশ প্রকাশ্য, বেশ হইতেছে। "পিশাচ পিতা"—শ্রীপাঁচ-কড়ি দের লিখিত—ভাল লাগিল না।—বড় অস্বাভাবিক। 'হংকঙ'—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম—অনেক জানিবার বিষয়ে পরিপূর্ণ, বেশ লাগিল! বাকিটুকু জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। 'মানব-বন্দনা' কবিতা, কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের রচনা। কবিতাটি ইতিমধ্যেই একাধিক মাসিকে স্থান পাইয়াছে। সুন্দর মধুর। বহুদিন এমন কবিতা পড়ি নাই। 'শোক সঙ্গীত' শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার রচিত। বিহারী বাবু কবি—গান রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত—এ সঙ্গীতগুলি বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। "বিষ্ণু সংহিতার দণ্ডবিধি" বেশ চলিতেছে। "কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি" ও 'উত্তর'—কবিতা দুটী একসঙ্গে প্রকাশিত হওয়ায় যেন কবির লড়াই হইয়াছে।

মানসী—ফাল্গুন, ১৩১৮। ৪র্থ ভাগ, ১ম সংখ্যা—প্রথমেই দশরথ ও কৈকেয়ীর ত্রিবর্ণ চিত্র—ছবির ছাপা তত ভাল হয় নাই। শ্রীগিরীন্দ্র-মোহিনী দাসীর 'ভবিষ্যৎ' কবিতা মন্দ নয়। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফীর 'বর্ষ-বর্ত্তন'—ইহাতে ব্যোমকেশ বাবু গত বৎসরের মানসীর একটী ধারাবাহিক সমালোচনা করিয়াছেন, পড়িতে আগ্রহ হয়। "কোকিল"—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা। ফাল্গুনমাসে কোকিলের ডাক মন্দ লাগে না, কিন্তু অজস্র কুহু কুহু, বড় কাণে বাজে, তাহার উপর ফাল্গুনের কাগজ বৈশাখে কোনমতেই শোভন নয়। 'মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজসভা' শ্রীগুরুদাস সরকারের নাটকাকারে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্তের

"নাট্য সমালোচনা"।—ইনি রবিবাবুর অচলায়তন নাটকখানিকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, নাটকখানি পাঠ করিয়া গোঁড়া হিন্দুর মনে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি শ্লেষ এরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বাস্তবিক ঐরূপ কোন উদ্দেশ্য লইয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে, রবীন্দ্রবাবু নিজে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করা প্রয়োজন। সেদিন আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত রবীন্দ্র সন্দর্শনে গিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে অচলায়তনের কথা উঠিলে, তিনি বলিলেন যে, "এই নাটকে তিনি কোন ধর্ম্ম বা সমাজের উপর কটাক্ষপাত করেন নাই।" লেখকের যুক্তি পড়িয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। তাঁহার মতে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কোনরূপ মত বা ধারণা করিবার ক্ষমতা পাঠকের নাই। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার অগ্রজের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে, কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই এ ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ ও সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, লেখক হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। আমরা কিন্তু তাঁহার এ মৌলিক যুক্তির পোষকতা করিতে পারিলাম না। তবে তিনি যে, ইনামের লোভে বা যশের আশায় রবীন্দ্রনাথের ওকালতি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধে বেশ বুঝা যায়। প্রতিভা থাকিলে আপনি জাহির হইবে, কাহারও লাঙ্গুল ধরিয়া উঠিবার প্রয়োজন হইবে না।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন কাঙ্গাল হরিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী সুরু করিয়াছেন। ধার্ম্মিক, তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী কাঙ্গালের জীবনকথা পড়িতে পড়িতে হর্ষে বিষাদে যুগপৎ আত্মহারা হইতে হয়। আশা করি, জলধর বাবু কাঙ্গালের অমূল্য সঙ্গীতগুলিও এই সঙ্গে প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের তৃপ্তি ও আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "মহম্মদপুরের উপকণ্ঠ" উল্লেখযোগ্য। সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হিসাবের খাতা" ছোট গল্প। সুবোধ বাবু ভ্রাতৃস্নেহের অত্যুজ্জ্বল চিত্র ইহাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রতিদিনের ঘটনা লইয়া গল্পটী রচিত হইলেও লিপিকুশলতায় বেশ সুন্দর হইয়াছে।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "সাহাজাদা খসরু" একটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস—বড় হোমিওপ্যাথিক ডোসে চলিয়াছে—ফাল্গুন মাসের কথা, শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা সুন্দর হইয়াছে। শ্রীগৌরহরি সেনের 'নিদর্শন'—বেশ চলিতেছে, তবে তিনি কেবল রবিবাবুর রচনারই নিদর্শন লিখিতেছেন। ভবিষ্যতে এ ব্যাধি সংক্রামক না হইলেই মঙ্গল।

বাণিজ্য সংবাদ।

১৯১১-১২ সালে ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা মূল্যের চা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩৯ লক্ষ টাকার বেশী চা বিদেশে গিয়াছে।

১৯১০-১১ সালে ১৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানি হইয়াছিল, ১৯১১-১২ সালে ২০ কোটি টাকার পাট রপ্তানি হইয়াছে।

কয়লার রপ্তানিও কমিয়াছে। ১৯১০-১১ সালে ৭৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার কয়লা গিয়াছিল কিন্তু গত বৎসর ৭১ লক্ষ টাকার কয়লা রপ্তানি হইয়াছিল।

আফিংএর রপ্তানি এক বৎসরে ১০ কোটি ৬১ লক্ষ হইতে ৬ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

সাহিত্য সংবাদ।

"ভারতচিত্র", সাপ্তাহিক সংবাদপত্র শীঘ্রই বর্দ্ধিত আকারে ২৫।২ নং তারক চাটুর্য্যের লেন হইতে প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ইহাতে লিখিবেন। এক্ষণে যাঁহারা বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহারাই বিনামূল্যে একখানি গ্রন্থ উপহার পাইবেন।

"ব্যবসায়ীর" নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে ব্যবসায়ী ৫০০০ হাজার ছাপা হইলেও আমরা যেরূপ সাধারণের সহানুভূতি পাইতেছি, তাহাতে শীঘ্রই আমরা ২০,০০০ হাজার করিয়া মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইব।

২। ব্যবসায়ী অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। প্রতি গৃহে "ব্যবসায়ী" প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছি। আগামী আষাঢ় মাস হইতে "ব্যবসায়ী" অতি বৃহৎ আকারে নব সাজে সজ্জিত হইয়া বাহির হইবে। সুতরাং আষাঢ় মাস হইতে "ব্যবসায়ীর" মূল্য বৃদ্ধি হইবে। যাঁহারা আষাঢ় মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য ২৲ টাকা দিয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা এই মূল্যেই এক বৎসর "ব্যবসায়ী" পাইবেন। অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অথবা ভিঃ পিতে" ব্যবসায়ী" পাঠাইতে না লিখিলে, কাহাকেও কাগজ দেওয়া হয় না।

৩। গ্রাহক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ৴১০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে একখানি "ব্যবসায়ী" বিনামূল্যে পাঠান হয়।

৪। কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে টিকিট সহ পত্র লিখিতে হয়। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

৫। "ব্যবসায়ী" প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহক-বর্গের নিকট প্রেরিত হয়।

৬। চিঠি-পত্র, টাকা-কড়ি সমস্তই ম্যানেজারের নামে এবং প্রবন্ধ ও সংবাদাদি "সম্পাদক ব্যবসায়ী" এই নামে পাঠাইতে হয়।

৭। "ব্যবসায়ীর" কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্পাদক নাই। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যবসায়ীর অজস্র মূলধনে ও সংবাদ পত্র পরিচালনায় অভিজ্ঞ কয়েকজন মহানুভবের চেষ্টায় "ব্যবসায়ী" সম্পাদিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে; কাজেই ব্যবসায়ীতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী প্রচলিত মাসিক পত্রিকাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইবে।

৮। "ব্যবসায়ীর" গ্রাহকদের কর্ম্মখালি ও পাত্র-পাত্রীর সংবাদ ব্যবসায়ীতে বিনামূল্যে একবার মাত্র মুদ্রিত হয়।

৯। "ব্যবসায়ীতে" বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতিবার প্রতি পেজ ১০৲ টাকা, অৰ্দ্ধ পেজ ৬৲ টাকা, সিকি পেজ ৪৲ টাকা। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত কাহারও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

১০। কোন ব্যক্তি ব্যবসা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে। কিন্তু প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

১১। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন, কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই।

১২। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ—"ব্যবসায়ী"।
১১৪ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed by H. P. Bannerjee, at the BANI PRESS.
63, Nimtola Ghat Street, Calcutta.
1912.

সূচীপত্র।

"ব্যবসায়ী"র নিয়মাবলী।

১। আমরা যেরূপ সাধারণের সহানুভূতি পাইতেছি, তাহাতে শীঘ্রই আমরা ২০,০০০ হাজার করিয়া মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইব।

২। ব্যবসায়ীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। প্রতি গৃহে "ব্যবসায়ী" প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছি; এইজন্য যাঁহারা ৺পূজার মধ্যে গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা "ব্যবসায়ী"র মূল্য ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ৵৹, মোট ১৷৵৹ আনাতেই এক বৎসর ব্যবসায়ী পাইবেন। স্মরণ রাখিবেন, ৺পূজার পর কেহ আর ১৷৵৹ আনাতে ব্যবসায়ী পাইবেন না।

৩। গ্রাহক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে একখানি "ব্যবসায়ী" পাঠান হয়, কিন্তু "ব্যবসায়ী"র মূল্য স্বরূপ ৵৹ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইতে হয়।

৪। কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে টিকিট সহ পত্র লিখিতে হয়। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

৫। "ব্যবসায়ী" প্রতি মাসের শেষে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরিত হয়।

৬। চিঠি-পত্র, টাকা-কড়ি সমস্তই ম্যানেজারের নামে এবং প্রবন্ধ ও সংবাদাদি "সম্পাদক ব্যবসায়ী" এই নামে পাঠাইতে হয়।

৭। "ব্যবসায়ী"র কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্পাদক নাই। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যবসায়ীর অজস্র মূলধনে ও সংবাদ-পত্র পরিচালনায় অভিজ্ঞ কয়েকজন মহানুভবের চেষ্টায় "ব্যবসায়ী" সম্পাদিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে; কাজেই ব্যবসায়ীতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী প্রচলিত মাসিক পত্রিকাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইবে।

৮। "ব্যবসায়ী"র গ্রাহকদের কর্ম্মখালি ও পাত্র-পাত্রীর সংবাদ ব্যবসায়ীতে বিনামূল্যে একবার মাত্র মুদ্রিত হয়।

৯। "ব্যবসায়ী"তে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে ১ বৎসরের চুক্তিতে প্রতিবার প্রতি পেজ ৫৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত কাহারও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

১০। কোন ব্যক্তি ব্যবসা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে। কিন্তু প্রবন্ধ সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

১১। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন, কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই।

১২। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ—"ব্যবসায়ী"।
১।৪ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাসিক-পত্রিকা।

প্রথম বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩১৯। [নবম সংখ্যা।

উপস্থিত কর্ত্তব্য।

আমাদের ভারতভূমি চিরদিন রত্নপ্রসূ। ভারতের রত্ন-ভাণ্ডার চির দিন অক্ষয়, চিরদিন ধনধান্যে পরিপূর্ণ, তাই ভারতকে কত সময়ে কত বিদেশীয় শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। আফ্গানিস্থান, পারস্য, তাতার, আরব, সিথিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশ হইতে কত সময়ে কত বিদেশী রাজন্যবর্গ আসিয়া ভারতভূমিকে শোণিতে প্লাবিত করিয়া ইহার অমূল্য ধনরাজি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তুর্কিস্থান হইতে মোগল আসিয়াছিলেন—তাঁহারা ভারতের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থানেই চির বসবাস করিয়াছিলেন। মোগল-সম্রাটদিগের সময়েও ভারতের অবস্থা অতি উন্নত ছিল। তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবাসী তখনও নিজ নিজ জাতীয় কার্য্য করিতেন, এখনকার মত ভারতবাসী তখন নিজকর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। এখনকার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিগতস্বার্থ, পরস্পরের প্রতি হিংসা, আত্মবিচ্ছেদ ও জাতীয় জীবনের অভাব তখনও ভারতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। তখনও ভারতবাসী নিজ নিজ ব্যবসায় ও শিল্প-কার্য্যাদিতে নিযুক্ত ছিলেন।

তারপর বর্ত্তমান যুগ আসিল। ইংরাজ আসিয়া ভারতকে চির অধীনতা-

Printed by H. P. Bannerjee at the "BANI PRESS."
63. Nimtola Ghat Street, Calcutta. 1912.

নিগড় ও অন্যান্য নানাবিধ অসুবিধা হইতে বিমুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দেশ হইতে আনীত শিল্পকলাদির সমধিক প্রচলনে ক্রমে ক্রমে ভারতের সুকুমার শিল্প সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। প্রতিযোগীতায় দেশীয় শিল্প বৈদেশিকের নিকট দাঁড়াইতে পারিল না। কর্ম্মবিহীন হইয়া ভারতবাসী ক্রমে অলস হইল, তার পর বিলাসিতা আসিয়া একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ইহার ফলে এখন "অন্নচিন্তা ভয়ঙ্করী" সকলেরি চিন্তার মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতবাসীর উপস্থিত কর্ত্তব্য কি—এই প্রশ্ন এখন সকলেরই মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছে। সকলেই চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে, স্বস্ব অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে ব্যবসা ও বাণিজ্য অবলম্বন করা ভিন্ন আর অন্য কোনও উপায়ই ভারতবাসীর পক্ষে উন্মুক্ত নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া, আইনের সেবায় শরীর পাত করিয়া, কেরাণীগিরি করিয়া জীবন অতিবাহিত করিলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না এবং কোনও জাতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। মহাত্মা Hume বলেন যে, "The public becomes powerful in proportion to the opulence and external commerce of private men." বর্ত্তমানে ব্যবসা ও ব্যণিজ্য ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় আমাদের নাই। দয়ালু ইংরাজরাজ আমাদিগকে অনেক সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে আজ আমরা রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোণ, নানাবিধ বিজ্ঞান, ইত্যাদি অনেক নূতন নূতন বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি। সময়, সুযোগ, সুবিধা কিছুরই অভাব নাই। অভাব কেবলমাত্র আমাদের যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম।

ভারতবাসী এতদিন কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রাঘোরে অচৈতন্য ছিল, এখন দৈবযোগে ঘটনাচক্রে পড়িয়া সেই নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। এই জাগরণ অসময়ে হয় নাই, সুতরাং কুম্ভকর্ণের ন্যায় অকালমৃত্যুর আশঙ্কা ইহাতে নাই। তাই চক্ষু রগড়াইয়া সকলেই মনে মনে ভাবিতেছেন, এখন কর্ত্তব্য কি?

হিন্দুসমাজ আবহমানকাল সমাজ-বন্ধনীর ভিতরে রহিয়াছেন। গীতায় ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন:—

চাতুর্ব্বর্ণ্য ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।

অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্ম দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু আমি তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় এবং অকর্ত্তা বলিয়া জানিও। গুণকর্ম্মবিভাগশঃ অর্থে পাশ্চাত্য অর্থনীতির মতে Division of labour বুঝায়। এক্ষণে এই বর্ণাশ্রম মানিয়া চলিলে আমাদের উন্নতি হইতে পারে না। পাশ্চাত্যমতে সমাজে লঘু ও গুরু ভেদজ্ঞান নাই বলিয়া পাশ্চাত্য জাতি এত উন্নতি লাভ করিয়াছেন। Equality, unity and fraternity অর্থাৎ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা ইহাই পাশ্চাত্য সমাজের মূলমন্ত্র এবং এক্ষণে দেশকালপাত্র ভেদে ইহাই আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হইবে। তাহা না হইলে সমাজে আরো উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইবে এবং আমাদের উন্নতি আকাশকুসুমবৎ অলীক হইয়া দাঁড়াইবে।

জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে অগ্রে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই প্রবচন ধ্রুবসত্যরূপে মানিয়া চলিতে হইবে। অসম্ভব কিছুই নহে, যাহা ছিল আবার ফিরিয়া আসিবে। যে ভারতবাসী একদিন আপনার পণ্যসম্ভার দেশ-দেশান্তরে লইয়া যাইত, যাহাদের বাণিজ্য-পোত দর্শন করিয়া এককালে জগতের লোক বিস্মিত হইয়াছিল, তখন আবার যে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে সেই প্রকার হইবে না, কে বলিতে পারে? বিধির বিধান অনুসারে জাতীয় পতন ও উত্থান হইয়া থাকে, ইহা অলঙ্ঘনীয়, মানব-শক্তি ইহার নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত। মানুষের শক্তি কখনও নষ্ট হয় না, কেবল জ্ঞানের অভাবে তাহা পরিস্ফুট হয় না। এই শক্তিকে জাগাইতে হইলে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো অগ্রে আবশ্যক হইয়া থাকে। শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন হয় না। জাতীয় উন্নতিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা উচিত।

পুরাকালে বৈশ্য সম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্য বিভাগে একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহারা জাতীয় মান-সম্ভ্রম ও কুল রক্ষা করিবার জন্য দেশ-বিদেশে পণ্যসম্ভার লইয়া গিয়া তদ্বারা জাতীয় কোষাগার পূর্ণ করিতেন। ইঁহাদের দ্বারাই ভারত ধনী হইয়াছিলেন, ইঁহারাই ভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই অর্থে ভারত সমগ্র জগৎকে অন্ন বস্ত্র দান করিত, ভারতমাতা হেমঅলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া গৌরবান্বিতা সম্রাজ্ঞীর ন্যায় সমগ্র জগৎ পরিচালন করিতেন। এই বৈশ্যজাতি এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আর ভারতে নাই। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের নির্ব্বিষ খোলস

এখনও আছে। ব্রাহ্মণ্য জাগাইতে পারিলেই সকলি জাগিয়া উঠিবে। এই সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করিতে হইলে অগ্রে বৈশ্য বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় স্থির করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সকলে ছুটিয়া আসিবে। ভারতের যতই অধঃপতন হউক না কেন, এখনও ব্রাহ্মণের শক্তি আছে। সে শক্তি লুকায়িত বহ্নির ন্যায় পাংশু মধ্যে নিহিত আছে, তাই এখনও ব্রাহ্মণেতর জাতির সরলতা, ভক্তি, সেবাব্রত ভারতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

জগতে মনুষ্য অন্ধ-প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইলে তাহাকে মনুষ্যপদবাচ্য বলা যাইতে পারে না। মানুষ যদি অভাব বোধ না করে, মানুষ যদি সুখ অসুখ বোধ না করে, তাহাকে পশু না বলিয়া মানুষ কি প্রকারে বলিব? মানুষ হইলেই তাহার অভাব থাকিবে, উদ্দেশ্য থাকিবে, কর্ম্ম থাকিবে। জড়তা ও উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কোনও জাতি জগতে শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে না। প্রথমতঃ আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি এবং আমাদের এই জড়তা ও দৈন্য কি ঘুচিবে না? অনেকে এমন আছেন, এ সব শুনিয়া হয়ত বলিবেন, "বুঝি সব কিন্তু কি করিব! অবস্থায় কুলায় না। চাকুরী ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্য আমাদিগের পক্ষে উপস্থিত উপযুক্ত নহে।" ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোকদ্বারা কোনও উন্নতি হইতে পারে না। যতদিন না মনে এই ভাব আসিবে, চাকুরি শ্ব-বৃত্তি নহে শ্ব-বৃত্তি, ততদিন ইহাদের দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না। মানুষ বলিয়া নিজেকে স্বয়ং চিনিতে হইবে, তাহা হইলে অভাব বোধ হইবে, আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে, সঙ্গে সঙ্গে উপায় চিন্তা আপনি আসিয়া পড়িবে। কার্য্য আমাদের হস্তে, সিদ্ধি ভগবানের হস্তে, ইহা মনে করিলেই কর্ত্তব্যপালনে সুখ হইবে, আমাদিগকে কেহ কার্য্যের অযোগ্য বলিতে পারিবে না।

দেশের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। দারিদ্রতা এত বাড়িতেছে যে, কোটী কোটী লোক দু-বেলা দু-মুষ্টি অন্ন পায় না। কোটী কোটী লোক শীত ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, বৃষ্টি ও উত্তাপ নিবারণের গৃহ পায় না। হিসাবে দেখা গিয়াছে, গড় পড়তায় ভারতের অধিবাসীর আয়

বার্ষিক ৩০৲ টাকার উপর নহে। নিম্নশ্রেণীর অবস্থা আরো শোচনীয়। গড়্পড়তায় প্রতি পরিবারের আয় ৮ শিলিং।*

এরূপ দরিদ্র দেশ আর কোথায় আছে কি? ভারতের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে ব্যবসা ও বাণিজ্য ভিন্ন আর অন্য কোনও উপায় নাই। প্রত্যেক দেশহিতৈষী, প্রত্যেক ভূম্যধিকারী, প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তির ইহা চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য পালনের সময় আসিয়াছে, সকলকে প্রস্তুত হইয়া সাধনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

* The Late Agricultural Reporter to the Government of Madras, Mr. Robertson says of the Indian peasant in-general ;—"In the best seasons, the gross income of himself and his family does not exceed 3d. per day throughout the year, and in a bad season their circumstances are most deplorable." An English day-labourer or a factory operative would earn more than that in a week, working for a much shorter time. And when we remember that, how-ever cheap living may be in India, it can not be managed under the most favourable circumstances at less than Rs 2-8 a month per head : and that an average Indian family consists of 5. 4 persons, as revealed in the last Census. It is really a puzzle to understand how they can make the two ends meet. But alas ! the two ends never meet, for even in the best of times, according to the most reliable of authorities, 40, 000, 000 people always remain on the actual verge of starvation !" The Poverty Problem in India P 158. John Bright said in 1879,—The people of India are poor to an extremity of poverty of which the poorest class in this country, has no exception, and to which it affords no parallel.

মার্কোণি ও তাঁহার আবিষ্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রথমতঃ পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের চেষ্টা করা হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক মস্ সাহেব একটী খালের দুই পারে দুইটী যন্ত্র স্থাপিত করিয়া ইহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই তারহীন সংবাদ প্রেরণের ইনিই প্রথম সূত্রপাত করেন।

তারপর প্রফেসর ট্র্যোব্রিজ, হার্টজ প্রভৃতি অনেক বৈজ্ঞানিক ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

অবশেষে মার্কোণি সাহেব ইহা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ব করিয়া লইয়া জগতে ইহার প্রচলন করিলেন।

মার্কোণি সাহেব ইতালীয়ান। তাঁহার মাতা আয়র্লণ্ডদেশীয় রমণী। এই অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক তড়িৎতরঙ্গ মানুষের কার্য্যে লাগাইবার জন্য বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

মার্কোণি সাহেবের আবিষ্কৃত এই বায়ুতরঙ্গ ধরিবার যন্ত্রকে কোহিয়ারার বলে। কোহিয়ারার জিনিসটা আর কিছুই নহে—একটী কাচের শিশির ভিতর লৌহচূর্ণ রাখিয়া তাহার ভিতর হইতে চাপদ্বারা বায়ু বাহির করিয়া দিলে কোহিয়ারার প্রস্তুত হয়। আমরা কলিকাতা বড় টেলিগ্রাফ অফিসে ইহা দেখিয়াছি। এই ধাতুচূর্ণ-সম্বলিত শিশির নিকটে তড়িৎশক্তি উৎপাদিত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শিশির অভ্যন্তরস্থ লৌহচূর্ণগুলি একত্রিত হইয়া পড়িয়াছে। শূন্যপথে তড়িৎ আসিয়া ইহার বল প্রকাশ করে। লৌহ-চূর্ণগুলি একত্রিত হইয়া গেলে তখন আর তড়িৎশক্তির লক্ষণ প্রতীয়মান হয় না। শিশির উপর সামান্য আঘাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, লৌহকণাগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু পুনরায় উহা তড়িৎশক্তির প্রভাবে একত্রীভূত হইবে। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তড়িৎশক্তির প্রভাবে কণাগুলি জমাট বাঁধিয়া যায়। অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় তড়িৎ লৌহকণার উপর বল প্রকাশ করে না। এই সামান্য যন্ত্রদ্বারা এক্ষণে বিনা তারে সংবাদ প্রেরিত হইতেছে। তড়িৎবলে ব্যোমে যে তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর নিম্নদেশ তাহা ভালরূপ ধরিতে পারে না। এইজন্য এই মাস্তুলাকার দণ্ড দ্বারা ব্যোমের তরঙ্গ ধরিয়া তার সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করা হয়,

জাহাজে মাস্তলের উপর ছত্রাকারে তার সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে। তাহাতে শূন্যগামী তড়িৎ তরঙ্গ উত্তমরূপে আঘাত করিতে পারে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইতালিদেশে মার্কোণি এই যন্ত্রের প্রথম পরীক্ষা করেন। প্রথম তিনি এক বাটী হইতে অন্য বাটী বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের চেষ্টা করেন। যখন এ চেষ্টা সফল হইল, তখন উহা বেশী দূরে স্থাপিত করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ইহাতেও যখন তিনি কৃতকার্য্য হইলেন, তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া ইহার পেটেণ্ট গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ অন্য কোনও ব্যক্তি এই যন্ত্র তাঁহাকে অর্থ না দিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না। মার্কোণির সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, প্রত্যেক সুসভ্যজাতি তাঁহার এই যন্ত্র এক্ষণে ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার অর্থের অভাব নাই। তিনি শীঘ্রই ধনকুবের হইয়া পড়িবেন। প্রথম অবস্থায় মার্কোণি সাহেব এক ক্রোশ দুই ক্রোশ এই সংবাদ পাঠাইতে সক্ষম হইতেন। এক্ষণে দেড় সহস্র ক্রোশ দূরে সংবাদাদি বিনা আয়াসে প্রেরিত হইতেছে।

স্থল অপেক্ষা জলে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা অতীব আবশ্যকীয়। এক্ষণে ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া প্রত্যেক জাহাজে মার্কোণির যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। মার্কোণি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পর কত জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র এই তারহীন সংবাদের জন্য কত শত সহস্র নর-নারী, বালক-বালিকা যে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ কার্য্য অতি অল্পদিনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে ইহার অনেক দোষ আছে। প্রথমতঃ জাহাজে যে যন্ত্র আছে, তদ্দ্বারা পঁচাত্তর অথবা একশত ক্রোশের অধিক দূরে সংবাদ যায় না। স্থলে ইহাপেক্ষা অনেক দূরে যায়। কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ ৫১৪ মাইল, দিল্লি ৯০৩ মাইল, এবং সিমলা ১,১৩৫ মাইল। এক্ষণে কলিকাতা, এলাহাবাদ, দিল্লি, সিমলা সরাসর সংবাদ যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে যখন সৌদামিনী ক্রীড়া করিতে থাকে ও বজ্রাঘাত হয়, তখন ব্যোমের দ্রুত আলোড়নে তারহীন যন্ত্র উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পারে না। নৈসর্গিক বিপর্য্যয় হইলে এই যন্ত্র একেবারে বিকল হইয়া পড়ে। কাজেই তখন কোন প্রকার সংবাদাদি প্রেরণ করা যায় না। তৃতীয়তঃ, তারহীন যন্ত্র হইতে সংবাদ প্রেরিত হইলে জলতরঙ্গের ন্যায় ব্যোমে সে তরঙ্গ অর্থাৎ

সংবাদ গোলাকার ধারণ করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন যে সে চেষ্টা করিলে সে সংবাদ ধরিয়া লইতে পারে। তারহীন যন্ত্রের সহায়তায় কে কি করিতেছে, তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যায়। অট্টালিকার ছাদের উপর একটী মাস্তুল বসাইয়া তাহার সহিত তারহীন যন্ত্র সন্নিবেশিত করিলে সমস্ত সংবাদ বা তরঙ্গ এই যন্ত্রে আসিয়া আঘাত করিবে। চতুর্থতঃ, কোন্ দিক হইতে সংবাদ আসিতেছে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কারণ ব্যোমের তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে গোলাকার হইয়া থাকে। এইজন্য সমুদ্রে জলমগ্ন জাহাজের সাহায্যার্থ অন্য জাহাজ শীঘ্র সেই স্থলে উপস্থিত হইতে পারে না এবং এই নিমিত্ত তিতানিকের জলমগ্ন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও কার্পেথিয়া অতি শীঘ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

এই তারহীন যন্ত্রের প্রভাবে অনেক পলায়িত রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীও ধরা পড়িতেছে। সেদিন ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় বিলাতী মেইল সংবাদে এইরূপ একটী ঘটনা পাঠ করিয়াছিলাম। কাগজখানির তারিখ আমার স্মরণ নাই, উহা মে মাসের মাঝামাঝি হইবে। বিলাতের কোনও এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার অপর একজন শয়তানী রমণীর সাহায্যে নিজ পত্নীকে হত্যা করিয়াছিল। এই মৃতদেহ তাহারা চুণ দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া বাটীমধ্যস্থ প্রাঙ্গণে প্রোথিত করিয়াছিল। তাহার পর তাহারা দুইজনে প্রচ্ছন্নভাবে লণ্ডন হইতে পলায়ন করে। এদিকে তাহার প্রতিবেশীদিগের মনে তাহাদের হঠাৎ এই আকস্মিক অন্তর্ধানে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহারা লণ্ডনের পুলিসকে এই সংবাদ প্রেরণ করে। লণ্ডনের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ ডিপার্ট-মেন্ট স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এই অপরাধীযুগলকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ ঐ মৃতদেহ বাটী অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা হয়। চুণের প্রভাবে ঐ মৃতদেহ এ প্রকার বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে, উহা সনাক্ত করিবার উপায় ছিল না। যাহা হউক, স্থলে সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে টেলিগ্রামে এই ডাক্তার ও তাহার সাহায্যকারিণীর সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল কিন্তু উঁহাদের কোনও অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। কারণ তখন ঐ অপরাধী-যুগল ক্যানাডা প্রদেশে পলায়ন করিতেছিল। দৈবাৎ একদিন ঐ জাহাজের তারহীন যন্ত্রে উক্ত অপরাধীযুগল সম্বন্ধে ক্যানাডা পুলিশের নিকট হইতে সংবাদ আসিল। জাহাজের কাপ্তেন সন্দেহক্রমে এই দুইজন আরোহীর ছদ্ম নাম পুলিশে তারহীন যন্ত্র সাহায্যে পাঠাইয়া দিল। যে দিন ঐ সংবাদ

প্রেরিত হইতেছিল, ঐ ডাক্তার কলখরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তখনও সে জানিত না যে, এই মার্কোণি যন্ত্রে তাহারই সর্ব্বনাশের আয়োজন হইতেছে। জাহাজ যেমন ক্যানাডায় উপস্থিত হইল, পুলিশ আসিয়া দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। জলেও যে পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতি পাইবে মার্কোণি যন্ত্রে তাহারও উপায় নাই।

ধন্য মহাত্মা মার্কোণি! আজ সমগ্র জগতে তোমার পুণ্যময় নামে ঘোষিত হইতেছে। তুমি চলিয়া যাইবে, কিন্তু তোমার এই কীর্ত্তি জগতে তোমাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমাদের দেশের গৌরব বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু ও ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় একমাত্র ভারতবাসীর সম্মান রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু কই, আর কেহ ত তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন না!

শ্রীফণিভূষণমুখোপাধ্যায়।

পাটের ব্যবসায়।

আজ কাল বাঙ্গালা দেশে পাটের ব্যবসায় প্রবলবেগে চলিতেছে। অন্যান্য সকল ব্যবসায়ই ইহার নিকট নিতান্ত প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে এদেশে ধান্য ও চাউলের বাণিজ্য যেরূপ প্রবল ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। পাটই এখন বাঙ্গালা দেশের বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ হইয়াছে। নীলের বাণিজ্য অন্তর্হিত, হলুদের বাণিজ্য বিলুপ্ত; এখন পাট বাঙ্গালার হাট মাঠ ঘাট সকল স্থান অধিকার করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে।

কিন্তু এই পাটের বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। একাধিক সহস্র রজনীর উপকথা-বর্ণিত দৈত্যের ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহার দেহ সমগ্র দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। এই বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইউরোপে বড় কেহ পাটের অস্তিত্ব অবগত ছিল না। ১৭৯৫ অব্দে ডাক্তার রক্সবরো বিলাতের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের নিকট প্রথমে এক গাঁইট পাট পাঠাইয়াছিলেন, সেই সময় হইতে এই একশত পঞ্চদশ বৎসরে

পাট বাণিজ্যের প্রধান উপকরণে পরিণত হইয়াছে। উড়িষ্যা দেশে পাটকে "ঝাঁট" বলে, তদনুসারে পাটকে ইংরেজেরা 'জুট' বলেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে রশি, শিকা, চট প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য দুই এক কাঠা জমিতে গৃহস্থেরা ও চাষীরা যৎসামান্য পাটের আবাদ করিত, তাহা, তাহাদের নিজ প্রয়োজন সিদ্ধিতেই ব্যয়িত হইত। কিন্তু ইউরোপে এখন পাট, তুলা ও ধানের নীচেই স্থান পাইয়াছে। পাটে এখন নানাবিধ পণ্য-দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, সুতরাং পাটের বাণিজ্য নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছে। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে পাটের মূল্য প্রতি মণ ৭।৮ টাকার অধিক ছিল না; কিন্তু তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ইতিমধ্যে ১১।১৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গতবৎসর পাটের দর সেরূপ বৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া বঙ্গদেশের কৃষক গৃহস্থ জমীদার, মহাজন সকলকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।

পাট ইউরোপীয়গণের বিপুল অর্থাগমের সহায় স্বরূপ হইয়াছে। সুতরাং পাট যাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও পাটের ব্যবসায় প্রবলবেগে চলে, সে জন্য তাঁহারা নানা প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশের লোকও পাটের দ্বারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। অনেক জমিদার পাটের জমির খাজনা বৃদ্ধি করিতেছেন, অনেক মহাজন এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া ধনবান হইতেছেন। অনেক গুদামওয়ালা গুদাম ভাড়ায় ফাঁপিয়া উঠিতেছেন, অনেক গৃহস্থ কৃষকও অর্থের মুখ দেখিতেছে! সুতরাং তাঁহারা সকলেই প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া পাট উৎপাদন ও পাট বিক্রয়াদি করিতেছেন।

বঙ্গদেশ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোথাও পাট উৎপন্ন হয় না। চীন ও মিসর, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাটের আবাদের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই; এক বঙ্গদেশেই পৃথিবীর আবশ্যকীয় পাট উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় চলিতেছে। শুনা যায়, পঞ্জাবের অন্তর্গত লায়ালপুর জেলায় এবার পাট হইয়াছে, এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলে খেস্তা নামক এক প্রকার পাট জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। সুতরাং বঙ্গই পাটের ব্যবসায় এক চেটিয়া করিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, তাহা যথেষ্ট আশাপ্রদ ও উৎসাহজনক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাটের আবাদ ও ক্রয়-বিক্রয়ের যে সকল দোষ, তাহাও ভয়ানক। কৃষকেরা পাটে বেশী টাকা

পায় বলিয়া প্রতি বৎসর ধানের আবাদ কমাইয়া পাটের চাষ বৃদ্ধি করিতেছে। ধান্যের আবাদ এতই কমিয়া গিয়াছে যে, অন্নপূর্ণা ভারতলক্ষ্মী দিন দিন নিরন্ন হইয়া অন্নের জন্য পরদেশের মুখাপেক্ষিনী হইয়া উঠিয়াছেন। ভাগ্যে নিকটে ব্রহ্মদেশ ছিল, তাই গত কয়েক বৎসরের দুর্ভিক্ষে এদেশের লোকের প্রাণ রাখিয়াছে, নতুবা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভারতবাসী দুর্বৎসরে কি খাইয়া বাঁচিত আমরা কল্পনা করিতেও পারি না।

ইউরোপের ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জন-সাধারণের যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আবশ্যক, তাহা তাহারা উৎপন্ন করিতে পারে না। তাহারা বিপুল অর্থ ব্যয়ে দেশ-দেশান্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক জীবনধারণ করে। সুতরাং স্বদেশে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিতে না পারিলে যে বিষম বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। ইংরাজদের দেশে তাহাদের তিন মাস চলিবার মত খাদ্যও উৎপন্ন হয় না। বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের উপযোগী খাদ্য তাহারা দেশ-দেশান্তর হইতে সংগ্রহ করে। তাহাদের দৈনিক ব্যক্তিগত আহার্য্য ব্যয় দুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা, অনেকের আবার দশ পনের টাকাও লাগিয়া থাকে। সুতরাং ইংরাজ আমাদের দুঃখ ও অভাব বুঝিতে পারে, এ আশা দুরাশা মাত্র। আমাদের দৈনিক আহার্য্য ব্যয় দুই আনা হইলেই আমাদের প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠে। রেঙ্গুন হইতে চাউল আমদানী করিলে যে চির দুর্ভিক্ষ আমাদের গ্রাস করিবে—তাহা ইংরাজের ধারণার অতীত; ইংরাজের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং ইংরাজ চায়, আমরা ধান না বপন করিয়া কেবল পাটই উৎপন্ন করি। কিন্তু ইহাতে আমাদের দুর্ভাগ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, ইহা আমাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে। জীবনরক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই উদরপূরণ একান্ত আবশ্যক; ইহাই জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য। সুতরাং যাহাতে আমাদের উদরপূরণ হয়, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই দেখিতে হইবে। ধান্য, যব, গোধূম, কলাই, সর্ষপ প্রভৃতি খাদ্যোপযোগী শস্যই যথার্থ ধন। আমাদের দেশে এখনও এমন পল্লীর একেবারে অভাব হয় নাই, যেখানে জীবনধারণের জন্য একটীমাত্র পয়সারও আবশ্যক হয় না। গোলায় ধান, কলাই, সর্ষপাদি আছে, পুষ্করিণীতে মাছ আছে, বাগানে ফল মূল ও নানাবিধ তরকারী আছে, গোশালায় গাভী আছে, কেবল গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে লবণ নাই, দুই চারি আনার লবণ কিনিয়া লইলেই দিনপাত হইতে

পারে। ইহা ব্যতীত অর্থের আবশ্যক হয় না। রাজার খাজনা ট্যাক্স ধান্য বিক্রয় দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে।

গৃহে অর্থ নাই, তথাপি ধন-ধান্যে সৌভাগ্যবান সুখী গৃহস্থ প্রতিদিন পরিতৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিতেছে, এবং অন্যেরও আহার যোগাইতেছে, এরূপ ধনবান অথচ অর্থহীন গৃহস্থ পূর্ব্বে আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই দেখা যাইত। একালের মত অর্থবান অথচ ধনহীন গৃহস্থের সেকালে অত্যন্ত অভাব ছিল। ধানই মানুষের যথার্থ প্রয়োজনে লাগে, মুদ্রা ধান আহরণের ও ব্যবসায়ের উপায় মাত্র। তাহা ক্রয় বিক্রয়ের ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উপায় করিয়া দেয়, দেশের অর্থ বৃদ্ধিরও সহায়তা করে; কিন্তু দেশে যাহার ধান নাই, অর্থে তাহার উপকার হয় না। পাট মানুষের গৌণ উপকার ভিন্ন মুখ্য উপকারে লাগে না। সুতরাং আমরা পাটের আবাদ বৃদ্ধি করিয়া ধান্যের আবাদ কম করিয়া অর্থবান হইলেও প্রকৃতপক্ষে ধনহীন হইতেছি। ইহার ফলে ব্রহ্মদেশের নিকট খাদ্য ভিক্ষা করিতেছি। বিশেষতঃ, আমরা অর্থবান হইলেও এত অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছি না যে, পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে যে কোন মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে পারি। একজন ইংরাজ দৈনিক আহার্য্যের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ, একজন ভারতবাসী মাসিক আহার্য্য সংগ্রহে তাহা ব্যয় করিতে কষ্ট বোধ করেন। এ অবস্থায় পাটের আবাদ বাড়াইতে গিয়া ধান্যের আবাদ কম করায় আমাদের লক্ষীছাড়া হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

পাটের দর প্রতি মণ ১৪।১৫ টাকা হইলেও আমরা কোন প্রকারে চাউল ক্রয় করিয়া ক্ষুন্নিবারণে সমর্থ হইতে পারি, কিন্তু পাটের দর কমিলে আর বিড়ম্বনার অন্ত থাকিবে না। পাটের দর ক্রমেই বাড়িবে, কারণ পাটের আবাদ ক্রমেই বাড়িতেছে, আর ধানের আবাদ কমিতেছে। ইহা হইতে অন্যরূপ ফলের আশা করা বাতুলতামাত্র। আমরা পাটের যে আয় পাইতেছি, ব্রহ্মদেশের চাউলের বিনিময়ে তাহা নিঃশেষিত হইতেছে, প্রত্যক্ষতঃ আমাদের অর্থলাভ ঘটিতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ আমরা দিন দিন নিঃস্ব হইতেছি। পাটের আবাদে চাষাকে অনেক অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, এবং সারের জন্য অনেক বেশী খরচ করিতে হয়; তাহার উপর শরতের প্রখর রৌদ্রে, এক কোমর জলে দাঁড়াইয়া, কখন বা বৃষ্টিতে অবিশ্রান্ত ভিজিয়া, সেই পাট কাটিতে হয়; এই

অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত পরিশ্রমে কৃষকগণ স্বাস্থ্যহীন, দুর্ব্বল ও রোগের সেবা করিতে করিতে নির্ধন হইয়া পড়ে। আবাদে মশকবংশের বৃদ্ধি হয়, পাটপচা জলে ও পাটের ক্ষেত্রে তাহারা পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, দেশ মশকের প্রাদুর্ভাবে ম্যালেরিয়ায় পূর্ণ হয়, তাহার উপর পাটপচা দুর্গন্ধ দূষিত বিষাক্ত জল পান করিয়া দেশের লোক ম্যালেরিয়া ও কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়, জনপদ সমূহ নানা সংক্রামক পীড়ায় বিধ্বস্ত হইতে থাকে। পাটের চাষের বিস্তৃতিতে গোচারণ ক্ষেত্র সমূহ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, উপযুক্ত পরিমাণে তৃণাদির অভাবে গোজাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য দুগ্ধ ঘৃতাদির অভাব ঘটিতেছে। কিন্তু সেদিকে আমাদের লক্ষ্য নাই, উন্মত্ত হইয়া বাঙ্গালার কৃষক পাট চাষ করিতেছে! এমন আত্মদ্রোহী আত্মঘাতী, অদূরদর্শী জাতি ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। পাটের আবাদ কি তবে আমরা একেবারে ত্যাগ করিব? এরূপ পরামর্শ কেহই দিবেন না; অল্প পরিমাণে পাটের আবাদ করিলে দেশের প্রকৃত ধন বৃদ্ধি হইতে পারে। ঘরে ধান থাকিলে টাকার তেমন আবশ্যক হয় না, "স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে"—বেশ সন্তোষ ও শান্তির সহিত দিন কাটাইতে পারে। পাটের আবাদ কম হইলে ২০।২৫ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রয় হইতে পারে। তাহাতেই রাজার খাজনা, লবণাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয়, এমন কি অনাবশ্যক বিলাসিতার ব্যয়ও কতক পরিমাণে নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমাদের দেশে রোগের অভাব নাই; ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা অনেকদিন হইতেই আছেন, পাটে তাঁহাদের পরাক্রম ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার উপর প্লেগ আসিয়াছেন;—এখন আবার ব্রহ্মদেশের চাউল ভোজনে আর একটা নূতন ব্যাধিকে আমরা গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছি—ইহার নাম বেরিবেরি, ইনি যমের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি!—ধান্যের আবাদ বৃদ্ধি না করিলে এ দেশের আর রক্ষা নাই।

যাহার যে পরিমাণ জমি আছে, তাহার ষষ্ঠাংশ জমিতে পাট বপন করা কর্ত্তব্য। যে কৃষক ছয় বিঘা জমি করে, সে এক বিঘায় পাট বপন করুক। একেবারে পাট তুলিয়া দিলে দেশের বাণিজ্য অচল হইবে; তাহা কদাচ প্রার্থনীয় নহে। পাটের পরিমাণ অল্প হইলে দর বৃদ্ধি

নিশ্চয়ই। কারণ ইউরোপীয়দের পাট ভিন্ন চলিবার উপায় নাই। পররাজ্য-লোলুপ রণজীবী ইউরোপের নিকট পাট মহার্ঘ্য রত্ন স্বরূপ। নানা কার্য্যে তাহাদের পক্ষে পাট অপরিহার্য্য। পদ্মাতীরের অর্দ্ধ পয়সা মূলের ইলিস মৎস্য যেমন কলিকাতায় অর্দ্ধ টাকায় বিক্রয় হয়, সেইরূপ ৫।৬ টাকা মণের পাট দায়ে পড়িয়া তাঁহাদিগকেও ৪০।৫০ টাকা মূল্যে কিনিতে হইবে, না কিনিয়া উপায় নাই। সুতরাং পাটের আবাদ কম করিলে লাভ সমানই থাকিবে। আমাদের দেশের কৃষকেরা এখন দশ গুণ পাট উৎপন্ন করিয়া যাহা পাইতেছে, একগুণ উৎপন্ন করিলেও তাহাই পাইবে; অথচ অবশিষ্ট জমিতে ধান, কলাই প্রভৃতি খাদ্যশস্য বপন করিলে অন্নাভাবে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এখন রৌপ্যের ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে; এখন ইচ্ছা করিলেই আর ঘরের রূপা গলাইয়া টাকা পাওয়া যায় না, গবর্ণমেণ্ট উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত, কিছুদিন পূর্ব্বেও দেড় টাকা কি দুই টাকা চাউলের মণ ছিল। আর এখন আট টাকায় এক মণ চাউল, সুতরাং যখন টাকায় আট মণ চাউল ছিল, তখনকার এক টাকা এখনকার ৬৪ টাকার সমান ছিল; অর্থাৎ টাকার মূল্য ৬৪ গুণ কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ অল্প মূল্যের মুদ্রার জন্য দেশের প্রকৃত ধনলক্ষ্মীকে তাচ্ছিল্য করা কোনক্রমে সঙ্গত নহে।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি।

(ব্যবসায়ীর জন্য অর্থনীতি ও অর্থশাস্ত্র প্রণেতা অধ্যাপক—
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার কর্ত্তৃক বিশেষরূপে লিখিত।)

ব্যবসায়ীতে ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ। সম্প্রতি ব্যবসায়ীর সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করায় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিত হইল। ভরসা করি, ব্যবসায়ীর অন্যান্য পাঠকবর্গ এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি টাফ্‌ট্ (Taft)

সাহেব তত্রস্থ মহাসভায় কোন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দ্রব্যাদির যে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাজনৈতিকগণ ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ ব্যগ্র হইয়াছেন। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনার জন্য মিঃ টাফট্ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, দেশবিদেশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লইয়া একটী "আন্তর্জাতিক বৈঠক" গঠিত হউক।

প্রেসিডেন্ট টাফটের এই প্রস্তাবটী উপযুক্ত সময়েই সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে এবং যদিও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে, তত্রাপি কতকগুলি কারণ সকল দেশেই বিদ্যমান এবং ইহাও স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, এই সকল কারণগুলি দূরীভূত করিতে পারিলে দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস হইতে পারে। আমাদের এই প্রবন্ধে যদিও মূলতঃ আমরা ভারতবর্ষের দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির কারণ আলোচনা করিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমরা বৈদেশিক কয়েকটী স্থানে কি দ্রব্যাদির মূল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ ইংলণ্ডের বিষয় আলোচনা করা যাউক। নিম্নে আমরা একটী তালিকা সংযোজিত করিলাম। এতদ্দৃষ্টে ১৯০৮ ও ১৯০৯ এই দুই সালের কয়েকটী দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য দৃষ্ট হইবে।

দ্রব্য	১৯০৯ সনে যে মূল্য প্রদান করা হইয়াছে।	১৯০৮ সনের মূল্যে এই দ্রব্য ক্রয় করিতে কত লাগিত ?	বৃদ্ধি অথবা হ্রাস।
গম	৪৫,২৮৬০০০ পাউণ্ড	৪১,৮০০,০০০পা	+ ৩,৪৮৬,০০০ পা (বৃদ্ধি)
মাংস	১৪,৪৮০,০০০ পা	১১,৭৭৮,০০০ পা	+ ২,৭০২০০০ পা (বৃদ্ধি)
ডিম্ব	৭২৩০,০০০ পা	৬,৯৮৬,০০০ পা	+ ২৪৯,০০০ পা (বৃদ্ধি)
চিনি	১২,৬৩৩,০০০ পা	১২,২৪৬,০০০ পা	+ ৩৮৭,০০০ পা (বৃদ্ধি)

মূল্যবৃদ্ধি ৬৮২৪,০০০

এই সম্বন্ধে বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র "গ্রাফিক" Daily Graphic) ১৯১০ সনের ৮ই জানুয়ারী তারিখে লিখিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র এই চারিটী খাদ্যদ্রব্যের মূল্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডবাসীকে ১০ কোটী টাকা অধিক খরচ করিতে হইতেছে। না জানি, সকল খাদ্যদ্রব্য

খরিতে গেলে কয়শকোটী টাকার অধিক খরচের হিসাব দাখিল করিতে হয়।

ইংলণ্ডে যেরূপ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, ফ্রান্সেও সেইরূপ হইয়াছে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহরের মূল্যাদির বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সেখানেও মূল্যের যথেষ্ট তারতম্য হইয়াছে। ১৯০০ সনে ভেড়ার মাংসের দর ছিল ৩৭.৮২ সেণ্ট, ১৯১০ সনে ৪৪.৩৯ সেণ্ট হয়। প্রথমোক্ত বৎসরে ৩.৮৬ সেণ্ট ছিল গমের মূল্য, শেষোক্ত সনে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৪.৬৭ সেণ্টে। ময়দার মূল্য ছিল ৫.০৪ সেণ্ট। ১৯১০এ হয় ৬.৫১ সেণ্ট।

অষ্ট্রিয়া দেশে ১৯০০ সনে মাংসের দর ছিল ১১ সেণ্ট, ১৯১০ সনে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৩ সেণ্ট উঠে। গমের মূল্য ছিল ১.৫৫ সেণ্ট, ১০ বৎসরে ২.৬৯ সেণ্ট দাঁড়ায়। জর্ম্মাণি ও রুশিয়ায়ও এই প্রকারে মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকায়ও এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এক্ষণে ভারতবর্ষের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে 'আইন-ই-আকবরি"তে লিখিত সম্রাট আকবরের সময়ে প্রচলিত মূল্যাদির আলোচনা করেন। কেহ বা আবার মোগলরাজত্বের শেষ সময়ে বঙ্গদেশে প্রচলিত টাকায় আট মণ চাউলের কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করেন। কিন্তু আমাদের মতে "গতস্য শোচনা নাস্তি" এই বাক্যের অনুসরণ পূর্ব্বক বর্ত্তমানে কি কি কারণে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে মূল্য হ্রাস হইতে পারে, সেই সকল বিষয় সমালোচনা করাই সমীচীন। তবে, তৎপূর্ব্বে মূল্য কি প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে মোটামুটী হিসাবে তাহাই দেখান যাউক।

দ্রব্যাদির নাম	১৮৬১ সনে প্রচলিত মূল্য।	১৯০১ সনে প্রচলিত মূল্য।
চাউল	২০ সের	১১ সের
গম	২২ "	১৪ "
যব	৩৬ "	২১ "
বাজরা	২৪ "	১৯ "
ছোলা	২৬ "	১৬ "

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক দ্রব্যেরই অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রায় প্রতি বৎসরেই বিলাতের মহাসভার সদস্যগণের ব্যবহারার্থ ("The Statement exhibiting the Moral and Material Progress and Condition of India") ভারতবর্ষের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি-বিষয়ক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, এ পুস্তকে যে সকল মতামত লিপিবদ্ধ হয়, তাহা সরকারী মতামত—ব্যক্তি বিশেষের মতামত নহে। এই পুস্তিকায় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির আলোচনায় লিখিত হইয়াছে যে, "দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় হইয়াছে।"

দুইটী বিষয় এ সম্বন্ধে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। প্রথম "গ্রাহকতা" এবং "সরবরাহতা" সমান কি না? এবং দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত মুদ্রা সম্বন্ধীয় আইনের সহিত দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কি না? প্রথমে প্রথম বিষয়টী আলোচনা করা যাউক।

"গ্রাহকতা" ও "সরবরাহতা" সমান কি না অর্থাৎ ভারতবর্ষের অধিবাসীগণের যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ খাদ্য পায় কি না? প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের আবশ্যক, সে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। ইহার চারিটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম কারণ, ভারতীয় জমির উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস হওয়া, যাহাকে ইংরাজীতে Law of diminishing Return বলে। এই প্রসঙ্গে আমরা 'অর্থনীতি' নামক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছি, তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। "অধ্যাপক মার্শাল বলেন যে, ভূমিকর্ষণে মূলধন ও পরিশ্রম বৃদ্ধি করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে অধিক মূল্যবান করিতে হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দিন দিন কম হইয়া যায়। অধ্যাপক মহাশয় এই নিয়ম ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন যে, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বিবেচনা করিবার সময় যদি কোন বিশেষ কারণে উহার মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সেই কারণগুলি পৃথক করিয়া এই নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। অনেক সময় নূতন রেল হওয়ার দরুণ নিকটবর্ত্তী পল্লীর পণ্যদ্রব্যের মূল্যের যথেষ্ট তারতম্য হয়। সেইজন্য মার্শাল বলিয়াছেন যে, এই নিয়ম কেবল মাত্র উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের বিষয়ই বিবেচনা করে—মূল্যের বিষয় নহে। এই নিয়ম বা বিধিকে তিনি "ক্রমিক আয় হ্রাসের নিয়ম" এই

আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই নিয়ম পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কৃষিতত্ত্বের উন্নতি হইলে কোন কোন ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে, পূর্ব্বে যে পরিমাণে মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করা হইত, তদপেক্ষা অধিক মূলধন ও পরিশ্রম নিয়োগ করিলেই কৃষিতত্ত্বের উন্নতি না হইলেও সেই জমির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অধিক পরিশ্রম ও মূলধন যে হারে প্রয়োগ করা হইবে, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিতত্ত্বের যতই উন্নতি হউক না কেন, অধিক ফসল পাইবার জন্য ক্রমশঃ অতিরিক্ত মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করিলেও মূলধন ও পরিশ্রমের অনুপাতে উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যাইবে না; অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কম হইবে।"

ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে এই নিয়ম যথার্থ বর্ত্তে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে কৃষকগণের অজ্ঞতা ও মূলধনের অভাব হেতু ভূমির উর্ব্বরতা দিন দিন অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে এবং শস্যও দিন দিন কম হইয়া যাইতেছে। যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক, জমি হইতে সে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আর উদ্ভূত হইতেছে না। খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ কম হইয়া যাওয়াতে উহাদের দিন দিন মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে। অবশ্য ইহার জন্য প্রকৃতিদেবীই দায়ী। ভূমির উর্ব্বরতা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, পূর্ব্বে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত, সে পরিমাণ দ্রব্যাদি আর উৎপন্ন হয় না, অথচ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে—সুতরাং দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ, ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৭২ সনে যে আদম সুমারি হয়, এবং গত সনে যে আদম সুমারি হইয়াছে, তাহাদের তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, শতকরা ৫৩ জন করিয়া লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। আদমসুমারির অধ্যক্ষ গেট সাহেব বলিয়াছেন যে, এই লোক বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এই যে, গত ১৮৭২ সনে যে সকল স্থানের লোকসংখ্যা করা হইয়াছিল, এবার তদপেক্ষা অনেক নূতন নূতন স্থানের লোকও গণনা করা হইয়াছে; তত্রাপি ভারতের লোকসংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহেরই কারণ নাই।

মূল্যবৃদ্ধির তৃতীয় কারণ এই যে, পূর্ব্বে যে সকল স্থানে ধান্যাদি ফসল প্রস্তুত হইত, অধুনা সে সকল ভূমিতে পাট উৎপন্ন হওয়াতে ধান্যাদির

পরিমাণ কম হইয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে যদিও যথেষ্ট মতভেদ আছে, তত্রাপি সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে সকল স্থানে ধান্যাদি রোপণ করা হইত, এখন তাহার অনেক স্থানে পাট রোপণ করিতেছে এবং 'আপাত মধুর লোভে' অনেক সময় কৃষকগণ ধান্য রোপণ না করিয়া পাট রোপণ করে। ইহাতে ধান্যাদির পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে।

অনেকে রপ্তানির জন্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলেন। দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির যে ইহা একটী কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন হেতু নাই। বিদেশে আমাদের দেশীয় খাদ্যদ্রব্যের এত টান হইয়াছে যে, বৎসর বৎসর প্রভূত পরিমাণে মাল আমদানি হইয়া যাইতেছে। ১৯০৩-১৯০৪ সনে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল ১৯০৭ সনে তাহাপেক্ষা শতকরা ৫৭ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০৭ সনে ৪২৬, ৭৭২ টন খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯০৯ সনে ১৮ কোটী টাকার চাউল রপ্তানি হইয়াছিল কিন্তু ১৯১০ সনে হয় ২৩ কোটী টাকার; পূর্ব্বোক্ত সনে গমের রপ্তানি হইয়াছিল ১৩ কোটী টাকার; পরবর্ত্তী সনে হয় ১৩½ কোটী টাকার। সকল দ্রব্যই অধিক পরিমাণে রপ্তানি হওয়াতে দেশবাসীর যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন তাহার সঙ্কুলান হইতেছিল না।

সুতরাং ইহা বোধগম্য হইতেছে যে, যদিও কেবল রপ্তানিই দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ নহে, তত্রাপি রপ্তানি যে দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

পূর্ব্বে উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীত আরও একটী কারণ আছে। আমরা যে সকল মুদ্রাদি ব্যবহার করি, উহাদের মূল্য আছে। মুদ্রার পরিবর্ত্তে যেটুকু দ্রব্য পাওয়া যায়, ঐ দ্রব্যটুকুই মুদ্রার মূল্য। একবস্তা ধান্যের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ চাউল বা গম পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে, ধান্যের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ঐ সময়ে যদি এক বস্তা ধান্যের পরিবর্ত্তে কম পরিমাণ চাউল বা গম পাওয়া যায়, তবে ধান্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেইরূপ বর্ত্তমান মাসে যদি এক টাকায় গত মাসাপেক্ষা দুইসের অধিক ধান্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, টাকার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আবার যদি গত মাসাপেক্ষা কম ধান্য পাওয়া যায়, তবে বলিতে হইবে যে, টাকার

মূল্য হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু যখন এক টাকার বিনিময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ধান্য পাওয়া যায়, তখন বলা হয় যে, ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। মনে করুন, বর্ত্তমানে ১৲ টাকায় দুই বস্তা ধান্য পাওয়া যায়, কিন্তু এক বৎসর পরে এক টাকায় মাত্র এক বস্তা ধান্য পাওয়া যাইবে। এরূপ হইলে ধান্যের হিসাবে টাকার মূল্য এক বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে এবং ধান্যের মূল্যও ঠিক সেই অনুপাতে হ্রাস হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং অর্থনীতির হিসাবে যখন টাকার মূল্যের কথা বিবেচনা করা হয়, তখন টাকার ক্রয় করিবার ক্ষমতাই বলা হয়; অর্থাৎ অপর দ্রব্য ক্রয়ে টাকার কিরূপ ক্ষমতা তাহাই বিবেচনা করা হয়; অর্থাৎ, ঐ টাকার বিনিময়ে অন্য দ্রব্যাদি কি পরিমাণে প্রাপ্তব্য তাহাই বিবেচনা করা হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, টাকার প্রচলন যদি বেশী হয়, তাহা হইলে টাকার মূল্য কমিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়া যে সকল দ্রব্যাদি কিনিতে হইল তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি হইল। যে দেশে টাকার চলন খুব বেশী, সেখানে দ্রব্যাদির মূল্যও খুব বেশী। আমাদের ভারতবর্ষে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। মান্যবর গোখলে মহাশয় বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট গত বৎসরে যে পরিমাণে মুদ্রার প্রচলন করিয়াছেন, তাহাতে দেশে মুদ্রার মূল্য কমিয়া গিয়াছে এবং দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। গোখলে মহোদয়ের মতে এই কয়েক বৎসরে ১০০ কোটী অধিক মুদ্রা টাকশালে প্রস্তুত হইয়াছে এবং এই একশত কোটী টাকাই দেশ মধ্যে প্রচলিত হওয়ায় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্ভবতঃ অত টাকা গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত করেন নাই। কিন্তু তত্রাপি মুদ্রাধিক্যের জন্য যে দ্রব্যাদির মূল্যাধিক্য হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যাহাতে দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস হয় এবং দেশবাসীর কষ্ট দূর হয়, তদুদ্দেশ্যে অমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। আমাদের বিশেষ ভরসা আছে, গবর্ণমেণ্টের এ সদুদ্দেশ্য সাধন হইয়া প্রজার প্রভূত মঙ্গল হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

এসেন্স-প্রস্তুত-প্রণালী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এসেন্স ভিক্টোরিয়া।—

অন্য প্রকার।—অটোডিরোজ দুই ড্রাম, নিরোলি তৈল দুই ড্রাম, অয়েল বার্গেমট চারি আউন্স, অটো পাইমেণ্ট ২৪ ফোঁটা, অটো অফ ল্যাভেণ্ডার ১৬ ফোঁটা, এসেন্স জেসমিন ২ আউন্স, টিংচার অরিস রুট ১৬ আউন্স, এসেন্স মস্ক ২ আউন্স, লেবু ফুলের জল ৪ আউন্স, স্পিরিট দেড় সের।

আতরগুলি ম্যাগ্নেসিয়ার সহিত একত্রে মাড়িতে হইবে। এসেন্সগুলি ও লেবু ফুলের জল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হইবে, অবশেষে স্পিরিট মিশ্রিত করিতে হইবে।

এসেন্স ভায়লেট।—এক আউন্স অরিসরুট এক পাইন্ট সুরাসারে তিন দিন রাখিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

এসেন্স রজনীগন্ধ।—দুই ড্রাম অটো রজনীগন্ধ, অর্দ্ধ ড্রাম যুঁই ফুলের তৈল এক পাইণ্ট সুরাসারে মিশ্রিত করিতে হইবে।

এসেন্স সেফালি।—দুই ড্রাম সেফালির তৈল, অর্দ্ধ ড্রাম নিরোলি তৈল এক পাইণ্ট সুরাসারে দ্রব করিবে।

এসেন্স হেসনুহানা।—হেসনুহানার তৈল দুই ড্রাম, বেলফুলের আতর অর্দ্ধ ড্রাম, টিংচার মস্ক অর্দ্ধ ড্রাম, এবং সুরাসার এক পাইণ্ট।

এসেন্স চম্পক।—চাঁপা ফুলের অটো দুই ড্রাম, বেলফুলের আতর অর্দ্ধ ড্রাম, টিংচার মস্ক অর্দ্ধ ড্রাম এবং সুরাসার এক পাইণ্ট।

ভিক্টোরিয়া বোকে।—স্পিরিট জিরেনিয়ম ৩ ড্রাম, ঐ ক্লোভস ১ ড্রাম, ঐ সিটরন ১ ড্রাম, ঐ বার্গেমট ২ ড্রাম, রেকটিফায়েড স্পিরিট ৩ পাইণ্ট। ইহা মিশ্রণ করিয়া প্রায় দুই সপ্তাহ রাখিয়া দিতে হইবে।

বোকে ডিলারিণ।—বার্গেমট ও ল্যাভেণ্ডার তৈল প্রত্যেক অর্দ্ধ ড্রাম, নিরোলি তৈল ১৫ ফোঁটা, ভার্ব্বেনা এবং লবঙ্গের তৈল প্রত্যেক ৫ ফোঁটা, এসেন্স অফ্ মস্ক, আম্বার গ্রিজ এবং যুঁই প্রত্যেকে ৩০ ফোঁটা একত্র করিয়া এক আউন্স সুরাসারে মিশ্রিত করিতে হইবে।

হোয়াইট রোজ।—স্পিরিট ভায়োলেট ২ আউন্স, স্পিরিট রোজ ২ আউন্স, স্পিরিট জেসমিন ১ আউন্স, এসেন্স মস্ক ১ আউন্স। ইহা মিশ্রিত করিয়া রং করিবার জন্য গ্রাস অয়েল কিছু মিশাইতে হয়। হোয়াইট রোজের গন্ধ অতিশয় সুমিষ্ট। আজকাল বাজারে ইহার অভাব নাই, কিন্তু উৎকৃষ্টের সংখ্যা অতি অল্প।

জেসমিন।—জেসমিনের গন্ধও অতিশয় সুমিষ্ট। ইহার মিশ্রণ বিশেষ সতর্কতার সহিত করিতে হয়। টিংচার অরিস ৪ আউন্স, এসেন্স জেসমিন ৪ আউন্স, এসেন্স মস্ক ৪ আউন্স, অয়েল নিরোলি অর্দ্ধ ড্রাম, অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার ৪ আউন্স, রেকটিফায়েড স্পিরিট ৪ পাঁইট। অল্প মাত্রায় করিতে হইলে ইহার ভাগ সমান করিয়া হ্রাস করিতে হইবে।

মস্ক রোজ।—এসেন্স অফ্ মস্ক ৬ ড্রাম, এসেন্স অফ্ জেসমিন ২ ড্রাম, ভার্জিন অটোডিরোজ ৭ ফোঁটা, চন্দনের আতর ৭ ফোঁটা, গোলাপজল ২ ড্রাম, টিংচার অরিস ১ ড্রাম, স্পিরিট সিকি পাঁইট। প্রথমতঃ অটোডিরোজ ও চন্দনের আতর কিঞ্চিৎ পরিমাণে ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট ভিন্ন অন্যান্য উপাদানগুলির সহিত মিশ্রণ করতঃ ছাঁকিয়া লইয়া পরে স্পিরিটের সহিত মিশাইতে হয়। ইহা প্রস্তুত করা বিশেষ আয়াসসাধ্য।

পাউডার।—এরারুট আট আউন্স, বার্গেমট তৈল অর্দ্ধ ড্রাম, অটো নিরোলি আট ফোঁটা এবং লবঙ্গের তৈল আট ফোঁটা। উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ কৌটা কিম্বা পুরিয়ায় রাখিতে হয়। পাউডার গ্রীষ্মের সময় ঘামাচির একমাত্র মহৌষধ। যাঁহারা এই ব্যাধিতে কষ্ট পান, তাঁহারা পাউডার মাখিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। ছোট শিশুর পক্ষেও ইহা অতিশয় উপকারী। ইহা সুস্থ দেহেও ব্যবহার করিলে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ইহা একাধারে সুন্দরীর বিলাস সজ্জা এবং মহৌষধ।

রোজ পাউডার।—এরারুট ১ পাউণ্ড, রোজ পিঙ্ক ৫ গ্রেণ, অয়েল অব্ রোজ ৩০ ফোঁটা, চন্দন তৈল ৫ ফোঁটা, একত্রে মিশ্রিত করিতে হয়।

কোল্ড ক্রিম।—মম ৬ ড্রাম ও বাদামের তৈল এক আউন্স, একত্রে অগ্ন্যুত্তাপে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে অর্দ্ধ আউন্স গরম জল মিশ্রিত করিতে হইবে। তারপর আট গ্রেণ সোহাগা, এবং ছয় ফোঁটা অটো-ডি-রোজ দিয়া আলোড়ন করিতে হইবে। শীতল হইলেই পাত্রে ঢালিয়া

রাখিতে হইবে। ইহা ব্রণ ও মেছেতার মহৌষধ। যাঁহারা সহস্তে ক্ষৌর-কার্য্য করেন, ইহা তাঁহাদের অকৃত্রিম বন্ধু। ক্ষৌরকার্য্যের পর সেই স্থানে ইহা লাগাইলে মুখের ত্বক কোমল হয় এবং কখনও ব্রণ কিম্বা অন্যান্য মুখের সৌন্দর্য্যনষ্টকারী ব্যাধির সৃষ্টি হয় না। সাহেবেরা ক্ষৌরকার্য্যে ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। শীতের সময় যাঁহাদের মুখ এবং ঠোঁট ফাটিয়া থাকে, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা উপকারী।

পমেটম।—বত্রিশ আউন্স চর্ব্বি ও এক আউন্স সাদা মম একত্রে অগ্নির উত্তাপে দ্রব করিয়া তাহাতে অটো নিরোলি অর্দ্ধ আউন্স ও ক্লোভস্ এক ড্রাম মিশ্রিত করিতে হয়। তার পর রং করিবার জন্য গ্যাস্কোজরুট দ্বারা চর্ব্বিকে রং করিয়া লইতে হয়।

এই সমস্ত এসেন্সের উপাদানগুলি কলিকাতার বটকৃষ্ণ পালের ঔষধালয়ে ও বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসে পাওয়া যায়। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ উক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে গৃহে বসিয়া বিনা আয়াসে ইহা প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল এসেন্স ভিন্ন আরো প্রায় পাঁচ শত প্রকার এসেন্স আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশিত করিব। উপরোক্ত যে এসেন্সগুলি লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এসেন্সের মিশ্রণ অতি কঠিন কার্য্য। ক্রমাগতঃ পরীক্ষা না করিলে উত্তম এসেন্স প্রস্তুত হয় না। এই কথা স্মরণ করিয়া সকলেই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। যাঁহারা শিশি ও কর্ক ক্রয় করিতে চান, তাঁহারা রাধাবাজারে ইহা প্রাপ্ত হইবেন। রিবন ও ক্যাপসিউল বটকৃষ্ণ পালের বিপনীতে পাওয়া যায়। লেবেল ও কেস কলিকাতার যে কোন মুদ্রাযন্ত্রে অর্ডার দিলেই হইবে।

এসেন্স প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে একবার কেমিষ্ট্রীখানি পাঠ করা উচিত। পরিস্রাবণ (Distillation), বকযন্ত্রে চোলাই করা ইত্যাদি রসায়ন পাঠ না করিলে হইতে পারে না।

এই প্রবন্ধে আমরা সামান্য মূলধনে জীবিকা নির্ব্বাহের যৎকিঞ্চিৎ আভাষমাত্র দিতে চেষ্টা করিয়াছি ; একটু চেষ্টা করিলেই গৃহে বসিয়া সকলেই ইহা করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায় গুণসাগর মহাশয়ের

কথা-মালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৪)

ক্ষুদ্রের ক্ষমতা।

ক্ষুদ্র কি বৃহৎ হয় না? ছোট কি বড় হয় না? তাই বলি, ক্ষুদ্র বলিয়া দুঃখ করিও না!--নিরন্ন বলিয়া নিরাশ হইও না! ক্ষুদ্রের ক্ষমতা দেখ! ক্ষুদ্র বালু-কণা প্রকাণ্ড পর্ব্বত সৃষ্টি করে! ক্ষুদ্র জল-বিন্দু প্রচণ্ড নদ-নদী সৃষ্টি করে! ক্ষুদ্র বালু-কণা বালু রাশি-রূপে সাগর ভরিয়া নগর গড়ে! ক্ষুদ্র বারি-বিন্দু জল-রাশি-রূপে নগর ভাঙ্গিয়া সাগর করে! স্বীকার করি, তুমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র! তাই বলিয়া কি নগণ্য বালু-কণা বা নগণ্য বারি-বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র? ক্ষুদ্রের ক্ষমতা বিশ্বাস কর না, তাই উন্নতি করিতে পার না! বিশাল বট-বৃক্ষের বীজ ক্ষুদ্র শর্ষপ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র! বিশাল বটবৃক্ষগুলি এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে! ক্ষুদ্র শিশুই কালক্রমে বীর-কেশরী নেপোলিয়ন ও দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার হইয়াছে!

এ সম্বন্ধে বালক-পাঠ্য পুস্তকেও একটী অতিসুন্দর ইংরাজী কবিতা আছে। সেই অপূর্ব্ব কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, যথা ঃ—

"Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean,
And the pleasant land.
Little deeds of kindness.
Little words of love,
Make our earth an Eden,
Like the heaven above."

——

(৫)

কেউ ক্ষুদ্র নও !

এডিসনের একটী গভীর নীতি-পূর্ণ গল্প শুন !—"মেঘ হইতে একটী ক্ষুদ্র বারি-বিন্দু অতল সিন্ধু-সলিলে পতিত হইবার কালে মনে করিল, "হায় রে ! আমি একটী ক্ষুদ্র জল-বিন্দু ! অতল সাগর-সলিলে মিশিয়া, এখনই আমার অস্তিত্ব লোপ হইবে !" সিন্ধু-সলিলে পতনমাত্রেই একটী শুক্তি (ঝিনুক) আসিয়া সেই বারি-বিন্দুটী উদরস্থ করিল ! কালক্রমে সেই বারি-বিন্দু শুক্তি-গর্ভে মুক্তারূপে পরিণত হইয়া ধীবর-হস্তে ধৃত হইল। সেই শুক্তি-গর্ভস্থ মূল্যবান্ মুক্তাটী পরিশেষে প্রবল প্রতাপান্বিত পারস্য-রাজের মুকুটে গিয়া স্থানলাভ করিল !" শিবজীও শিশু ছিলেন ! প্রতাপাদিত্য প্রথমেই প্রতাপাদিত্য ছিলেন না ! তাই বলি, কেহই ক্ষুদ্র নও !

(৬)

জগজ্জয়ের মুষ্টিযোগ।

ইংরাজী ভাষায় একটী প্রবচন আছে—A man without a smiling face should not open a shop. এ কথার তাৎপর্য্য এই, যিনি ব্যবসায়ী, তাঁহাকে মিষ্টভাষী হইতে হইবে ! যিনি লোকের সহিত হাসিমুখে কথা কহিতে জানেন না, তিনি যেন দোকান করেন না ! সুতরাং যে কোনও বিষয়ে—যে কোন ব্যবসায়ে—যে কোনও ব্যবহারে—যে কোনও কার্য্যে—মিষ্টভাষী হও, কার্য্য-সিদ্ধি হইবে ! উন্নতি-লাভ তো সামান্য কথা, জগৎ জয় করিতে পারিবে ! মিষ্টভাষিতা সম্বন্ধে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কি বলিয়াছেন, শুন :—

"কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ,
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ।
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কাণে,
কোকিল অখিল-প্রিয় সুমধুর 'তানে'।" *

[* এ স্থলে কবিবরের শব্দটী ছিল 'গানে'। শ্রীযুক্ত রায় গুণসাগর মহাশয় বলেন, 'গানে' স্থলে 'তানে' হওয়া উচিত। কারণ, কোকিলের পঞ্চম 'তান', পাপিয়ার সপ্তম 'তান', চির-প্রসিদ্ধ কথা। সুতরাং, কোকিলাদির তানকে 'গান' বলা ঠিক নহে ! তবে —"নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ"।]

সংবাদ।

'মানসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "নবান্ন" নামে একখানি উৎকৃষ্ট ছোট গল্পের বই পূজার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবে। বঙ্গ-সাহিত্যে ফকিরবাবুর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই; তিনি মাসিক পত্রিকাগুলিতে গল্প লিখিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার "ঘরের কথা" বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখের কথা—তাঁহার "পথের কথা" পূজার আনন্দ-পর্য্যটনকারী বাঙ্গালীকে অনেক পথের সঠিক সংবাদ দিবে। আমরা তাঁহার "নবান্নের" জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

'বাণী', 'সাহিত্য, 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী' প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গলার বেগম" নামে নবাবী আমলের একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপক সুপণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানিতে অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক বহুকষ্টে সংগৃহীত তিনখানি বেগম-চিত্র, সিরাজুদ্দৌলার সমাধি খোস্‌বাগ ও জাফরাগঞ্জ সমাধি-ভবনের হাফটোন চিত্র থাকিবে। পুস্তকখানি প্রেসে গিয়াছে—পূজার পরে প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানি নবাবী আমলের নিখুঁৎ ফটো। ইঁহাতে অনেক নূতন তথ্যের সমাবেশ আছে।

দরবারে সুখ্যাতি।—অতি অল্প সময়ের ভিতর ৪০নং গরাণহাটা ষ্ট্রীটস্থ মণিকার মেসার্স মণিলাল কোং সাধারণ্যে সুপরিচিত হইয়াছেন। সহর ও মফঃস্বলের অধিকাংশ রাজা, মহারাজা ও জমীদারবৃন্দ ইঁহাদের খরিদ্দার ও পৃষ্ঠপোষক। এই ফারমের বিনয়ী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অশেষ যত্নে এই কারবারের দিন দিন উন্নতি করিতেছেন। রামপদ বাবু একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। জীবন-সংগ্রাম, মানব-চিত্র, সংসার-চিত্র প্রভৃতি পুস্তক তাঁহারই লেখনী-প্রসূত। কাজেই এই ফারমের অভিনব প্যাটার্ণ, মনমাতান হাই-পালিশ, গঠন-চাতুরী ও শিল্প-নৈপুণ্য যে সকলকে মুগ্ধ করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে?

সম্প্রতি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে রাজসাহী মিউনিসিপ্যালিটী হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। যে রৌপাধারে এই অভিনন্দন-পত্র স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা মণিলাল কোং প্রস্তুত করিয়াছেন। রাজসাহী মিউনিসিপ্যালিটী বড় বড় ফারম পরিত্যাগ করিয়া মণিলাল কোম্পানীকে এই কার্য্যভার দিয়া যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। এই রজতাধারের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া সমবেত সুধীবৃন্দ সকলেই মণিলাল কোম্পানীকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা মণিলাল কোম্পানীর যাহাতে আরো উন্নতি হয়, তজ্জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা করিতেছি।

সমালোচনা।

মেসার্স এইচ, বেনার্জ্জি এণ্ড কোংর কারবার কলিকাতা ১নং গরাণহাটা চিৎপুর রোডের উপর। ইঁহারা "মায়াপুরি মেটেল" নামক একপ্রকার মিশ্রধাতু আবিষ্কার করিয়া নানা প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছেন। পিতল, তাম্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংমিশ্রনে এই "মায়াপুরি মেটেল" প্রস্তুত হয়। ইঁহাদের প্রস্তুত "মায়াপুরি মেটেলের" গহনাগুলি দেখিতে ঠিক গিনিসোণার গহনার মত এবং রংও গিনিস্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহা যে গিনিস্বর্ণের গহনা নয় তাহা সহজে বুঝিবার বা ধরিবার উপায় নাই। আরও সুবিধা এই যে, কেমিকেলের গহনার ন্যায় ইহার রং শীঘ্র খারাপ হইয়া যায় না। ইহাঁদের বোতাম, ঘড়ির চেন প্রভৃতি আমরা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, বহুদিন পর্য্যন্ত ব্যবহার চলে। এই "মায়াপুরি মেটেলের" চুড়ি, বালা, অনন্ত, বোতাম, চেন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া যশোহর ও অন্যান্য একজিবিশন হইতে ইঁহারা প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট ও মেডেল পুরস্কার পাইয়াছেন। স্বর্ণের গহনার অত্যধিক অর্থব্যয় করিবার যাঁহাদের শক্তি, ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই, তাঁহারা অনায়াসে "মায়াপুরি মেটেলের" গহনা ব্যবহার করিয়া বা করাইয়া কেবল যে তৃপ্তি লাভ করিবেন তাহা নহে, অত্যধিক অর্থব্যয়ের দায় হইতেও মুক্ত হইতে পারিবেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ইঁহারা গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ৺মহাপূজা উপলক্ষে গিনির ন্যায় উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট নূতন নূতন প্যাটার্ণের নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহারা "মায়াপুরি মেটেলের গহনার বৃহৎ ক্যাটলগ বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ইঁহাদের আবিষ্কার ভারতে প্রকৃতই নূতন। এই নূতন ধাতু আবিষ্কারের জন্য এইচ, বেনার্জ্জি এণ্ড কোং দেশের লোকের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা আশা করি, পূজার বাজারে সকলেই ইঁহাদের "মায়াপুরি মেটেলের" অলঙ্কার কিছু না কিছু ক্রয় করিবেন।

ব্যবসায়ীতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

ব্যবসায়ীর গ্রাহক ছাড়া প্রতি মাসে তিন হাজার কাপি প্রতি জেলার নূতন নূতন স্থানে প্রেরিত হইতেছে। যাঁহারা ব্যবসায়ীতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন-দাতাগণ নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বিশেষ বাধিত হইব।

১। এক বৎসরের চুক্তিতে ব্যবসায়ীতে বিজ্ঞাপন দিলে প্রতি পেজ ৫৲ টাকা, অর্দ্ধপেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা। সিকি পেজের কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

২। কভারের প্রথম পেজের নিম্নে অর্দ্ধ পেজ ১০৲ টাকা, (দুই কলারে ছাপা হইবে। কভারের দ্বিতীয় পেজ ৮৲ টাকা, কভারের তৃতীয় পেজ ৮৲ টাকা, কভারের চতুর্থ পেজ ১২৲ টাকা (দুই কলারে ছাপা হইবে।

৩। উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত কম বা বেশী মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি মাসে অগ্রিম দেয়।

৪। নামজাদা ও বিশ্বস্ত ফারম ব্যতীত অন্য ফারমের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করি না।

৫। ব্যবসায়ীতে ক্রোড়পত্র দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার মূল্যাদি সম্বন্ধে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঠিক করিতে হয়।

৬। দুই এক মাসের জন্য অস্থায়ী বিজ্ঞাপন দিলে উপরোক্ত মূল্যের দেড়গুণ মূল্য দিতে হইবে।

৭। প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতাকে প্রতি মাসে ১খানি করিয়া "ব্যবসায়ী" বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ব্যবসায়ী।

১৪ নং গৌরলাহাষ্ট্রীট, কলিকাতা।

থাকেন এবং চিরকাল ঐ দালালীও করিতে থাকেন। কিন্তু অন্য কোনও বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয়ের তাদৃশ সহায়তা করেন না কিম্বা এই অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজে স্বাধীন ব্যবসায়ী হইতে পারেন না। এইজন্য বাঙ্গালীর উন্নতি নাই এবং বাঙ্গালীর দুর্দ্দশাও ঘুচিতেছে না।

আমাদের এই বিষয়ে একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। উহা এই স্থানে ...লিয়া থাকিতে পারিলাম না। দেশী জিনিস সকলেই পছন্দ করেন, ... বিলাতীর পক্ষপাতী হইলেও হয়ত চক্ষু লজ্জার খাতিরে দেশী ...ড়িলে ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু দেশী জিনিস সকলস্থানে ...য় না। কোথায় দেশী দ্রব্য পাওয়া যাইবে তাহার ...ক্ষেত্রে বাস্তবিক তাহা সম্ভবপর নয়। যদি আমরা ...র লইয়া বেড়াই কিম্বা প্রত্যেক দোকান-

ব্যবসা ও ব্যবসায়ী

...হইলে স্বদেশীয় বস্তুর যথেষ্ট ...মাল কাটাইবার

ব্যবসা করিতে হইলে মূলধন আবশ্যক। বিনা মূলধনে কিছু হয় না ... ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ব্যবসার রীতিনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। অধিকাংশ ব্যবসা তথায় যৌথ-কারবাররূপে চলিতেছে। এখানে ইউরোপীয় বণিক ব্যবসা করিতে আসিয়া প্রথমে একজন অংশীদার অন্বেষণ করে. অনেক বাঙ্গালী কিম্বা মাড়োয়ারী ধনী তাহার সঞ্চিত অর্থরাশি প্রথমে তাহার হস্তে তুলিয়া দেয়, তৎপরে তিনি ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম তাহারা মাল কাটাইবার জন্য যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তখন তাঁহাকে দেখিলে কিছুতেই মনে হইবে না যে, ইহারাই আমাদের বর্দ্ধিত প্রীত্যাদি সযত্নে সবুট পদাঘাতে ভগ্ন করেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতে সেই ব্যবসায়ী একজন মস্ত বড়লোক হইয়া পড়েন। এই রীতি নীতিতে একটু নূতনত্ব আছে--পৃথিবীর আর কোথাও এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না--ইহা কেবল ভারতবর্ষেই সম্ভব। বিলাতে বা আমেরিকায় যে সকল যৌথ কারবার আছে, তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী স্বতন্ত্র এবং পূর্ব্বে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসা-প্রণালী শিক্ষা করিতে আইসে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেয় যে, কি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যাইবে। কিসে কেরাণী, উকীল প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আমেরিকা ও জাপানে কিন্তু ব্যবসাদি করিবার জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আমরা যৌথ কারবার করিতে যাইয়া প্রথমে মস্ত আড়ম্বর করিয়া বসি, শেষে

থাকেন এবং চিরকাল ঐ দালালীও করিতে থাকেন। কিন্তু অন্য কোনও বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয়ের তাদৃশ সহায়তা করেন না কিম্বা এই অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজে স্বাধীন ব্যবসায়ী হইতে পারেন না। এইজন্য বাঙ্গালীর উন্নতি নাই এবং বাঙ্গালীর দুর্দ্দশাও ঘুচিতেছে না।

আমাদের এই বিষয়ে একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। উহা এই স্থানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। দেশী জিনিস সকলেই পছন্দ করেন, মনে মনে বিলাতীর পক্ষপাতী হইলেও হয়ত চক্ষু লজ্জার খাতিরে দেশী জিনিস সম্মুখে পড়িলে ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু দেশী জিনিস সকলস্থানে সকল সময়ে পাওয়া যায় না। কোথায় দেশী দ্রব্য পাওয়া যাইবে তাহার সন্ধান করিয়া বেড়ান, কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তবিক তাহা সম্ভবপর নয়। যদি আমরা স্বদেশীয় জিনিস লোকের দ্বারে দ্বারে লইয়া বেড়াই কিম্বা প্রত্যেক দোকানদারকে রাখিবার জন্য অনুরোধ করি, তাহা হইলে স্বদেশীয় বস্তুর যথেষ্ট প্রচার করা হয়। ইউরোপীয় বণিক তাহার দেশের আনীত মাল কাটাইবার জন্য প্রথম প্রথম পদব্রজে প্রত্যেক দোকানদারের নিকটে যায়, তাহার নমুনা দেখায়—প্রতিযোগীতায় দাম সস্তা ইহা বুঝাইয়া দেয় এবং দোকানদারকে তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য করে। এই প্রকারে তাহারা স্বদেশের বস্তু প্রচারে যত্নবান হয়। আমরা কেরাণীগিরি করিতে পারি—না খাইয়া দিন কাটাইতে পারি—কিন্তু এই প্রকার কার্য্য করিতে পারি না। এই কার্য্য করিতে হইলে ব্যবসায়ীর মূলধনের আদৌ আবশ্যকতা নাই। সকল ব্যবসায়ী অতিশয় আনন্দের সহিত—উক্ত দালাল বা কাট্‌তিদারকে যে সাহায্য করিবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা কিন্তু এমনই পরপদলেহী পরমুখাপেক্ষী অলস অকর্ম্মণ্য ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি যে, কায়িক পরিশ্রম করিতে আদৌ স্বীকৃত নহি। এই উপেক্ষিত জাতি দিন দিন শারীরিক ও সামাজিক বলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা হইতে ভারতভূমি উর্ব্বরা, এই স্থানে প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে। এত সুমধুর ফল, এমন সুনির্ম্মল জল, প্রকৃতির ঈদৃশ সুন্দর দৃশ্যাবলী এই দুগ্ধময় ও মধুময় রাজ্যে সদা সর্ব্বদা বিরাজিত। এরূপ দেশেও আমাদিগকে অদৃষ্টের দারুণ পরিহাসে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে। আমরা নিতান্ত অপদার্থজাতি হইয়া পড়িয়াছি।

ব্যবসায়ীর ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে প্রথম চাই মূলধন, দ্বিতীয়

সাহস ও পরিশ্রম, তৃতীয় সাধুতা, চতুর্থ কথা বা কড়ার। মূলধন প্রথম ঠিক করিতে হইবে, আপনার ওজন বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালী রাতারাতি বড়লোক হইবার আশায় অগ্রেই অনেক পণ্য ক্রয় করিয়া ফেলেন। ফলে দেখা যায় যে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। আমাদের দেশের ধনীগণ টাকা ছাড়িতে রাজী হন না। তাঁহারা ব্যবসা প্রভৃতি হাঙ্গামায় থাকিতে রাজী হন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অনেক প্রতিভাবান্ ছাত্র শিল্প ও বিজ্ঞান-সমিতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইংলণ্ড আমেরিকা জাপান হইতে নানাবিধ ব্যবহারিক শিল্পপ্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোন ধনী তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া চাকরী স্বীকার করিতে হইয়াছে। হায়! ইহাপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে!

তারপর ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ বড়ই বজায় রাখিয়া চলিতে চান। তাহারা একাকীই সর্ব্বগ্রাস করিতে চান। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও তাহার সাহায্য করিতে চায় না। ফলে উভয় দলই স্ব স্ব নির্ব্বুদ্ধিতার ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়। যদি আমাদের দেশে আমেরিকা ও ইউরোপ দেশের ব্যবসায় নীতি প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অনেকলোক বিনা মূলধনে ব্যবসা করিতে পারে। ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এদেশজাত দ্রব্যের কাট্‌তী বৃদ্ধি পায়। এই প্রকার না করিলে দেশের শিল্প বিস্তার হইবে না। আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইবে। সকলেই যদি মাল কিনিয়া গুদামজাত করে, কাট্‌তীর জন্য চেষ্টা না করে, তাহা হইলে শিল্পবিস্তার কি প্রকারে হইতে পারে? ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স হইল, মহা আড়ম্বরে কলিকাতায় চারিটী শাখা হইল, আড়ম্বর অনুষ্ঠানের ক্রটী হইল না। কিন্তু স্থায়ী হইল কি? সমস্ত শাখা উঠিয়া গিয়াছে। শেষ প্রধান কার্য্যালয় সেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কাট্‌তির চেষ্টা না করিয়া মাল গুদাম-জাত করিয়া রাখিলে এই প্রকার ফলই হইয়া থাকে। মাল কাটাইবার চেষ্টা অগ্রে করা উচিত, তাহা হইলে বিনা মূলধনে অনেকে ব্যবসা করিতে পারিবেন এবং ব্যবসায়ীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে ও দেশের পণ্য-সম্ভার বিস্তার হইবে। দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে হইলে অগ্রে অর্থাগমের উপায় করা সকল ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য।

তৎপরে সাহস চাই। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া

থাকিলে চলিবে না। সৎসাহস অগ্রে আবশ্যক। প্রথমেই যদি মনে এই প্রশ্ন উঠে, "আমি এ ব্যবসা করিতে পারিব কি?" তাহা হইলে জানিবেন যে, যাহার স্বাবলম্বন শিক্ষা করা নাই, সে কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আত্মনির্ভরতা ব্যবসায়ীর প্রধান অঙ্গ। সাহস ব্যবসায়ীর মূলমন্ত্র ও শক্তি। আপনার প্রচুর মূলধন ও ব্যবসায়-বুদ্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু যদি সাহস না থাকে, আপনার পতন অবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে আপনার ব্যবসা করিতে যাওয়া অন্যায়। তারপর পরিশ্রম। পরিশ্রম ব্যবসায়ীর প্রধান শক্তি। যে পরিশ্রম করিতে জানে না, তাহার ব্যবসা স্থায়ী হয় না। পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ বিলাসিতাশূন্য, জাঁকজমক ও অপব্যয়শূন্য; কিন্তু অস্মদ্দেশের ব্যবসায়ীগণ বাবুর এক শেষ। কার্য্যস্থলে গদিয়ান হইয়া বসিয়া আছেন। মুখে দিবারাত্র তামাকের নল লাগিয়া আছে, পশ্চাতে পশ্চাতে জন কয়েক ভৃত্য আছে। এই প্রকারে তিনি কার্য্য করিতেছেন। দুগ্ধফেননিভ শয্যা—কিম্বা কুসুমাকীর্ণ পথ ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রশস্ত নহে। কার্যক্ষেত্রে ঘোরতর পরিশ্রম করিতে হইবে। আত্মাভিমান বংশাভিমান সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তবে ব্যবসা করিতে পারিবেন। ইংরাজের ন্যায় পরি-শ্রমী ব্যবসাদার অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ যে প্রকার পরিশ্রম করিয়া ব্যবসা পরিচালিত করে, তাহা জগতের সকল জাতির অনুকরণীয়। কার্যাক্ষেত্রে সকলেই ইহা দেখিতে পাইতেছেন। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু না বলিলেও সকলে ইহা বুঝিতে পারিবেন। এক মটর কোম্পানীর সাহেবকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, হঠাৎ রাস্তায় যাইতে যাইতে একটী মটরের কল খারাপ হওয়ায় গাড়ীখানিকে তাঁহার দোকানে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ মটর সারিবার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। অবশেষে সাহেব রাস্তার উপর মটরের নিম্নে শয়ন করিয়া উহা মেরামত করিতে আরম্ভ করি-লেন। যখন তিনি চারিঘণ্টা এই প্রকার কঠোর পরিশ্রম করিয়া বাহিরে আসিলেন আমরা দেখিলাম, তখন একটু শীতও ছিল তাঁহার সর্ব্বশরীর স্বেদ-জলে ভিজিয়া গিয়াছে—তাঁহার পোষাকাদি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই পরিশ্রম করা অন্য কোনও জাতির পক্ষে অসম্ভব। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর সাহেবগণ যে প্রকার পরিশ্রম করেন—তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। আমরা ইংরাজের অনুকরণ করি বলিয়া একটা সুনাম আছে। যাহা কিছু মন্দ তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি—ভালগুলি যত্নপূর্ব্বক

পরিত্যাগ করি। আমাদের দেশে ব্যবসায়ী যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন—তার-পর শুনিতে পাইবেন যে, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রয় হইতেছে। ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিয়েছেন কি? এত বেশী বিলাসিতা আমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে যে সামান্য কিছু লাভ হইলেই আমরা মস্ত আড়ম্বর করিয়া থাকি। গাড়ী, ঘোড়া, বাগান, চাকর, পোষাক ও পরিচ্ছদে অজস্র মুদ্রা ব্যয় করি। তারপর চক্ষু বুজিলেই দেউলিয়া আসামী। কথাগুলি অনেকের অপ্রিয় হইতে পারে কিন্তু আমরা সত্য কথা বলিতে কিঞ্চিৎমাত্রও পরাঙ্মুখ নহি।

তার পর সাধুতা। ব্যবসার ভিত্তি যদি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহার আর বিনাশ নাই। অসাধু ব্যবসায়ী দুইদিনের জন্য উন্নতি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ব্যবসা চিরস্থায়ী হইবে না। ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাধুতা উন্নতির একমাত্র উপায়। এইজন্য ব্যবসায়ী এ দেশে সাধুনামে অভিহিত হইত। যাহারা সাধু বলিয়া পরিচিত, এককালে তাহারা অর্ণবপোত লইয়া সিংহল, চীন, জাপান, শ্যাম, আরব ও পারস্যে উপস্থিত হইয়া আপনাদের পণ্যসম্ভার তদ্দেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়া জগতে বিস্ময় উৎ-পাদন করিয়াছিল। সাধুর লক্ষণ "নির্বৈরং সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কার বর্জ্জিতঃ। নিরপেক্ষো মুনির্বীত রাগঃ সাধুরিহোচ্যতে।" এখন সে স্বর্ণযুগ চলিয়া গিয়াছে।

তার পর কড়ার বা অঙ্গীকার। ব্যবসায়ীর কথা ঠিক হওয়া চাই। যাহা বলিব, তাহার যেন নড়চড় না হয়। যদি দুই দিনে কোনও কার্য্য না করিতে পারি, তাহার জন্য দশদিন সময় প্রার্থনা করিব, তত্রাপি দুই দিনে দিব বলিয়া কথার খেলাপ করা কোনমতে উচিত নয়। ব্যবসায়ীর এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কথায় জগৎ চলিতেছে, কথায় সব হয়, কথা ঠিক রাখা চাই। কোনও বিষয়ে কথার খেলাপ হইলে দারুণ অপযশের ভার স্কন্ধে লইতে হইবে। সেই সঙ্গে খরিদ্দারের সহানুভূতি চলিয়া যাইবে, পরিশেষে কারবার নষ্ট হইয়া যাইবে। আমরা মোটামুটি কতিপয় বিষয় এই স্থানে আলোচনা করিলাম। বিষয়গুলি ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা অর্জ্জন করিয়াছি। আশা করি, ইহা সকলে মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। আর একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ব্যবসায়ী কখনও স্পেকুলেশন অর্থাৎ "চাল"—একটা ব্যবসায়ে আপাততঃ লাভ হইতেছে অতএব উহা করিব—ইহা কখনও করিতে যাইবেন না। যাহা করিবেন সেই বিষয়ে যেন একোনিষ্ঠ থাকে। ইহা করিলে কালে এই দাড়ায় যে, আদি ব্যবসার দিকে আদৌ মন থাকে না এবং উহাও নষ্ট হইয়া যায়। পরিণামে একুল ওকুল দুকুল নষ্ট হইয়া যায়। তখন ব্যবসায়ীর সর্ব্বনাশ হয়, সে অকুল পাথারে ভাসিতে থাকে। আজ এই ব্যবসা করিতেছি, কাল দেখিলাম, পাট বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়; অতএব পাটের ব্যবসা করিতে গেলাম। ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা অতীব গর্হিত এবং অনিষ্টকর। কোনও একটা বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিতে হইলে—অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহা লইয়া থাকিতে হয়। একদিনে অভিজ্ঞতা জন্মে না। বিশেষতঃ ব্যবসা-ক্ষেত্রে। কাজেই নূতনত্ব কিছু করা ব্যবসায়ীর চাল নহে। যাহার সে বিষয়ে বুদ্ধি নাই, সে যে সে কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইবে ইহা পঞ্চম বর্ষীয় শিশুও বুঝিতে পারে। অনুকরণ করা বড় অপরিণামদর্শীর কার্য্য। ইহার ফলে অকৃতকার্য্যতা ও সর্ব্বনাশ আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভেজালে দণ্ড।

আমরা কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে যে সকল ব্যক্তি খাদ্যে ভেজাল দিয়াছিল বলিয়া জরিমানা দিয়াছে, তাহাদের নাম ঠিকানা এবং জরিমানার পরিমাণ নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

বৈকুণ্ঠ দত্ত, ৩৮ নং কন্‌ভেণ্ট রোড, ভেজাল দেওয়া ঘৃতে কচুরী ভাজিয়া বিক্রয় করিয়াছিল, ৪০৲ টাকা জরিমানা। হেমচন্দ্র নাগ, ৪১।৪ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, ভেজাল দেওয়া ঘৃতে গজা ভাজিয়া বিক্রয় করিয়াছিল, ৪০৲ টাকা জরিমানা। ব্রজনাথ দাস, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, ভেজাল দেওয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিয়াছিল, ৮০৲ টাকা জরিমানা। পঞ্চানন দাস, লালাবাবুর বাজার, ভেজাল দেওয়া ঘী বিক্রয় করিয়াছিল, ৪০৲ টাকা জরিমানা। মুলুক চাঁদ, ৭০ নং অপার চিৎপুর রোড, ভেজাল দেওয়া ঘৃতে কচুরী তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিয়াছিল, ৩০৲ টাকা জরিমানা। মুরলী, ১৬৩ নং কটন ষ্ট্রীট, চর্ব্বি

মিশানো ঘী বিক্রয় করিয়াছিল, ৩০৲ টাকা জরিমানা। বৈদ্যনাথ ঘোষ, ৩৬।১ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ভেজাল দেওয়া দুধ বিক্রয় করিয়াছিল, ৩০৲ টাকা জরিমানা। গোপীনাথ ঘোষ, ৭৫ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, ভেজাল দেওয়া ঘী বিক্রয় করিয়াছিল, ২৫৲ টাকা জরিমানা। ভূতনাথ ঘোষ, ৭২ ও ৭৩ নং মালঙ্গা লেন, ভেজাল দেওয়া দুধ বিক্রয় করিয়াছিল, ২০৲ টাকা জরিমানা। পাঁচুগোপাল ঘোষ, বেলঘরিয়া, ভেজাল দেওয়া দুধ বিক্রয় করিয়াছিল, ২২৲ টাকা জরিমানা। জয়নারায়ণ, ৬৩ নং সিমলা ষ্ট্রীট, ভেজাল দেওয়া ঘী বিক্রয় করিয়াছিল, ২৫৲ টাকা জরিমানা। যোগেন্দ্র ঘোষ, রূপচাঁদ লেন, ভেজাল দেওয়া দুধ বিক্রয় করিয়াছিল, ২০৲ টাকা জরিমানা। হরিদাস দে ৯২ নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, ভেজাল দেওয়া ঘৃতে নিমকি তৈয়ারি করিয়া বেচিয়াছিল, ২৫৲ টাকা জরিমানা। পান্নালাল মাড়োয়ারী, ১৪৬ নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, ভেজাল দেওয়া ঘী বিক্রয় করিয়াছিল, ২৫৲ টাকা জরিমানা। রমণী, ৫৮ নং অপার চিৎপুর রোড, ভেজাল দেওয়া ঘৃতে কচুরী তৈয়ারি করিয়া বেচিয়াছিল, ২০৲ টাকা জরিমানা। মহাদেও, ১৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, ভেজাল দেওয়া ঘী বিক্রয় করিয়াছিল, ২০৲ টাকা জরিমানা। মনোহর বাজপাই, ১১৯ নং করপোরেশন ষ্ট্রীট, ভেজাল দেওয়া ঘী বিক্রয় করিয়াছিল, ২০৲ টাকা জরিমানা। হনুমান, ১২৭ নং হ্যারিসন রোড, ভেজাল দেওয়া সরিষার তৈল বিক্রয় করিয়াছিল ২০৲ টাকা জরিমানা। লম্পোরাম, ১২ নং কাশীনাথ মল্লিকের লেন, ভেজাল দেওয়া সরিষার তৈল বিক্রয় করিয়াছিল, ২০৲ টাকা জরিমানা। হরিদাস দাস, ৮ নং ঠাকুর ক্যাসল রোড, ভেজাল দেওয়া ঘী বিক্রয় করিয়াছিল, ২০৲ টাকা জরিমানা। শঙ্কর, ২৬ নং ব্রাহ্মণপাড়া লেন, ভেজাল দেওয়া ঘী বিক্রয় করিয়াছিল, ২০৲ টাকা জরিমানা। ননীলাল দাস, ১৫ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ভেজাল দেওয়া ঘৃতে কচুরী তৈয়ারি করিয়াছিল, ২০৲ টাকা জরিমানা। ১৩ নং দর্মেহাটার শিউনারায়ণ ভেজাল ঘৃত বিক্রয়ের জন্য ৭৫৲ টাকা জরিমানা দিয়াছে। ১৪ নং বড়তলা ষ্ট্রীটের মহাবক্স মুলচাঁদ ভেজাল ঘৃত বিক্রয়ের জন্য ৫০৲ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৩৭-৪ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের চন্দ্র মাড়োয়ারির ভেজাল ঘৃত বিক্রয়ের জন্য ৭০৲ জরিমানা হইয়াছে। ভেজাল দুধ বিক্রয়ের জন্য পুরাতন বৈঠকখানা বাজারের লালবিহারী ঘোষের ৪০৲ জরিমানা হইয়াছে।

ব্যবসায়ের পন্থা।

পৃথিবীর কোনও সামগ্রীর অপব্যয় অর্থনীতিশাস্ত্রের—ব্যবসায়-বিধানের নীতিবিরুদ্ধ। একালে জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ সঞ্চিত করিয়া তাহা কার্য্যে বিনিয়োগ করা হইতেছে। সূর্য্যকিরণকে আয়ত্ত করিয়া তাহার দ্বারা রন্ধনাদি কার্য্যনির্ব্বাহের চেষ্টা হইতেছে, এমন কি, টেলিগ্রাফে সংবাদ আদান প্রদান কার্য্যে তাহার প্রধান অবলম্বন তারটিকে বাদ দিয়া, কেবল পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়াই অভিষ্টসাধন সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অপরদিকে মনুষ্য পশু প্রভৃতির পুরিষ পর্য্যন্ত কার্য্যে লাগিয়া যাইতেছে। সুতরাং আমরা বস্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য কার্পাসের আবাদ করায় তুলার রাশি রাশি বীজ পাই, তাহা কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা নির্ণয়ের জন্য এদেশের কৃষিবিৎ পণ্ডিত ও অর্থনীতিবিৎ ব্যবসায়িগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক একত্র আলোড়িত হইতেছে

কিন্তু ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এই বিষয়ের আলোচনা অনেক পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। ইয়োরোপের অনেক দেশে কার্পাসের বীজ খুব কাজে লাগিয়া গিয়াছে। কার্পাসের বীজে যে বেশ তৈল হয়, তাহা পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ফ্রান্সের মার্শেলিস নগর এই তৈলের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সেখানে ১৭৫৮৫ টন কার্পাস বীজের তৈল আমদানী হইয়াছিল। মার্কিণ দেশ তুলার আবাদের জন্য বিখ্যাত, এই তৈল সেখান হইতেই ফরাসীদেশে আমদানী হইয়া ছিল। নানাজাতীয় "খৈল"ও ১৯৫৯৭০ টন আমদানী হইয়াছিল। এই খৈল ফ্রান্সদেশের অনেক কৃষিক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ভারতের কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের দৃষ্টিও কার্পাসবীজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কার্পাসবীজ কিছুদিন হইতে প্রচুর পরিমাণে ইয়োরোপের নানাস্থানে রপ্তানী হইতেছে, এবং প্রতি বৎসরই রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয় বলিয়াই সে দেশে ইহার এত আদর হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় দশ পনের হাজার টন কার্পাসবীজ ইয়োরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে। কার্পাস বীজের মূল্য অধিক নহে; মশিনা, মাঠকড়াই প্রভৃতির মূল্য তুলনায় কার্পাস-বীজের মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। এক মণ কার্পাসবীজের মূল্য দেড়

টাকার অধিক নহে; অন্ততঃ বোম্বাইসহরে ইহার এই দর। ভারত হইতে কাঁচা জিনিষ ইয়োরোপে রপ্তানী করা ভারতের পক্ষে বিশেষ লাভজনক নহে; কারণ সেই জিনিষ হইতে কোনও পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতের পারিশ্রমিকে দেশের লোক বঞ্চিত থাকে। আমরা অপরিস্কৃত চামড়া পাঠাইব, জুতার ট্যান করা চামড়া লইব; তুলা দিয়া সুতা লইব—চিরদিন এ নিয়মে কাজ চলিলে আমাদের শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনই উন্নত হইবে না। যদি আমরা এত অল্পদামে বিদেশে কার্পাসবীজ না পাঠাইয়া এদেশে তাহা হইতে তৈল উৎপাদনের চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের শ্রম কখনই অপুরস্কৃত থাকিবে না। কার্পাসবীজের সুপরিস্কৃত তৈল আমাদের এই বিষম তৈল-সমস্যার দিনে, অনায়াসেই খাদ্যসামগ্রী পাকে ও অন্যান্য গৃহকর্ম্মে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ইয়োরোপের কৃষিজীবিরা কার্পাসের খৈলে জমীর উৎপাদিকাশক্তিবর্দ্ধনে এতই কৃতকার্য্য হইয়াছে যে, ইহা তাহাদের ক্ষেত্রের উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, বিলাতের হলনগরে যে মূল্যে কার্পাসের খৈল বিক্রয় হইতেছে, বোম্বাই সহরে কার্পাসবীজের মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং যদি স্বদেশহিতৈষী মহাশয়েরা আমাদের দেশের কৃষকদের বুঝাইয়া দেন যে, কার্পাসবীজের খৈল তাহারা অনায়াসে গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং পরীক্ষার ফল এত সন্তোষজনক হইবে যে, এই খৈলের জন্য সকলেরই আগ্রহ জন্মিবে। তখন কার্পাসবীজের তৈল উৎপাদনের জন্য অনায়াসেই বহুসংখ্যক কল প্রতিষ্ঠিত হইবে। সর্ষপ তৈল যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে এবং কার্পাসবীজের তৈলের যেরূপ সুনাম শুনিতেছি, তাহাতে ঘানিতে বীজ মাড়িয়া এই তৈল আহার্য্য দ্রব্যের সহিত সর্ষপতৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায় কি না, তাহার পরীক্ষা হওয়া উচিত। সর্ষপতৈলের নাম করিয়া আজ কাল যে সকল পদার্থ আমাদের পাকযন্ত্রের সচলতা রক্ষা করিতেছে, তাহাদের তুলনায় কার্পাসবীজের তৈল অনেক পরিমাণে নিরাপদ হওয়াই সম্ভব।

আমেরিকায় এই তৈলের ব্যবহার কিরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। পঞ্চাশ গ্যালন তৈল ধরিতে পারে এরূপ ত্রিশ লক্ষ পিপা তৈল এক মার্কিণ মত ক্ষুদ্ররাজ্যে প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে।

কার্পাসবীজের তৈল প্রথমে অপরিচ্ছন্ন ও অব্যবহার্য্য থাকে, ইহাকে কষ্টিক-সোডা দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। অবশ্য কিরূপে প্রচুর পরিমাণ তৈল অল্প সময়ের মধ্যে শোধিত করিতে হইবে, তাহা রাসায়নিক পণ্ডিতগণের দ্বারা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। তবে জানা গিয়াছে, ৫০ হইতে ৩০০ পিপা পর্য্যন্ত তৈল একেবারে বিশোধিত হইতে পারে। পরিষ্কৃত হইলে তৈলের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ হয়, দেখিলে মনে হয়, যেন জলপাইয়ের তৈল। তখন ইহা খাদ্যদ্রব্যে মাখিয়া খাইলে ইহার আস্বাদন কটু বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না; বরং খাদ্যদ্রব্য বেশ সুস্বাদু হয়। পরিষ্কৃত তৈলকে বিশোধিত করিতে প্রতি মণে চারি সের কমিয়া যায়, অর্থাৎ ঐ পরিমাণ রেড়ি বা ময়লা পড়ে। কিন্তু এই রেড়িরও মূল্য আছে; ইহা হইতে সাবান হইতে পারে। অবশ্য ইহা স্বতন্ত্রভাবে সাবান নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয় না। সাবানের ইহা একটী প্রধান উপাদান হইতে পারে। এমন কি, সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য আজকাল বাজারে যে সকল উপাদান কিনিতে হয়, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

আজকাল সাবানের ব্যবসায়ে দারুণ প্রতিযোগীতা উপস্থিত। বিলাতী সাবান ভারতের বাজার হইতে প্রায় নির্ব্বাসিত। ভারতের অনেক প্রধান সহরে সাবানের কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নূতন নূতন লোক সাবানের কারবার স্থাপনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। যিনি জিনিস সস্তা দিতে পারিবেন, তাঁহারই কারবার প্রতিষ্ঠাপন্ন ও লাভজনক হইবে। সুতরাং সাবান ব্যবসায়ীরা কার্পাসবীজের তৈলের 'রেড়ি' দ্বারা কিরূপে সাবান নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করুন। নানাবিষয় আবিষ্কারের সময় আসিয়াছে। এখন আর পুরাতনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না।

এখন এই লাভের ব্যবসায়টি যাহাতে ইয়োরোপীয়েরা একচেটিয়া করিয়া রাখিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। আমরা আমাদের দেশের ধনকুবেরদিগকে এই লাভজনক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপনের জন্য অনুরোধ করি। বিশেষত রাসায়নিকগণের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। স্বদেশীর স্রোত এক ধারায় বহিলে তাহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণের সকল বিষয়ে সুবিধা হইবে, এ আশা নাই; স্বদেশী ভাগীরথীকে শতধারায় শতদিকে প্রবাহিত করিতে হইবে! তাহাতে

আমাদেরই মঙ্গল, তাহাতেই আমাদের গৌরব ও উন্নতি! আর এইজন্যই আমরা এই সকল বিষয়ের আলোচনা একান্ত আবশ্যক মনে করি।

শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হস্তি-দন্ত।

কালস্রোতে ভারতের সুকুমার শিল্পকলা এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই দেখা যায়, ভারত, মিসর, চীন প্রভৃতি দেশে যে প্রকার শিল্পবাণিজ্যের আদর ছিল, এক্ষণে সমগ্র ভূখণ্ড সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাসিত হইলেও সে আদর পায় নাই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে হস্তীর দন্ত হইতে সে সকল শিল্পকলা বাহির হইয়াছিল, এক্ষণে সহস্র চেষ্টা ও সহস্র বৈদ্যুতিক যন্ত্রনিচয়ের শক্তি সে আদর্শ চক্ষের সম্মুখে রাখিয়াও নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইবে না। পুরাকালে নৃপতিগণ হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ছত্র, চামর, সিংহাসন ও নানাপ্রকার বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করিতেন। আসামের ত্রিপুরা ও মণিপুর প্রদেশে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত পাটী প্রস্তুত হইত। এই সকল পাটী মণিপুরবংশীয়েরা ব্যবহার করিতেন। মণিপুরযুদ্ধের পর ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বহু দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক মিউজিয়মে এখনও একটী হস্তিদন্তনির্ম্মিত পাটী দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ইহা তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। আগ্রা, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ, বঙ্গের মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত আধুনিক শিল্পকার্য্যও বৈদেশিকের চক্ষে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এখনও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত তাজমহলের প্রতিকৃতি ও হস্তিদন্তের উপর মোগল বাদশাহ ও বেগমদিগের আলেখ্য ইউরোপীয় জাতি সাদরে ক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা মিউজিয়মে একটী হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত তাজমহাল বহুদিবস পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন ব্যক্তিদিগের নিকট শুনিয়াছি, কলিকাতার হাড়কাটা গলিতে হস্তিদন্তের উপর যে সকল শিল্পকার্য্য হইত, এক্ষণে আর তাহা হয় না। যাঁহারা স্বচক্ষে নির্ম্মিত হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জীবিত আছেন, কিন্তু হায়! সে সকল সুকুমার শিল্পকলা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল?

অন্য দেশে যাহা যায় প্রায় তাহার পূরণ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে মাটীর গুণে যাহা যায় তাহা আর হয় না। এই অভিসম্পাত কি ঘুচিবে না? আমাদের প্রাচীন পুস্তকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, হস্তীর সুদীর্ঘ দন্ত-যুগলকে হস্তিদন্ত বলা হইত। কিন্তু আজকাল হস্তির সকল দন্তকেই হস্তি দন্ত বলা হয়। সকল হস্তীর দন্ত সমান হয় না। এক একটী হস্তীর দন্ত ওজনে প্রায় চারি পাঁচ মণ হইতে পারে। কলিকাতার মিউজিয়মে এই প্রকার দুইটী হস্তিদন্ত ছিল। উহা ওজনে প্রায় চার মণ ছিল। এক্ষণে উহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। হস্তির ন্যায় সিন্ধুঘোটক, জলহস্তী, ওনারোয়াল নামক প্রাণীরও এক এক জোড়া দীর্ঘ দন্ত আছে। ইহাও হস্তিদন্তরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ মূল্যবান নহে। হস্তিদন্তে যে কত প্রকার দ্রব্য নির্ম্মাণ হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হস্তির দন্তের উপর তৈল অঙ্কনকার্য্যও বেশ চলে। হস্তি-দন্ত ছেদিত হইলে যে সকল গুঁড়া পড়ে, তাহা জমাইয়া নরম করিয়া লইলেই কার্য্যকরী হয়। ঐ গুঁড়াকে আবদ্ধ পাত্রে পুড়াইলে Ivory Black নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ রং প্রাপ্ত হওয়া যায়। আজকাল আইভরি ব্ল্যাক্ বলিয়া যাহা বাজারে বিক্রীত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে অস্থি হইতে প্রস্তুত হয় এবং উহা অতি নিকৃষ্ট।

হস্তিদন্তকে চর্ম্মবৎ কোমল করিতে হইলে ফস্‌ফরিক য়্যাসিডে দুই হইতে ১৫ দিন ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তখন উহাকে যে প্রকার ইচ্ছা আকৃতিতে গঠিত করিতে পারা যায়। কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে রাখিলেই উহা পুনরায় কঠিন হইয়া যায়। এইজন্য কোমল হইলেই শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিতে হয়। হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যে নাম লিখিতে হইলে বা উহার উপর নক্সা করিতে হইলে সেই স্থানটী অগ্রে মোমদ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। তাহার পর সূচ কিম্বা নরুণ দ্বারা ঐ মোমের উপর ভাগে এরূপে নক্সা করিতে হয় যে, সেই স্থানটীর মোম উঠিয়া যায়। এখন সেই মোমবিহীন স্থানে ভেজাল সল্‌ফিউরিক এসিড ঢালিয়া দিয়া প্রায় এক কোয়াটার কাল রাখিয়া দিতে হয়। তাহার পর টার্পিণ বা অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা ঐ মোম তুলিয়া ফেলিলে নক্সাটী সুন্দররূপে দেখা যায়।

হস্তিদন্ত যদি বেশী পুরাতন হয়, তবে তাহাকে জিলাটিনএর সহিত কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। বিবর্ণ হস্তিদন্তকে শুভ্র

করিতে হইলে পিউমিস্ প্রস্তরের গুঁড়া দ্বারা জলের সহিত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ক্লোরাইড অব্ লাইম দ্রবে নিমজ্জিত করিলে শুভ্র-বর্ণ হইবে। অথবা হস্তিদন্তের দ্রব্যগুলিকে একটী কাচের শিশির ভিতর পুরিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিতে হয়, যে স্থানটী বেশী বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই দিকে বেশী সূর্য্যকিরণ লাগাইতে হয়। কাচের শিশির ভিতর না রাখিলে জিনিসটী একেবারে খারাপ হইয়া যাইবে, কারণ রৌদ্রতাপে হস্তিদন্তের উপর 'ফুস্কুড়ির" মত ছোট ছোট বিশ্রি দাগ বাহির হয়। যদি এই প্রকার দাগ হয়, তাহা হইলে সাবান ও গরম জল খুব ঘন করিয়া লাগাইয়া পুনরায় কাচের শিশির ভিতর রাখিয়া দিতে হয়।

এক্ষণে হস্তিদন্ত কি প্রকারে রং করিতে পারা যায়, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

রূপালি রং করিতে হইলে নাইট্রেট অব্ সিলভার দ্রবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হল্‌দে রং হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখ। তাহার পর একটী প্রশস্ত পাত্রে পরিষ্কার জল রাখিয়া তাহাতে দ্রব্যটী রাখিয়া পাত্রসমেত উহাকে রৌদ্রে রাখিয়া দাও। দুই তিন ঘণ্টা বাদে উহা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইবে এবং তখন উহাকে জল হইতে তুলিয়া লইয়া ঘর্ষণ করিলে রূপালি রংযুক্ত হইবে। কৃষ্ণবর্ণ রং করিতে হইলে দ্রব্যটিকে খুব তেজস্কর নাইট্রেট অব্ সিলভার দ্রবে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া অনেকক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া দিলেই হইবে। নীলবর্ণ রং করিতে হইলে খুব তেজাল তুঁতের দ্রবে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

রক্তবর্ণ রং করিতে হইলে অনেকক্ষণ উৎকৃষ্ট লালকালীতে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

পীতবর্ণ রং করিতে হইলে প্রথমে ফট্‌কিরি দ্রবে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে হরিদ্রা দ্রবে ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

প্রকৃত হস্তিদন্ত ছাড়া এক প্রকার উদ্ভিজ্জ হস্তিদন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা প্রায় হস্তিদন্তের ন্যায় সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়। আমেরিকায় কতিপয় বৃহৎ নদীতীরস্থ জলাভূমিসমূহে যে এক প্রকার তালজাতীয় শাখাহীন বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, উহাকে স্থানীয় অধিবাসীরা Tagua বলে। নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় উহা ১২ হইতে ২০টী পাতাযুক্ত হয়। স্ত্রীজাতীয় অপেক্ষা পুংজাতীয়গুলি বেশী সোজা ও মোটা গুঁড়িযুক্ত হয়। দুই জাতীয়েরই ফুল নারিকেল ফুলের ন্যায় একটী কোষে আবদ্ধ

থাকে। উহাতে মনুষ্যের মস্তকের ন্যায় বড় বড় ছয় হইতে আটটী ফল হয় এবং এক একটার ওজন প্রায় দশসের হইতে পোনরসের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ ফলের প্রত্যেকটীতে ছয় হইতে নয়টি করিয়া বিচি থাকে। ফল যখন কচি থাকে, তখন উহাতে একপ্রকার জলীয় রস হয় এবং ঐ রস আমাদের দেশের ডাবের জলের ন্যায় সুস্বাদু; এবং স্থানীয় অধিবাসীরা উহা তৃপ্তির সহিত পান করিয়া থাকে। বিচিগুলি বড় হইলে ঐ জলীয়বৎ পদার্থ দুগ্ধবৎ হয় এবং অতি সুমিষ্ট হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে ঐ দুগ্ধবৎ পদার্থটী এত কঠিন হইয়া যায় যে, তখন উহাকে জান্তব হস্তিদন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ বিচি হইতে ছোট ছোট খেলনা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক বৎসর উহা বহু পরিমাণে দেশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

নূতন উপায়ে আর একপ্রকার কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্বদেশী আন্দোলন হইবার পর কলিকাতায় আলুর চুড়ির বড়ই আমদানী হইয়াছিল। পাঠক আপনারা উহা দেখিয়াছেন। এক্ষণে আলুর চুড়ি নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে। উত্তম পরিপুষ্ট বেদাগী গোল-আলু খোসা ছাড়াইয়া ক্রমাগতঃ জল দিয়া ধৌত করিতে হইবে। একটি পাত্রে ৮ ভাগ জল ও একভাগ সলফিউরিক য়্যাসিড রাখ। উহাতে আলুগুলি ফেলিয়া দিয়া অগ্নির উত্তাপে চড়াও। যখন আলুগুলি বেশ গলিয়া যাইবে, তখন পাত্রটী অগ্নি হইতে নামাও। তাহার পর উহাকে খুব চটকাইয়া ঘন ঘন খণ্ড কর। ৫।৬ বার গরম ও ঠাণ্ডাজলে ধৌত করিতে হইবে। তার-পর ঐ খণ্ড নানারূপ ছাঁচে ফেলিয়া নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ইহার উপর পালিস ও রং প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য হয়। যদি হস্তিদন্তের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম শৃঙ্গের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে আলুর পরিবর্ত্তে সালগ্রাম ব্যবহার করিতে হয় এবং কৃত্রিম প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে আলুর পরিবর্ত্তে গাজর ব্যবহার করিতে হয়। এই আলু হইতে যত রকম জিনিস তৈয়ারী হইতে পারে, তাহার কতকগুলি নামোল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। আশা করি, এসম্বন্ধে অপর কেহ বিশদ আলোচনা করিবেন। চুড়ি, পিকলু, বাঁশী, হারমনিয়ম ও পিয়া-নোর চাবি বা রিড্, বোতাম, আংটী বা সাবানের বাক্স, পানের ডিবা, ছুরির বাঁট, ছাতির বাঁট, সর্ব্বপ্রকার খেলনা ও পুতুল, ছড়ি, বিলিয়ার্ডের বল, পাখা, চিরুনী, দাবার বল, পাশার পাঞ্জি, কাগজকাটা শ্লাইস, দেশলাইয়ের

খোল, সিগারেটের বাক্স, ও ছাই রাখিবার পাত্র, কলমের হ্যাণ্ডেল, রেকাব, থালা, গেলাস, বাটী, রুল, ফটোগ্রাফের প্লেট, ডেভেলপ করিবার জন্য প্লেট ইত্যাদি।

কদলী।

আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় কলার সূতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এইবার কলার চাষ সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত বলিবার ইচ্ছা আছে। আমাদের শস্য শ্যামলা বঙ্গদেশে যত প্রকার ফল আছে কলা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও উপাদেয়। বাঙ্গালার মাটীতে ইহা যে প্রকারে ফলিয়া থাকে, পৃথিবীতে অন্য কোনও ফল এই প্রকার জন্মায় না। বিশেষতঃ যদি পুকুর কাটা বোদ মাটীর উপর কলাগাছের আবাদ করিতে পারা যায়, তবে ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং বিশেষ লাভজনক হয়। পল্লীগ্রামে অনেক গৃহস্থের দুই তিন বিঘা জমী প্রায় শূন্য পড়িয়া থাকে দেখা যায়, কিন্তু সেই সব পতিত জমির উপর যদি কলার আবাদ করা যায়, তবে সেই গৃহস্থের যে তাহাতে সংসার চলিয়া যায়, একথা কেহও ভাবিয়া দেখেন না। আমরা এমন বিলাসিতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি যে, ছোট কাজ করিতে হইলে, বড়ই লজ্জা উপস্থিত হয়। বংশাভিমান বাবুয়ানী ইত্যাদি বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। জীবনযাত্রার একমাত্র উপায় কেরাণীগিরি সহজে উন্মুক্ত থাকায় আমরা দুর্ব্বলচিত্ত অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। পদাহত অনুকরণপ্রিয় জাতি পাশ্চাত্য চিন্তা ও কর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বদাই অনুকরণ প্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। বৈদিশিক জাতির স্বদেশের আচার ব্যবহার আমরা অনুকরণ করিতে যাই না, তাহারা বাহিরে আসিয়া যে সব অলীক প্রহেলিকাময় কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারই জঘন্য অনুকরণ করিতে যাইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদের জাতীয় দুর্দ্দশার প্রধান কারণ—আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানহীনতা ও অনুকরণ-প্রিয়তা। আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, এই চিন্তা কেহই করেন না। তাই বাঙ্গালীর এত অবনতি এত দুর্দ্দশা।

আসল কথা হইতে আমরা দূরে যাইতেছি। এস্থলে আমাদের বক্তব্য

বিষয় আলোচিত হউক। কলার সম্বন্ধে খনার একটী প্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"তিনশ ষাট ঝাড় কলা গাছ রুয়ে।
থাক্ গে চাষা ঘরে শুয়ে॥
তুল গেঁড়ো, না কেটো পাত।
তাতেই মান যশ, তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত॥"

বোধ করি ইহার অর্থ আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এই চারিটী সহজ কথার মধ্যে কলার চাষের প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। এক্ষণে "চাষা" না বলিয়া আমরা বলিতেছি যে, "থাক গে বাবু ঘরে শুয়ে।" কারণ এই বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল সভ্যতালোকে চাষা সাজিতে কেহই সহজে রাজি হইবেন না। বাবু যদি ২৫৲ টাকা মাসিক বেতনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া "তিনশ ষাট" ঝাড় কলাগাছ রোপণ করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারিবেন, এই ব্যবসায়ে মূলধন অতি অল্প আবশ্যক করে এবং বিনা আয়াসে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে।

কাঁচকলা, চাঁপাকলা, চাটিমকলা, মর্ত্তমান, কালিবউ, কাঁটালী, মোহন-বাঁশী, কানাইবাঁশী এই কয়প্রকার কলাই এদেশে সাধারণতঃ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আরো তিন চারি প্রকারের আছে। ইহার ভিতর কাঁচকলা কাঁচা অবস্থায় তরকারীরূপে ব্যবহার হয় এবং অপরগুলি সুপক্ক হইলে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতার আশে পাশে কলার যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বৈদ্যবাটী, সাঁতরাগাছি, জগাছা, ইত্যাদি স্থান কলার জন্য বিখ্যাত। তাহার কারণ, এই সকল স্থলে চাষারা কলার চাষ বিশেষ লাভজনক মনে করে এবং তজ্জন্য প্রচুর পরিমাণে কলার আবাদ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে কলার আবাদ হইয়া থাকে। কলাগাছ এত লাভজনক ব্যবসা কেন? প্রথমতঃ ইহার কিছুই পরিত্যক্ত হয় না। ইহার ফল, পাতা, মোচা, থোড় সকলি বিক্রয় হইয়া থাকে। আমরা কলিকাতার বাজারে সময়ে সময়ে দেখিয়াছি যে, এককুড়ি কলাপাতা চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। একটা আস্ত মোচা দুই আনার কমে পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া শুষ্কপাতা ও বাস্না কাগজ তৈয়ারি জন্য বিক্রয় হয় কিম্বা রজক প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোক ক্রয় করিয়া থাকে। এতাদৃশ লাভজনক ব্যবসা আমরা বুঝিতে পারি না, ইহাপেক্ষা আর পরিতাপের

বিষয় কি আছে! কলার জমী সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। নীচুস্থানে অর্থাৎ বর্ষাকালে যেখানে জল দাড়ায় এইরূপ স্থানে কলাগাছ হয় না। প্রথমতঃ, পড়ো ও অকর্ম্মণ্য জমির উপর লোকে কলার আবাদ করিয়া থাকে। যে সকল জমিতে রস নাই, কলাগাছ রোপণ করিলে সেই সকল জমি আপনি রসাল হয়। ফলের বাগান করিতে হইলে প্রথমতঃ জমিতে কলাগাছ রোপণ করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হয়। তাহার কারণ, ফলের গাছগুলি বড় হইতে না হইতে কলার একটা ফসল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, কলাগাছ কাটিয়া ফেলিলে তাহার এঁটে ইত্যাদি পচিয়া জমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। এই কলাগাছের আওতাতে ফলের গাছের কিছুই ক্ষতি হয় না। পুকুর কাটা মাটীর উপর কলাগাছ যে অতি সুন্দর হয় সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল কলাগাছে যে প্রকার কাঁদী ফলে তাহা বাস্তবিকই অতি বৃহৎ ও বহুসংখ্যক। ভবানীপুরে শিল্পপ্রদর্শনীর সময় যে বৃহৎ কলার কাঁদী বৈদ্যবাটী হইতে আসিয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকে দেখিয়াছেন। ইহা পুকুর কাটা মাটীর উপর হইয়াছিল। কলাগাছ পুঁতিবার জমীর বিশেষ কিছু পাট করিতে হয় না। প্রথমতঃ, কোদাল দ্বারা একবার সমস্ত কোপাইয়া মৃত্তিকা মধ্যস্থ অপর বৃক্ষের মূলাদি সকল বাছিয়া ফেলিতে হয়। তারপর একবার বর্ষায় জল খাওয়াইতে হয়। এই প্রকার জমি প্রস্তুত হইলে কলার তেউড় রোপণ করিতে হইবে। তেউড় রোপণ সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য আছে যথা —

"বলে গিয়েছেন রাবণ।
কলা পুত্‌বে আষাঢ় শ্রাবণ।"

এত লোক থাকিতে দশানন কেন যে তেউড় পুঁতিবার ব্যবস্থা করিলেন সে কথা পুরাতত্ত্ববিদের নিকট বিসদৃশ ঠেকিতে পারে। তবে আমরা এই-মাত্র বলিতে পারি যে, এই প্রবাদ দুইশত বৎসর চলিয়া আসিতেছে এবং বর্ষাকালেই কলা পুঁতিবার পক্ষে প্রশস্ত সময়। কলার ঝাড়ে চারি পাঁচটার অধিক গাছ রাখিতে নাই। বেশী গাছ হইলেই তাহা অন্যত্র নাড়িয়া দিতে হয়। সেই প্রকার করিলে ঝাড়গুলি ত ভাল থাকিবেই, তাহা ছাড়া স্থানান্তরিত গাছ হইতে এক বৎসর মধ্যে অনেকগুলি তেউড় জন্মাইবে। কলা বাগানের আয়তন বৃদ্ধির পক্ষে এই প্রথা বিশেষ সুবিধাজনক। মাঘ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত কলাবাগানের মাটী কোপাইতে হইবে এবং গাছগুলির

গোড়ায় উচ্চ করিয়া মাটী দিতে হইবে। এইরূপে কলাগাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে মেরামত করিয়া দিলে বাগানটী পরিষ্কার থাকিবে এবং গাছগুলি সতেজ হইবে। আমাদের দেশে কলাগাছের গোড়ায় কোনও প্রকার সার দিবার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু খইল দিলে গাছ বেশী তেজী হয় এবং উহার কাঁদী প্রায় পুকুরকাটা মাটীর উপরে যে সকল কলাগাছ জন্মায় সেই প্রকার হয়। আমরা খইল দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যদি সুবিধাজনক হয়, তবে পাঠক রেড়ির খইল দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। অস্থি-চূর্ণও বিশেষ উপকারী সার। কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামে ইহা বোধ হয় পাওয়া যাইবে না।

কলাগাছের পাতা কাটিতে নাই। ইহাতে যে কেবল গাছগুলি বিশ্রী দেখায় এমন নয়, গাছগুলি হীনবলও হইয়া থাকে। ফলতঃ, উহার ফলও তত সুমিষ্ট হয় না। অতএব গাছের পাতা কেহ যেন না কাটে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্ষাকালে পাতা কাটিলে গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কারণ এ সময়ে শীঘ্র নূতন পাতা জন্মায়। কিন্তু অন্য সময়ে কাটা ঠিক নয়। পাতা বিক্রয় করিবার ইচ্ছা থাকিলে "ডোরে" কলা বলিয়া একপ্রকার কলা আছে, তাহা রোপণ করিলে বিশেষ সুবিধা হইবে।

এই জাতীয় কলা সুপক্ক হইলে কেহই খাইতে পারে না। কারণ ইহার ভিতর এত বেশী বিচি থাকে যে, তাহা বাচিয়া খাইতে লোকের অতি কষ্ট হয়। এই জাতীয় কলার মোচা ও থোড় বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভ হয়। কারণ ইহার মোচাগুলি দীর্ঘাকার ও থোড় অতি সুমিষ্ট হয়। ইহার বাড়ও খুব বেশী হয় এবং ইহাকে আদৌ যত্ন করিতে হয় না। আমেরিকায় একপ্রকার কলাগাছ আছে, আমাদের দেশের এই "ডোরে" কলার সহিত ঠিক তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়। আমেরিকায় এই কলা হইতে ময়দা প্রস্তুত হয় এবং রোগীর পক্ষে এই ময়দা বিশেষ আবশ্যকীয় পথ্য ও আহাররূপে তথায় ব্যবহৃত হয়। কাঁটালীকলাও প্রায় বিচিপূর্ণ। এই দুই প্রকার কলার আবাদে পাতা মোচা ও থোড় বিক্রয় করিতে পারা যায়।

কাঁচকলা আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার ফলগুলি সুপুষ্ট হইলে গাছ কাটিতে হয়। কাঁচকলার ন্যায় পুষ্টিকর সামগ্রী আর নাই; অথচ ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু। পাকা কলা খাইবার উপযোগী কলাগাছের মোচা ভাঙ্গিবার একটী সময় আছে। যতদিন পর্য্যন্ত মোচা হইতে ভাল

ফল বাহির না হইবে, ততদিন কাঁদিটীকে রাখিতে হইবে। পরে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল দেখা দেয়, তখন মোচাটী ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। কাঁদী ফেলিলে প্রত্যহ গাছগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে গাছে কাঁদী নামিলে, মূলে প্রচুর পরিমাণে জল দিলে ফল পুষ্ট ও সুমিষ্ট হইয়া থাকে। কাঁদী পাকিবার উপযোগী হইলে অনেক প্রকার শত্রু হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। কাষ্ঠবিড়াল, হনুমান, কাক ও ফিঙ্গে কলা বড় খাইয়া ফেলে ও নষ্ট করে। তজ্জন্য এই অবস্থায় কাঁদিটীকে চট কিম্বা খোলে দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে আর তাহা নষ্ট হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন কাঁদী ঢাকা থাকিলে কলা আরো বেশী সুমিষ্ট হয়।

কলাগাছে "জুঁয়ে" নামে এক প্রকার পোকা হয়—তদ্বারা কলাগাছ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ইহার তৎপর প্রতিকার করিতে হইবে। যদি গাছ হইতে সহজে পোকার আবাস নষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অতি ভাল হয়, নতুবা গাছটীকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ফলের উপরে কাল ছিট্ ছিট্ দাগ হইয়া থাকে। গাছের গোড়ায় পোকা ধরিলে এইরূপ হইয়া থাকে। পোকা বিনষ্ট করিতে হইলে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কয়েক দিবস বাতাস লাগাইতে হইবে, বাতাসে ও রৌদ্রে পোকার আবাস নষ্ট হইয়া যাইবে, তৎপরে আবার নূতন মাটী দিয়া সেই স্থান ঢাকিয়া দিতে হইবে।

তেউড় সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যদি তেউড় বড় হয়, তাহা হইলে উহার উপরিভাগ কাটিয়া বাদ দিয়া কেবলমাত্র এঁটে বা গোড়াটী পুঁতিয়া দিলে হইবে। তেউড় পুঁতিবার পূর্ব্বে উহার শিকড়গুলি ছাঁটিয়া দিতে হইবে।

নিম্নে কয়প্রকার কলাগাছের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

চাঁপা :—ইহার ফল ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। খাইতে অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু।

চিনি চাঁপা :—ইহা চাঁপারই একপ্রকার শ্রেণীবিশেষ। চাঁপা অপেক্ষা ইহা ঈষৎ ক্ষুদ্রাকার কিন্তু খাইতে অতি মিষ্ট। এক এক কাঁদিতে প্রায় দুইশত কলা হইয়া থাকে।

মর্ত্তমান :—চাঁপার ন্যায় গন্ধ কিন্তু উহাপেক্ষা বড় ও খাইতে অতি সুস্বাদু। ইহা অতিশয় উপকারী এবং ঠাণ্ডা।

কাঁটালী ঃ—ইহার গাছ সকলের অপেক্ষা বড় হয়। ফল প্রায় মর্ত্তমান কলার মত, কিন্তু খাইতে তত সুস্বাদু নহে। হিন্দুর প্রত্যেক ব্রত ও ধর্ম্মকার্য্যে এই কলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাঁচকলা ঃ—গাছগুলি দীর্ঘাকার হয়। ফলগুলি কলার ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়। আমরা প্রায় একহাত কাঁচকলা দেখিয়াছি।

কানাইবাঁশী ঃ—এক প্রকার বৃহৎ জাতীয় কলা। এক একটী ফল প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, পাকিলেও সবুজ থাকে। সুপক্ক হইলে ইহা মাখনের ন্যায় কোমল এবং খাইতে অতি সুস্বাদু হয়। এক একটী কাঁদিতে প্রায় ১০০ কলা হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে কদলী সম্বন্ধে অনেক প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। আমরা কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১ম প্রবাদ এই যে, কলাগাছে বজ্রাঘাত হইলে বজ্র আর উঠিয়া ইন্দ্রের নিকটে যাইতে পারে না। চোরেরা এই বজ্রের সন্ধানে ফিরে। তাহারা এই বজ্র লইয়া গোপনে রাত্রিকালে কামার বাটী দিয়া আইসে। কামারেরা তাহাতে সিঁদকাটী গড়াইয়া জানালায় রাখিয়া দেয়, চোর রাত্রে আসিয়া মূল্য দিয়া উহা গোপনে লইয়া যায়। এইজন্য লোকে বলে, "চোরে কামারে সাক্ষাৎ নাই।"

২য় প্রবাদ—আমাদের মা ষষ্ঠী কলা খাইতে বড় ভালবাসেন। পুরোহিত-গণকে বিদ্রূপ করিয়া বলা হয়, "মা ষষ্ঠী কলা খাবার গোষ্ঠী"।

৩য় প্রবাদ—বৃদ্ধের কলা প্রিয় খাদ্য। দশনহীন লোক কলা তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে। ছেলেদের ছড়ায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা "কলা পড়ে টুপটাপ, বুড় খায় গুপ্ গাপ্।"

ইংরাজেরা বলেন, কলাই বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত (Dudoim) অথবা (Forbidden Fruit)। কেহ কেহ বা ইহাকে নিষিদ্ধ ফল না বলিয়া স্বর্গোদ্যানে মানবের প্রথম খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। ফলে যাহা হউক, ইহার সহিত যে স্বর্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা ইহার সুমিষ্ট আস্বাদনে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কলাগাছে কেয়ারী—লতা কলা। একটী কলাগাছ একস্থানে পুঁতিতে হইবে। এই গাছটীর যতদিন না একটী তেউড় হয় ততদিন কিছু করিতে হইবে না; কিন্তু তেউড় বাড়িতে দিবে না, হইলেই মারিয়া ফেলিতে হইবে।

পরে মূল গাছটীর গোড়ায় ১হাত বাদ দিয়া সমস্তটা কাটিয়া ফেলিবে। প্রত্যহ ঐ গাছের গোড়ায় জল দিতে হইবে। ইহাতে পুনরায় গাছ বাহির হইবে। ১ হাত বাড়িলে আবার পূর্ব্ব কর্ত্তিত স্থানেই কাটিয়া দিবে ও প্রত্যহ জল সেচন করিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ কাটিতে কাটিতে যখন মোচা বাহির হইবে, তখন আর না কাটিয়া গোড়ার গাছটা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে। একদিকে থোড় ও মোচা বাড়িতে থাকিবে. কিন্তু আশে পাশে অবলম্বন না পাইয়া উর্দ্ধে উচ্চ হইতে না পারিয়া জমির উপর হেলিয়া পড়িয়া লতাইয়া বাড়িতে থাকিবে। ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সখের বাগানে এই প্রকার "সখের বস্তু" থাকিলে বাগানের শ্রী বর্দ্ধিত হয়! আমরা কলার সম্বন্ধে বারান্তরে আরো আলোচনা করিব। যদি গ্রাহকবর্গের ভিতর এতদ্‌সম্বন্ধে কেহ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রেরণ করেন, আমরা তাহা অতি যত্নের সহিত প্রকাশ করিব।

জাহানারা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(অনুকূল অবস্থা)

তাহার পর কয়েক সপ্তাহ কালসাগরে বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। সামান্য মাত্র কৌশলেই, উজীর আসফ খাঁর হস্তের ক্রীড়াপুত্তলী অপরিণামদর্শী দবিরবক্সকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সাহজাদা সাজাহান সেই শূন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন।

সম্রাট্ সাজাহানের এই আকস্মিক বিনা আয়াসে রাজ্যাধিকার সংবাদে জেহান খাঁও অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। সম্রাটের প্রতি তাঁহার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বের ব্যবহারের অপ্রিয়স্মৃতি এই বিস্ময়ের সহিত সামান্য ভীতি অথবা অনুতাপও যে মিশ্রিত করে নাই তাহাও নহে। কিন্তু তিনি মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ প্রথম শ্রেণীর ওমরাহ, বীর্য্যাধার, দৃঢ়চেতা ও শক্তিমান্ সুতরাং তাঁহার নিকট অবমানিত হইয়াও নবসম্রাট তাঁহাকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ

করিয়া সম্রাটের পক্ষ হইতে রুবকারী প্রেরিত হইল। এই পত্রে লিখিত থাকিল, "মহিমাময় সম্রাট্, ওমরাহ জেহান খাঁ লোদীর সমস্ত ঔদ্ধত্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেও সম্মত আছেন।" এই পত্রের বাহক হইলেন, স্বয়ং সাহাজাদা মোরাদ।

জেহান খাঁ সম্রাটের পত্র পাঠ করিয়াই স্বীয় চিত্তের দৃঢ়তা, হৃদয়ের শক্তি ও ভুজবলের উপর নির্ভর করিয়া এবং শক্তিমান্ আমীরগণও তাঁহাকে সম্মানের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন ইহা স্মরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সপরিবারে আগ্রায় যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার এই আগ্রা যাত্রার অভ্যন্তরে আরও একটী উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। যে সাজাহানের সিংহাসনারোহণের বিরুদ্ধে তিনি বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াছেন, যাঁহার সেনাবল তিনি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন, রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বতাকে তিনি তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেন—সেই সাজাহান মোগল সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড কিরূপে পরিচালিত করেন—মোগলের রাজধানীবক্ষে অবস্থিতি করিয়া শ্যেনদৃষ্টিতে তাহাই অবলোকন করা তাঁহার অভিপ্রেত।

ওমরাহবর মোরাদকে সম্রাটের দূত বলিয়া অভ্যর্থনা ও সম্রাট্‌পুত্র বলিয়া যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন, এবং স্বীয় কন্যা জাহানারার জীবনরক্ষক বলিয়া নানাপ্রকারে তাঁহার নিকট অন্তর্নিহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

সাহজাদা মোরাদ অসীম রূপলাবণ্যবতী জাহানারার প্রথম দর্শন দিবস হইতে তাঁহার উচ্ছ্বাসময় রূপস্রোতে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। জাহানারার সপ্তস্বরা বীণানিন্দিত কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তথায় যে বিক্ষোভ তুলিয়াছিল; সাহাজাদা সর্ব্বদাই তাহার সুখময়ী অনুভূতি উপলব্ধি করিতেন। তিনি জাহানারাকে কর্ম্ম-পথে স্বীয় সঙ্গিনী করিবার দুরাশা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে আকাঙ্ক্ষা বৈর মানে নাই, অসম্ভাবিত্বকে গ্রাহ্য করে নাই; মিলনপথের সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তিকেই সে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল।

সাহজাদা ভাবিলেন, হৃদয়ের গুপ্ততম প্রকোষ্ঠনিরুদ্ধ সযত্নপোষিত অভি-প্রায় প্রকাশের এই সুবর্ণসুযোগ। কিন্তু এ পক্ষে বাধাও অসংখ্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সম্রাট্ ও ওমরাহের এই সৌহার্দ্দ্য সম্পূর্ণ বাহ্য—আন্তরিকতাশূন্য

লেশমাত্রও ইহাতে নাই। এক্ষেত্রে জেহান খাঁ কি তাঁহার হস্তে কল্যাণময়ী প্রিয়তমা দুহিতা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইবেন? একদিকে জ্যোতির্ম্ময়ী কমনীয়দেহা, পবিত্র প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দিব্যদ্যুতিময় প্রাসাদতোরণে দাঁড়াইয়া সম্মুখবর্ত্তী হিরণ্ময় পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে হস্তেঙ্গিতে ডাকিতেছেন। সে প্রাসাদাভ্যন্তরের অধিবাসিগণ দিব্যামৃতপানে অমর—আবেশ বিহ্বল। সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ, চিরস্থায়ী আনন্দ, অনন্ত প্রেমাভিব্যক্তিময়ী শান্তি। অন্যদিকে ভীমদর্শন কর্ত্তব্য তাঁহাকে আর এক পথে অগ্রসর হইতে আদেশ করিতেছে। সে পথ বহ্নিতেজোময় মরুভূমির মধ্য দিয়া বিস্তৃত। সে পথে স্বাতন্ত্র্য নাই, আছে কেবল অধীনতা—শান্তি নাই, আছে কেবল উদ্বেগ—বিশ্রাম নাই, আছে কেবল অগ্রগমন। সে পথের বোধ হয়, সীমাও নাই, তাহা বোধ হয় অনন্ত।

আশা, নিরাশা, নিবৃত্তি, উত্তেজনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া সাহজাদা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ঠিক এই সময়ে, এত মনশ্চাঞ্চল্যের মধ্যে তিনি যেন কাহার কি এক অজ্ঞাত শক্তিতে অভিভূত হইয়া আপনার স্বাধীনতা বিস্মৃত হইলেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন—এ শক্তির অধিকারিণী মনোমোহিনী জাহানারা। রমণীর – বিশেষতঃ রূপবতী রমণীর আকর্ষণের নিকট 'বেহেস্ত' পরাভূত, 'দুনিয়া' ত ছার!

হৃদয়ের এই আলোড়নের মধ্যে সাহজাদা মোরাদ এক সময়ে স্বীয় অন্তর্নিরুদ্ধ আবেগ উচ্ছ্বাস জেহান খাঁর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, তিনি ওমরাহকন্যার পাণিপ্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এই বিস্ময়কর প্রস্তাবও অসীম চিত্তবলসম্পন্ন জেহান খাঁকে প্রলোভিত করিতে পারিল না, এই অসম্ভব প্রস্তাবেও তিনি কৃতার্থমন্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার কন্যা মহিমান্বিত ভারতসম্রাটের পুত্রবধূ হইলে কি হয়, মোগলের বংশমর্য্যাদার স্পর্দ্ধা যে কোনপ্রকারেই লোদীবংশের সমকক্ষ নহে!

জেহান খাঁ বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ না করিয়া মোরাদকে বলিলেন—"বৎস, এ প্রস্তাবের সহিত আমি অপেক্ষা আমার কন্যাই অধিক সংশ্লিষ্ট। তুমি বরং তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া দেখ। সে তাহার স্ব-ইচ্ছা স্বয়ংই স্থির করিতে পারিবে। আমার অভিমতও তাহার বিদিত আছে। তাহার স্বাধীন সংকল্পে আমি কোনপ্রকারে প্রতিবন্ধক হইব না। তুমি যে মুহূর্ত্তে তাহার সম্মতি পাইবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমারও সম্মতি পাইয়াছ মনে করিও।"

অতঃপর সাহজাদা অন্তঃপুরে প্রেরিত হইলেন। বাঁদীর সহিত অন্তঃপুরের পথে যাইতে যাইতে তিনি মনে মনে কত কথাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। একবার হাস্যমুখী আশা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কত সুখ-স্মৃতিময় মোহন ছবি প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরক্ষণেই নিরাশার দাবদগ্ধ, অভিশপ্ত, তপ্তনিঃশ্বাস সে সমস্তকেই শূন্যে বিলীন করিয়া দিতে লাগিল। জাহানারা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আকাঙ্ক্ষার ঈপ্সিতজনকে সম্মুখে পাইয়া মোরাদের হৃদয়নিরুদ্ধ অনুরাগ-প্রবাহ পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। জাহানারার কোমল করপল্লব ধারণ করিয়া সকরুণবচনে তিনি তাঁহার চিরপোষিত রুদ্ধহৃদয়ের প্রতি শোণিতবিন্দুর সহিত বিজড়িত—সচল ধমনীর প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত স্পন্দিত—আকুল আকাঙ্ক্ষামিশ্রিত কামনা প্রকাশ করিলেন।

জাহানারা নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ললাটের শিরাগুলি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বদনকমল রমণীসুলভ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল—শরীর হইতে স্বেদজল প্রবাহিত হইল। কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র এইরূপে অতীত হইল; কিন্তু এই সময়ের এক একটী মুহূর্ত্ত, মোরাদের নিকট এক একটী যুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি আকুলচিত্তে দিবান-অধিষ্ঠিতা, অপ্সরোনিন্দিত রূপগৌরবময়ী সুন্দরীর শারদশশাঙ্কোপম আননের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চিন্তান্বিতা রূপসীর আরক্তিম মুখকমল হইতে যে কি সুধা ক্ষরিত হইতেছিল, তাহা পিপাসী সাহজাদাই বুঝিতে পারিতে-ছিলেন। সেই আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন—সেই আয়ত ভ্রূযুগ—সেই সুদর্শন বদনমণ্ডল, তদুপরি চিন্তার সেই ক্ষীণচ্ছায়া। সে যে শারদীয় রাকায় তরল মেঘাবলীর উপর পূর্ণেন্দুশোভন! সে যে অতুলন!

কিছুক্ষণ চিন্তার পর জাহানারা কথা কহিলেন। সেই বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর! জাহানারা বলিলেন, "যুবরাজ, খোদা আপনাকে উন্নত করিয়াছেন। আপনি উচ্চবংশীয়—আপনার সহধর্ম্মিণী হওয়া আমার পক্ষে অগৌরব নহে। আপনি মনুষ্যত্ববিশিষ্ট এবং অসীম গুণময়। সাহস, সদাশয়তা, ন্যায়পরতা, এক কথায়, মহাজনোচিত সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণেরই আধার বলিয়া আপনার খ্যাতি আছে। এজন্য আপনাকে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের অধিনায়কত্ব প্রদান করিবার বিরুদ্ধে, আমার নিজের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আপত্তিই করিতে পারি না। বিশেষতঃ আপনিই সেই অকিঞ্চিৎকর

জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আপনার সম্মানকর—সুখকর প্রস্তাব যে, চিরসুন্দর পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, কর্ত্তব্য আমাকে সে পথে পরিচালিত করিতে বিন্দুমাত্রও পরাঙ্মুখ নহে; কিন্তু আমার পিতা ও আপনার পিতা, পরস্পরের বিরুদ্ধে সুগভীর শত্রুতা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এই শত্রুতাই তৈমুর ও লোদীবংশের মধ্যে আপনার প্রস্তাবিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবার পক্ষে এক অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধক।”

এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানে সোরাদের বক্ষঃপঞ্জর ধসিয়া গেল। তিনি হৃৎপিণ্ডে উত্তপ্ত শোণিতের যন্ত্রণাময় প্রবাহ লইয়া আগরায় প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার সম্রাট্‌পিতার নিকট এই ঘটনা সম্পূর্ণ গুপ্ত রহিল। তিনি জানিতেন, যে ব্যক্তি সম্রাটের সহিত অত্যন্ত ঔদ্ধত্য ব্যবহার করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছে, তাহার কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের পরিণয় প্রস্তাবে সম্রাট্ কখনই সম্মত হইবেন না। বরং এই অনভিলষিত প্রস্তাবে তাঁহার সমস্ত ক্রোধ উত্তেজিত হইয়া উঠিবে।

এই ঘটনার কয়েকদিবস পরে জেহান খাঁ সপরিবারে আগরায় উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদের অনতিদূরবর্ত্তী সুদৃঢ় সুউচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একখানি রমণীয় অট্টালিকায় আবাস গ্রহণ করিলেন। আগরায় আগমনের কয়েক দিবসমাত্র পরেই একদিন তিনি পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সম্রাট সাহজাহানের দেওয়ান-ঈ-আম সভায় উপস্থিত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে যেরূপ হৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে, সম্রাট তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি বাক্য পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। তাঁহাকে সভাসম্বন্ধীয় এমন কতকগুলি রীতি পালন করিতে হইল, যাহা এ অবস্থায় তাঁহার পদমর্য্যাদার আদৌ উপযুক্ত নহে। এমন সময়ে, সমগ্র ভারতের এই রাজসভায় দাঁড়াইয়া, কোন প্রকার বাধা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া, তিনি নীরবে সমস্ত অপমান সহ্য করিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে অপমানিত করাই সম্রাটের উদ্দেশ্য। তাঁহার পুত্র, বলবান সুরূপ ষোড়শবর্ষীয় নবীন যুবক আজমত খাঁ, পিতার অনুগমন করিয়া সভাসদ ও দর্শকপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে একটী সামান্য কারণে সম্রাটের অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িল—সর্ব্বনাশের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ফলে যাহা হইল, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

সভার তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী ফরিদ খাঁ, সভার প্রচলিত প্রথানুসারে আজমতকে সম্রাটসম্মুখে ভূমি চুম্বন করিতে বলিল। আজমত তাহার উপদেশ পালন করিলেন। তিনি সম্রাটের সম্মুখে নতজানু হইয়া ভূচুম্বন করিলেন। রীত্যনুযায়ী সময় অতিক্রান্ত হইল, তথাপি ফরিদ তাঁহাকে উঠিতে বলিল না। অবশেষে তাহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, আজমত ভূমিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সম্রাটের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে ফরিদ খাঁ হস্তস্থিত দণ্ডদ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়া রূঢ়স্বরে তাঁহাকে পুনরায় নতজানু হইতে আদেশ করিল। বীর যুবকের হৃদয়নিরুদ্ধ তেজঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাঁহার নবীন মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল, ক্রোধবিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। অত্যন্ত ক্রোধাবেগে তিনি কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া ফরিদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিলেন। সে আঘাত এতই তীব্র যে তাহাতেই তাহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইত, কিন্তু ঘটনাবশে তাহা হইল না। সভাস্থিত সম্রাটের কয়েকজন শরীররক্ষীর নিমিত্ত সে সে-যাত্রা রক্ষা পাইল—তাহাদের তিন চারিখানি তরবারি যুগপৎ উত্থিত হইয়া আজমতের অসি প্রতিহত করিল।

এক্ষণে লোদীর সন্দেহ হইল, বোধ হয় তাঁহার জীবনই মোগল সম্রাটের লক্ষ্যস্থল। এই সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুশাণিত সুদীর্ঘ অসি কোষমুক্ত করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ও উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পিতার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিলেন। বহুসংখ্যক ওমরাহ তরবারি কোষোন্মুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু ওমরাহপ্রধান জেহান খাঁ লোদীর বলবীর্য্য ও অস্ত্রচালননৈপুণ্যের স্মৃতি, তাঁহাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। তাঁহারা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সম্রাট একলম্ফে সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া এই অসভ্য ওমরাহকে সপুত্র বন্দী করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সম্রাটের একজন দণ্ডবাহক এই সময়ে আজমতের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে উভয় হস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল কিন্তু কি ভীষণ তাহার পরিণাম! যুবক তৎক্ষণাৎ তাহার গলদেশে অসি প্রোথিত করিয়া দিলেন।

গণ্ডগোল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কোনপ্রকার শৃঙ্খলা রহিল না,

কেহ স্থিরচিত্তে কিছু বিবেচনা করিবার অবসর পাইল না। সকলেই অসি হস্তে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইলেন ; কিন্তু বিশৃঙ্খলতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুইজন উচ্চপদস্থ ওমরাহ জেহান খাঁর অস্ত্রাঘাতে ভূপতিত হইলেন। অবশেষে উভয় পার্শ্বে পুত্রদ্বয়কে লইয়া, সকলকে স্পর্দ্ধাবিমুগ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তেজোবেগে তিনি দেওয়ান-ঈ-আম সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তাঁহা-দিগকে বাধা দিতে কেহই দণ্ডায়মান হইল না, তাঁহাদিগের কেশমাত্রও ছিন্ন হইল না।

এই ঘটনা বিবৃত করিতে যত সময় লাগিল, তদপেক্ষা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল—তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে পুররক্ষী সৈন্যগণের আসিবারও অবসর ঘটিল না, মোগল রাজসভা এত অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুরপনেয় কলঙ্ককালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল। বৃদ্ধ ওমরাহ দুই কিশোর পুত্রসমভিব্যাহারে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল-কেশরী সম্রাট সাজা-হানের দরবারে অভ্যর্থিত হইতে আসিয়া, স্বীয় সর্ব্বনাশের বীজ ত প্রোথিত করিয়া গেলেনই, অধিকন্তু আপনার অস্তপ্রায় বাহুবলের যে শক্তি দেখাইয়া গেলেন, তাহার ধ্বংস দেখিবার জন্য মোগলশক্তি উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল—মোগল প্রাণ পণ করিল—সম্রাট সাজাহান আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন।

লোদীর আবাসগৃহের লৌহদ্বার রুদ্ধ করা হইল। সম্রাটের পক্ষ হইতে তিনি বিদ্রোহী ঘোষিত হইলেন এবং তাঁহাকে ধৃত অথবা নিহত করিবার জন্য দ্রুতসম্পাদ্য আদেশ প্রচারিত হইল। তাঁহার মস্তকের মূল্য নির্দ্ধারিত হইল—দশসহস্র আসরফী। কিন্তু তিনি যে বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাহা একটী সুদৃঢ়, সুগঠিত দুর্গবিশেষ। সম্রাটের সমস্ত ক্রোধ—সমস্ত উত্তেজিত আশঙ্কা তাহার সুউচ্চ প্রাচীরে ব্যাহত হইয়া পড়িতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ।

পণ্য।

পণে বা মূল্যে যাহা বিকায় তাহাই পণ্য। প্রধানতঃ কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য। যাহাদের দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা পায়, সভ্যতা বজায় হয়, গৃহকর্ম্মের প্রয়োজন সাধন হয়, সে সকল জিনিষই পণে বিকায়, তাহাদেরই মূল্য আছে। কৃষিলব্ধ ধান, চাউল, কলাই, কুমড়া, তরমুজ, কাকুড়, শশা, কলা যাহা দ্বারা আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, স্বাস্থ্য রক্ষা পায়, সে সমস্তই পণ্য। আবার স্বাস্থ্য ও সভ্যতা রক্ষার জন্য শাল জামিয়ার গরদ তসর প্রভৃতি নানা রকমের বস্ত্র, গৃহস্থের প্রয়োজনসাধনোপযোগী ছুরী, কাঁচি, কুড়ূল, খন্তা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যও পণ্য। তদতিরিক্ত আরও অনেক রকম পণ্য আছে তাহাদের কথা পরে বলিব।

আমাদের সুজলা সুফলা ভারতভূমি কৃষিজাত পণ্যের জন্যই বহুকাল হইতে গৌরবান্বিত। আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পই সমধিক প্রসিদ্ধ—অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা বিদেশের নানা স্থানে নীত হইয়া বহুমূল্যে বিকাইত। এদেশ হইতে ছুরী কাঁচি বা অন্য কোন শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশের বাজারে বিকাইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ছাতা জুতা প্রভৃতি স্বাস্থ্যসাধনোপযোগী দ্রব্যের ব্যবহার আজি কালি এদেশে বেশী হইয়াছে, সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহারও কম নহে, কিন্তু এ দেশের আতর গোলাপ জল বই তদ্রূপ আর কোন জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা এরূপ অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, তদ্দ্বারা দেশের অভাবই মিটিয়া উঠে না, অন্যত্র ইহাদের প্রয়োজনও হয় না। এ দেশের ভেষজ দ্রব্যও পণ্য, কিন্তু দেশান্তরে তাহাদের প্রয়োজন হয় না বলিয়া তাহাদের অল্প জিনিষই বিদেশে রপ্তানি হইতে দেখা যায়।

যে দেশের পণ্য যত বেশী ও প্রয়োজনীয়, সে দেশের বাণিজ্যবৈভবও তত অধিক। কিছুদিন পূর্ব্বে নীল ও তদনুরূপ রঞ্জন দ্রব্য এ দেশ হইতে ইউরোপের নানা স্থানে যাইত। তাহাতে এ দেশের ধনবৃদ্ধি হইত। তত্তৎ দ্রব্যের উৎপাদনকারীরা বেশ দশ টাকা লাভ করিত, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল এ দেশ হইতে নীলের চাস, নীলের ক্রয়বিক্রয় এক রকম বন্ধই হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। জার্ম্মাণির বৈজ্ঞানিকেরা

নীলের কাজ অন্য জিনিষে সারিয়া লইতেছেন। বস্ত্ররঞ্জন জন্য নীলের ততটা প্রয়োজন হইতেছে না। বিদেশে নীলের প্রয়োজন কমিয়াছে বলিয়া এ দেশে পূর্ব্বের ন্যায় নীলের চাস হইতেছে না, কাজেই এ দেশের নীলের কারবার খুব কমিয়া গিয়াছে। দেশীয় ও বিদেশীয় নীলকরদের ব্যবসাও ঢিলা হইয়াছে, এ দেশের লোকের অর্থাগমের একটা পথে কাঁটা পড়িয়াছে। নীলের চাস, নীলের কারবার প্রায় বিদেশীয় বণিকদের একচেটিয়া থাকিলেও এ দেশের শ্রমিকদের একটা উপায় গিয়াছে। দেশের ধন যত কমিবে, দেশের লোকের দারিদ্র্যদুঃখ তত বাড়িবে।

বিজ্ঞানের বল অসাধারণ—বিজ্ঞান অনেক অকর্ম্মণ্য জিনিষকে কার্য্যো-পযোগী করিতে পারে। আজি জার্ম্মাণির বিজ্ঞান ভারতের কৃষিজাত নীলকে হটাইয়া দিল। বাণিজ্যের সহিত বিজ্ঞানের বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যে দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যত অধিক, সে দেশ তত উন্নত, তত সৌভাগ্যশালী। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা নাই বলিলেও হয়। ইংরাজ রাজত্বে এ দেশে বিজ্ঞানের শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু কাজ হইতেছে না বলিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা এ দেশের বাণিজ্যগৌরব বৃদ্ধি পাইতেছে না। ভারতের যুবক ইংলণ্ড আমেরিকা জার্ম্মাণি জাপান হইতে বিজ্ঞানের শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সে শিক্ষার ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইতেছেন না। তাঁহাদের মূলধনের অভাবই তাহার প্রধান অন্তরায়। এ দেশের লোক এখনও যৌথ কারবার করিতে শিখে নাই, সুতরাং বিজ্ঞানশিক্ষিত বাঙ্গালীর উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইতেছে না। প্রবন্ধান্তরে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করা যাইবে। এখন এই-টুকুমাত্র কেবল বলা যে, আমাদের দেশের পণ্যের পথ খোলসা নহে। পূর্ব্বাপর যাহা আছে এখনও প্রায় তাহাই রহিয়াছে।

ভারত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—ভারতের মৃত্তিকা অসাধারণ উর্ব্বরা। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সুবর্ণ ফলে। মহামারী সঞ্চারী জ্বর বিসূচিকা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক জাতীয় ব্যাধি প্রতিনিয়ত ভারতের প্রজাক্ষয় করিতেছে। মাঠে চাস করিবার লোকাভাব, তথাপি কৃষকের হামার ও গোলায় শস্য রাখিবার স্থান কুলায় না, কিন্তু দুমাসে ছমাসের মধ্যে সেই বিপুল শস্য ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যায়, বর্ষান্তে কৃষকের গৃহে এক ছটাক শস্য থাকে না। কৃষকের দারিদ্র্যদুঃখই ইহার কারণ। ভারতের কৃষিগৌরব এখনও ষোল

আনা আছে। ভারতের কৃষক অন্যান্য দেশের ন্যায় ভূমিতে উপযুক্ত সার দিতে, ভূমিকে কর্ষণ শক্তিশালিনী করিতে সক্ষম হইলে আজি তাহাদের ভাবনা থাকিত না।

বিজ্ঞান দিন দিন দেশের নূতন পণ্যের আবিষ্কার করিয়া থাকে। ভারতবাসীর সে সুযোগ সুবিধা একবারে নাই। যাহা আছে তাহা কৃষি লইয়া—কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নহে। যাহাই হউক, শিল্পপণ্যে ভারত বড়ই দরিদ্র। এ দেশের শিল্পের উন্নতি অভাবে আমরা শিল্পপণ্যে দেশান্তরের লোকের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম নহি। আমাদের দেশের অনেক পণ্য আমাদের অজ্ঞতাদোষে মূল্যহীন জিনিষের মত নষ্ট হইয়া যায়—কোন ব্যবহারে লাগে না। বিলাতের গৃহস্থ অনেক আবর্জনা হইতে অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। সে দেশে মনুষ্য ও পশু পক্ষীর মলেরও মূল্য আছে, সে দেশের সকল রকম ওচলাআবর্জনা যে পণ্যরূপে বিকাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! পশু পক্ষ্যাদির মল কৃষিক্ষেত্রে সারস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও গোময়, ছাগমল ভূমির উর্ব্বরতাবর্দ্ধক, কিন্তু তাহাদের ক্রয়বিক্রয় নাই। এ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই গোময় সার বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহাতে ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি পায়, ফসলের পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু আমাদের কৃষকেরা ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি বাড়াইবার পক্ষে এতই উদাসীন যে, গোময় গৃহস্থগৃহে পুড়িয়া নষ্ট হয়, তথাপি সাররূপে অতি কমই বিকায়। ছাগ ও মেষমল গোময় অপেক্ষাও ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। কৃষিজীবী মাত্রেই তাহা জানে কিন্তু কয়জন তাহা ক্রয় করিয়া জমিতে দেয়?

বিলাতের গৃহস্থ আকের রসটুকু খায়। ছিবড়াগুলি জড়ো করিয়া রাখিয়া দেয়, তাহা ক্রয় করিবার লোক আছে—তাহারা সপ্তাহে, পক্ষান্তে আসিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। আমাদের আক হইতে রস বাহির করিয়া লইবার পর খোওযাগুলিতে উনন ধরান বই আর কোন কাজ হইবার কথা কেহ শুনিয়াছেন কি? আকের খোওয়ায় কাগজ প্রস্তুত হয়, কাগজের কলে উহার বেশ মূল্য আছে। দামোদরের চড়ায় যে কেশে ঘাস জন্মে, তাহাতে সেখানকার গরিব লোকে গৃহাচ্ছাদন করে, খড় বা বিচালির খুব দর বৃদ্ধি হওয়ায় এখন তাহার কিঞ্চিৎ মূল্য হইয়াছে, নতুবা তাহাও

গৃহস্থের উনান ধরাইবার সাহায্য করিত। ঐ কেশে ঘাসের অগ্রভাগেও কাগজ প্রস্তুত হয়। যাহারা তাহা জানে বা কাগজের কলে সন্ধান রাখে, তাহারা কলওলাদের সঙ্গে চুক্তি করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হয়। আমাদের দেশের যুবকেরা স্কুল কলেজ ছাড়িয়া জীবিকার জন্য হাহা ধাধা করিয়া করিয়া বেড়ান কিন্তু আমাদের দেশে যে অর্থাগমের কত প্রশস্ত পথ পড়িয়া আছে, তাহা তাঁহারা চাহিয়াও দেখেন না।

আমি একদিন আমার কোন বন্ধুর বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। বন্ধু তখন অফিশ হইতে আসিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময় দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া একখানি টম-টম টানিয়া আনিয়া বৈঠক-খানার সম্মুখে দাঁড়াইল, টম-টম হইতে বেশ একটী সভ্যভব্য সুন্দর পরিচ্ছদপরিহিত বাবু নামিয়া বৈঠকখানায় প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার গলায় বোড়াসাপের মত মোটা খানিকটা সুবর্ণ শৃঙ্খলে সোণার ঘড়ী ঝুলিতেছে। দুহাতের দশটা আঙ্গুলের পাঁচছয়টায় হীরার আংটী দপ্ দপ্ করিতেছে, চোখের চসমাখানার দামও প্রায় ত্রিশ চল্লিশের কম নহে। তিনি আমার কাছেই বসিলেন, বসিয়া পকেট হইতে একটী রূপার সিগারকেশ বাহির করিলেন, তাহাও মূল্যবান। বাবুটীর অবস্থা ব্যবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে একটা "কেষ্ট বেষ্টো" বা সৌভাগ্যের সন্তান বলিয়াই মনে হইল। ইংরেজ হইলে হয়ত বন্ধু বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া না দিলে আমাদের পরস্পরের বাক্যালপের অধি-কার জন্মিত না, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমরা উভয়েই বাঙ্গালী, বাঙ্গালী হইলেও কিন্তু অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে ইংরাজী ধরণটা আজিকালি অনেকটা সংক্রামিত করিয়া ফেলিয়াছে, বিশেষতঃ আবার যাঁহারা ইংরাজীগন্ধী। ফলে তাহা হইলেও আমি ছাড়িলাম না—উপর-পড়া হইয়া তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি তাহাতে পাশ্চাত্য সভ্যতাপদ্ধতি লাফাইয়া লঙ্ঘন করিয়া ফেলিলাম, তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসার পর, একবারে বেয়াদবির চূড়ান্ত করিয়া বসিলাম, তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, "মহাশয়ের বিষয় কাজ কি করা হয়?" তেমন তেমন জায়গা হইলে এরূপ অপরাধে ধলাধাকার শঙ্কা না করিয়া থাকা যাইত না, সাহস, বন্ধুর বাড়ী—বন্ধু বলিতে ইংরাজীতে যাহাকে Friend ফ্রেণ্ড বলে

সে রকম বন্ধু নয়। আমাদের দেশীয় ধরণের বন্ধু—যাঁহার উপর জোর-জবরদস্তি চলে সেরূপ বন্ধু। বলিতে বলিতে বন্ধু অন্তঃপুর হইতে বৈঠকখানায় প্রবিষ্ট হইলেন, তিনি আমাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল ইহা বুঝিয়া, একটু হাসি-মাখান কথায় জিজ্ঞাসিলেন, "কি কথা হচ্ছিল?" আমি উত্তরে তাঁহাকে তাহা জানাইলে তিনিই আমাকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি মফঃস্বলের অমুক কলে ছেঁড়া নেকড়ার কণ্ট্রাক্টরী করেন।

তাঁহার গাড়ীঘোড়া পোষাকপরিচ্ছদ দেখিয়াই আর্থিক অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারা গিয়াছিল, তথাপি তিনি উঠিয়া যাইলে বন্ধুর মুখে শুনিলাম, লোকটা মাসে দুতিন হাজার টাকা উপার্জ্জন করে। ছেড়া ন্যাকড়ার কারবারে মাসে এরূপ উপার্জ্জন বড় কম নহে। অর্থোপার্জ্জনে কেবল উদ্‌যোগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, এইজন্যই শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন, "উদ্যোগী পুরুষো সিংহ মুপয়তি লক্ষ্মীং" উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মী লাভে সক্ষম। ছেড়া ন্যাকড়ার ন্যায় কত জিনিষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

পল্লীগ্রামের অনেক জীবিকাহীন লোক আছেন, যাঁহারা বাপ, খুড়া, জ্যেঠা, দাদা প্রভৃতি আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া কালযাপন করেন, তাঁহারা একটু উদ্যোগী হইলে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখী স্বচ্ছন্দ হইতে পারেন। আমরা তাঁহাদের জন্য এখানকার পণ্য দ্রব্যের তালিকা ও বাজার দর সময়ে সময়ে প্রকাশ করিব এবং সেই সকল জিনিষ কাহার দ্বারা কি উপায়ে সহজে বিক্রয় করা যাইতে পারে তাহাও লিখিব। যদি সুবিধা হয়, আমরাও সে ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে আরও যাহা বলিবার আছে প্রবন্ধান্তরে বলিব।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

তামাক।

আজকাল তামাক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সোহাগের সামগ্রী। ধূমপান, পানের সহিত দোক্তা চর্ব্বণ, নাসিকারন্ধ্রে নস্য প্রদান, ইত্যাদি প্রকারে তামাকের চলন আজকাল সভ্যতার সহিত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। জননী-জঠর হইতে বহির্গত হইয়াই, শিশু মুখে সিগারেট দেয় বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। অথচ যেখানে সিগারেটের জন্মভূমি, সেখানে আইন আছে যে, ষোড়শবর্ষ অতীত না হইলে যে ধূমপান করিবে, সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু এ দেশ এত উৎসন্নের পথে ধাবিত হইয়াছে যে, হিতাহিত বিবেচনা করিবার সময় কাহারও নাই। কাজেই তামাকের মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে এবং তামাক চাষ বিশেষ লাভজনক ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংস্কৃতে তামাককে তাম্রকূট বলে। ভারতে মোগল সম্রাট আকবরের সময় হইতে ইহার বিশেষ চলন দেখিতে পাওয়া যায়। মোগল সম্রাটকে ইংলণ্ডের রাজা তামাক উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার মাটীতে সোণা ফলে। যাহার চাষ করিবে তাহাই পর্য্যাপ্ত-রূপে জন্মাইবে। কাজেই কৃষিকার্য্য বঙ্গদেশে যে প্রকার অল্প আয়াসসাধ্য, এই প্রকার আর কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

নদীয়া, যশোহর, পাবনা, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পূর্ণিয়া, ঢাকা, ময়মনসিং, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, লক্ষ্ণৌ, জোনপুর প্রভৃতি স্থানে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। বেহারের মতিহারিতে অতি উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তামাককে বাজারে "মতি-হার" বলিয়া অভিহিত করে। তামাকের জমির খাজনা অতিশয় বেশী। এই সকল জমিতে কৃষকেরা তামাক ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার আবাদ করে না। এক ঋতু তামাক হইলেই ক্ষেত্রকে বিশ্রাম দেয়। কাজেই জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি পায়।

তামাকের চাষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় কিন্তু ইহাতে লাভও অনেক বেশী হইয়া থাকে।

ভাদুই শস্য হইয়া গেলে তামাকের জমি ঠিক করিতে হয়। উপর্য্যুপরি লাঙ্গল দিয়া মাটী কর্ষণ করিতে হইবে, পরে সারাদিন জমি তৈয়ার করিতে হইবে। আমাদের দেশে কেবল ছাই সাররূপে তামাক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কেবল ছাই দ্বারা ক্ষেত্রের সকল অভাব মোচন হয় না। তামাকের ক্ষেত্রে গোয়াল ঘর, আস্তাবল প্রভৃতির আবর্জ্জনা, সোরা, চুণ প্রভৃতি সার বিশেষ উপযোগী। যে সারই হউক, উহাকে যেন মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করা হয়।

তারপর জমি প্রস্তুত হইলে বীজ ছড়াইতে হইবে। যথায় চারা করিবে,

সেই স্থানের মাটী যেন বিশেষ হাল্‌কা হয়, নচেৎ বীজ অঙ্কুরিত হইবে না। প্রতি বিঘাতে একভরি বীজ হইলেই যথেষ্ট হইবে।

বীজ বপনকালে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে না, এইজন্য বেশ করিয়া ঝুরা মাটী উহার উপর ছড়াইয়া দিবে। বীজ যদি অত্যন্ত ঘন ভাবে ছড়ান হয়, তাহা হইলে চারাও অতিশয় ঘনভাবে জন্মিবে। ইহাতে স্থানাভাবে বহু চারা বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বীজ বপন করিয়া তাহা শুষ্ক বিচালী দ্বারা বেশ করিয়া আবৃত করিতে হইবে। পাঁচ সাত দিবস অতীত হইলে দেখিবে, বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে কি না। যদি বীজ বাহির হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর বিচালী রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। আর এক কথা, ইহা বেশ করিয়া স্মরণ রাখিবে যে, যে পর্য্যন্ত না বীজ হইতে চারা অঙ্কুরিত হয়, সে পর্য্যন্ত যেন ইহাতে জলসেচন না করা হয়। চারা বাহির হইলে জলসেচন করিতে হইবে। যদি হঠাৎ বৃষ্টি হয়, বিচালীর দ্বারা তাহা অনেকটা নিবারিত হইবে। শ্রাবণ মাসে যেন বীজ বপন করা হয়। কারণ বীজ যত বিলম্বে বপন করা হইবে, তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যই বিলম্ব হইয়া পড়িবে এবং পরিশেষে অনেক ক্ষতি হইয়া যাইবে।

চারা রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়—আশ্বিন মাস। এই সময়ে বর্ষার জোর থাকে না, কাজেই চারার কোনও ক্ষতি হইতে পারে না। চারা গাছে অন্ততঃ ৫।৭ টা পাতা বাহির না হইলে তাহা রোপণ করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। চারা যখন ক্ষেত্রে বসাইবে, তৎপূর্ব্বে জমি আর একবার মই দিয়া বেশ করিয়া আল্‌গা করিয়া রাখিবে। তারপর চারাগুলি তুলিবার সময় উহার মূলে বেশ করিয়া জলসেচন করিতে হইবে। তাহা না হইলে চারা গাছগুলি তুলিবার সময় শিকড় ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। জল দিলে চারা মাটীশুদ্ধ উত্তোলন করা যাইতে পারিবে। এইরূপ না করিলে গাছগুলি সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।

চারা রোপণ করিবার সময়—অপরাহ্ন। কারণ রৌদ্রের তেজ না কমিয়া আসিলে চারাগুলি বসাইলে আতপতাপে শুষ্ক হইয়া যাইবে।

গাছ দুই তিন হাত অন্তর বসাইতে হইবে। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাশক্তি বুঝিয়া চারা বসাইতে হয়। তারপর তামাকের শ্রেণীও দেখিতে হইবে। চারা বসাইয়া উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখিলে কোনও ক্ষতি হয় না বরঞ্চ গাছগুলি বেশ তেজের সহিত ঝাঁকড়া হইয়া থাকে এবং পাতাও খুব বড় হয়।

চারা রোপণ করিয়া তারপর অন্ততঃ একসপ্তাহ ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে হইবে। যদি প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, তাহা হইলে আর জলসেচনের আবশ্যকতা নাই। জলসেচন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, গাছের পাতাগুলি মাটীর সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। জল শুষ্ক হইয়া গেলে হস্ত না দিয়া একটী কাঠি কিম্বা বংশ-শলাকা দ্বারা সেইগুলি তুলিয়া দিতে হইবে।

প্রথম দুই দিন কলাগাছের পেটিকা দ্বারা চারাগুলি আবৃত করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। বৈকালে জলসেচন করিবার সময় ইহা খুলিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে রৌদ্রে আর চারা কোনমতে শুষ্ক হইবে না। চারা যত শীঘ্র দাঁড়াইতে সক্ষম হয়, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। কারণ চারা সোজা হইয়া না দাঁড়াইলে উহা বর্দ্ধিত হইবে না।

চারা সকল দাঁড়াইয়া গেলে ক্ষেত্রে একবার নিড়েন দিতে হইবে। নিড়েন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু ঝুরা মাটী দিলে আরো ভাল হয়।

যদি ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকায় তাদৃশ রস নাই, তাহা হইলে জলসেচন করিতে হইবে। জলসেচন অনেকে করে না কিন্তু ইহা মহা ভ্রম। জলসেচন করিলে গাছগুলির তেজ অতিশয় বৃদ্ধি পায়। রসাল জমির পাতা বড় ও মোটা হইবে, আর নীরস জমির পাতা ক্ষুদ্র এবং পাতলা হইবে। জমিতে জলসেচন ও সার প্রদান দুটী প্রধান কার্য্য। একটীর অভাবে তামাক নষ্ট হইয়া যায়। সারহীন নীরস ক্ষেত্রের তামাক অতি নিকৃষ্ট এবং তাহা অতি সস্তাদামে বিক্রয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নিড়েন দ্বারা আগাছাগুলি দূর করিয়া দিতে হইবে। ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তামাকগাছ ভিন্ন আর অন্য কোন আগাছা থাকিবে না। অন্য গাছ থাকিলে তামাক গাছের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, পোকা লাগিবে এবং গাছের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইবে। নিড়ান দ্বারা গাছের গোড়াগুলিও বেশ আল্‌গা করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ আল্‌গা থাকিলে শিকড় ইতস্ততঃ চালিত হয় এবং তদ্বারা গাছের শক্তি বৃদ্ধি পায়। শক্ত মাটী হইলে গাছ ছোট হইয়া যাইবে এবং উহার পাতার সংখ্যাও কমিয়া যাইবে। মোটের উপর, একটু পরিশ্রম না করিলে তামাকের চাষ হয় না; যেমন পরিশ্রম বেশী, লাভও তদ্রূপ, ইহা মনে রাখিয়া কার্য্য করিলে কোনও অসুবিধা হইবে না।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে পৌষের মধ্যে গাছে অনেকগুলি করিয়া পাতা হইবে। কতগুলি হইবে ঠিক বলা যাইতে পারা যায় না, তবে ৮।১০টীর কম পাতা কোনও গাছে হইবে না। এই সময়ে ছুরি দ্বারা গাছের ডগা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ ডগা ভাঙ্গাকে "কলম" করা পদ্ধতি বলে। কলম করিবার সময় অপরাহ্ণ। শীতকালে শীঘ্র শীঘ্র সন্ধ্যা হয় সুতরাং অধিক রস নির্গত হইয়া সূর্য্যতাপে পরিশোষিত হইবে না। অধিক রস নির্গত হইলে গাছ দুর্ব্বল হইয়া যায়। এই কলম করিবার সময় গাছে যে শুষ্ক ও পচা পাতা দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহাও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কর্ত্তিত স্থানে ধুলা বা ছাই দিতে হইবে। গাছের ডগা ভাঙ্গা হয় এইজন্য উহা আর ঊর্দ্ধে বাড়িতে পারিবে না। কাজেই ইহার সমস্ত শক্তি অন্য পত্রগুলিকে অধিক পোষণ করিতে পারে। তদ্দারা পাতাগুলি মোটা ও বৃহৎ হয়। কলম করিলেই ২।৪ দিন বাদে দেখা যাইবে—সে পাতার গোড়া হইতে মুকুল উঠিতেছে। ঐ মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ উহারা পাতার রসে পরিপুষ্ট হয়। মুকুল থাকিলে পাতার যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

আশ্বিন মাসে গাছ বসাইলে মাঘ মাসে উহা কাটিতে পারা যাইবে। পাতা যত পুষ্ট হইয়া আইসে, উহার বর্ণ ততই পাংশু হইতে থাকে। পাতায় মনসার আটার ন্যায় এক প্রকার আটা হয়। উহাতে হাত দিলে হাত চট্‌চট্ করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত পত্রের উপরিভাগে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র দাগ ধরে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিলেই বুঝিবে যে, পাতা সংগ্রহ করিবার সময় হইয়া আসিয়াছে। এই সময়ে অকারণ বিলম্ব না করিয়া গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র কাটিতে মনোযোগী হওয়া দরকার।

মাঘ মাসে প্রায় বৃষ্টি হয়। অতএব শীঘ্র পাতা কাটা কর্ত্তব্য। যদি বৃষ্টি বা শিলাপাত হয়, তাহা হইলে তামাকের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে।

পরিষ্কার দিবসে তামাক কাটা উচিৎ। প্রাতঃকালে তামাক কাটা প্রশস্ত। কুয়াসাচ্ছন্ন দিবসে উহা কাটা উচিৎ নহে। যদি পাতায় শিশির থাকে, যতক্ষণ রৌদ্রতাপে উহা শুখাইয়া না যায়, ততক্ষণ অপেক্ষা করিবে।

তামাক কাটিবার সময় কিয়দংশ কাণ্ডের সহিত উহা কাটিতে হইবে। তারপর চার পাঁচটী পাতা একত্র করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। পাতা যদি লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে পারা যায়, উহা সমভাবে

শুষ্ক হয়। এইটুকু দেখিতে হইবে, যেন পাতায় শিশির ও রৌদ্র উভয়ই লাগিতে পায়।

শিশির ও রৌদ্র না পাইলে পাতা মড়্মড়ে হইয়া যায় এবং আঁটী বাঁধিবার সময় ভাঙ্গিয়া যায়। যদি বৃষ্টি হয়, পাতাগুলি তুলিয়া আবৃত স্থানে রক্ষা করিবে। শুষ্ক হইবার পর বৃষ্টি লাগিলে তামাকের ঝাঁঝ কমিয়া যায়।

তারপর তামাক বাছাই করিতে হইবে। ভালগুলি স্বতন্ত্র রাখিবে এবং ছালা সাজাইবে। প্রত্যেক ছালায় দেড় মণ তামাক থাকে। পাতাগুলির ঝাঁঝ রক্ষা করিবার জন্য ছালার চতুর্দ্দিকে উলুখড় দ্বারা ঢাকিয়া দিবে।

তামাক যদি উত্তমরূপে জন্মায়, বিঘাপ্রতি ৮।১০ মণ উৎপন্ন হইতে পারে। ভাল তামাক ২৫৲ হইতে ৪০৲ টাকা মণ বাজারে সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর দেখিতে পাওয়া যায়, তামাকের মূল্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এজন্য বাদ সাদ দিয়া ধরিলে প্রতি মণ যদি ২৫৲ টাকা করিয়া ধরি, তাহা হইলে প্রতি বিঘায় ২৫০৲ টাকা হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যদি কিছু বেশী জমিতে তামাকের আবাদ করিতে পারা যায়, অন্যান্য ফসল অপেক্ষা ইহাতে লাভ বেশী হয়. অবশ্য যদি কোনও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় উপস্থিত না হয়। তামাক করিতে হইলে একটা খরচের মোটামুটী হিসাব প্রদত্ত হইল।

জমা	খরচ	
১০/০ মণ তামাক ২৫৲ হিঃ ২৫০৲	জমির খাজনা প্রতিবিঘা	৮৲
	সার	৫৲
	লাঙ্গল ১০ খানা ৸০ আনা হিঃ	৭॥০
	বীজ	২৲
	জমি কোপান	
	১০ জন মজুর ।৶০ হিঃ	৪।৶০
	গাছ রোপণে ৫ জন মজুর	৩।৶০
	জলসেচন ১০ জন লোক	৪।৶০
	ডগা ভাঙ্গাই ৪ জন লোক	১৸০
	গাছ কাটাই ৪ জন লোক	১৸০
	শুষ্ককরণ জন্য ১৪জন লোক	৬৶০
	মোট	৪৪।/০

আমরা খরচ কিছু বেশী করিয়া ধরিলাম। পল্লীগ্রামে বোধ হয় মজুর ও জমির খাজনা কিছু কম হইবে। মোটের উপর তামাক-ক্ষেত্রে যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতে শিল্প বাণিজ্য।

অধুনা আমাদের দেশে শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারে লোকের দৃষ্টি কিয়ৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত বিষয় আলোচনা করিয়া প্রবন্ধাকারে জনসমাজে প্রচার করিবার স্বতন্ত্র ম্যাগাজিন বা পত্রিকা অতি কম দেখা যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাণিজ্য-বিপুল সহরে কেবলমাত্র শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয় আলোচনা ও প্রচার করিবার জন্য বহুসংখ্যক পাক্ষিক ও মাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। শিল্পবাণিজ্য নীতিবিদ্ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা স্ব স্ব গবেষণা-উদ্ভূত নীতিতত্ত্বাদি-বিষয়ক প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিবার যথেষ্ট সুবিধা পান। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি জনসাধারণের দ্বারা অনুমোদিত হইবার পূর্ব্বে উহাদের সাধারণ ও বিশেষ সূত্র ও মন্তব্য সমূহ কূটতর্কবিদ্ পণ্ডিতগণের দ্বারা সমালোচিত হইয়া থাকে। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ে আলোচ্য-বিষয়ক জটিল স্থূল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা দ্বারা মীমাংসিত হইলে সাধারণের বোধগম্য হইবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। কোন একটী নূতন বিষয় প্রথম প্রস্তাবিত হইলে তাহার গূঢ়নিহিত অর্থগুলি প্রায়ই সাধারণের পক্ষে জটিল বলিয়া বোধ হয়, সেই জন্য প্রকাশিত প্রবন্ধের মতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ হইয়া থাকে। বিষয়টী প্রতিবাদ হইলেই তাহার প্রতি পাঠকগণের ও প্রবন্ধলেখকেরও যথেষ্ট দৃষ্টি পড়ে। প্রবন্ধ-লেখকও নিজের প্রস্তাবিত মতের মাপকাটী কমাইবার বা বাড়াইবার সুবিধা পান এবং দ্বিগুণ উৎসাহে ঐ বিষয় পুনরায় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তবে অনেক স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমালোচকের লেখনীর তীব্র কশাঘাতে নবীন লেখকের মতগুলি কখনও কখনও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তবে শিল্পবাণিজ্য তত্ত্বের অনেকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে। ঐগুলি মূলভিত্তি করিয়া

উহার সংস্কার ও উন্নতিকল্পে স্ব স্ব প্রতিভা ও বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলনের নিদর্শন কখনও সমালোচকের বাদপ্রতিবাদে নষ্ট হইতে পারে না বরং তদ্দ্বারা ঐ সকল মত সংশোধিত হইয়া জনসাধারণের কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায় যে, কোন একটী নূতন বিষয় আবিষ্কার করিবার সময় আবিষ্কার-কর্ত্তা স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি উদ্ভাবনীশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সাফল্যলাভ করিতে পারেন না, তাঁহাকে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক পণ্ডিতগণের আলোচিত উক্ত বিষয়ক মতামতগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অনেক সাহায্য লইতে হয়। তবে তিনি যদি উক্ত বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক হন, কিংবা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া না থাকেন, এবং তিনি যদি তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা পরিশ্রমে উক্ত বিষয় আবিষ্কার বা উক্ত মত প্রবর্ত্তন করিতে অকৃতকার্য্য হন, তবে তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে কেহ না কেহ ঐ বিষয় বা ঐ মত লইয়া গবেষণা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন তাহার আর সন্দেহ থাকে না। তিনি তাঁহার সাধনার ধনগুলি সাময়িক পত্রে কিম্বা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়া তাঁহার অধস্তন পণ্ডিতগণের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান। তাঁহারা যথেষ্ট আশা করিয়া যান যে, পরবর্ত্তী যুগে কেহ না কেহ তাঁহার বহুসাধনার অসম্পূর্ণ বিষয়টী চেষ্টা ও যত্ন সহকারে সংস্কার করিয়া নিশ্চয়ই উহার সফলতা লাভে কৃতকার্য্য হইবেন। ইউরোপ ও আমেরিকাতে এই সমস্ত বিষয় পুস্তিকাকারে ও সাময়িক মাসিক ও পাক্ষিক পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় ও হইবার সুবিধা আছে বলিয়া অতীত যুগের বিষয়গুলি এখনও লুপ্ত হয় নাই, ইতিহাস তাহার যথেষ্ট সাক্ষ্যস্বরূপ সেই কত যুগযুগান্তের লুপ্তপ্রায় সম্পত্তি সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

সেইজন্য এখনও আমরা কালের কল্লাল গর্ভে লুপ্ত সেই ফিনিসিয়ান্ আসিরিয়ান্ জাতির জগতে বাণিজ্য বিস্তার, ইউরোপের সহিত এসিয়ার বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন, ভিনিসিয়া জাতির সমগ্র ভূমধ্যসাগরে একাধিপত্য ও তৎসহ ভারতবর্ষের দ্রব্যাদি ইউরোপে আমদানী রপ্তানী ও পরবর্ত্তী যুগে গ্রীক ও রোমক জাতীর সভ্যজগতে একাধিপত্য লাভ, এক সময়ে য়ুরোপের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্প্রাসরণ যে যথেষ্ট ছিল, তাহার ইতিবৃত্ত এখনও অনেক প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাইয়া থাকি। পৃথিবীর যে সমস্ত জাতি সভ্যতা ও আর্থিক উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাদের

সভ্যতার ভিত্তিতে অর্থ ও বাণিজ্য নীতির সফলতায় সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। উন্নতশীল জাতির গঠন ও উন্নতির ইতিহাস পাঠে জানা যায়, জাতীয় অর্থ ও মূলধন সকল বিভাগস্থ উন্নতির অগ্রগামী হইয়া প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে; ও জাতীয় অর্থ অবাধ বাণিজ্য বিস্তার ও শিল্প উন্নতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে উদার ও রক্ষণশীল রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিতগণ বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তাঁহারা দেশের শিল্পোন্নতি ও বাণিজ্য সম্প্রাসরণ পক্ষে সকলেই একমত হইয়া জাতীয় শক্তিকে উন্নতির উচ্চপ্রদেশে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচ্যদেশের মধ্যে জাপানের "শিল্প ও বাণিজ্য" পাশ্চাত্য জগতের শিল্প বাণিজ্য নীতির পথানুবর্ত্তিনী হইয়া উক্ত জাতীয় শক্তিকে জগতের মহাশক্তির অন্যতমা বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। নীতিশাস্ত্রজ্ঞগণ অর্থকে অনর্থের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, জগতে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেক পদে অর্থের দরকার। অর্থবিনা কোনও কার্য্যই হয় না। অর্থবিহীন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মসঞ্চয় করাও অনেক সময় দুরূহ হইয়া উঠে। অর্থ না থাকিলে লোকে দান করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারে না। ইদানীং জ্ঞানার্জ্জন উচ্চশিক্ষালাভ অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। ব্যক্তিগত ও জাতীয় ভাণ্ডার অর্থপূর্ণ করিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপায় বাণিজ্য ব্যবসা। যখন দেখা যাইতেছে যে, আর্থিক অবস্থার উন্নতির প্রধান পথ ব্যবসা ও বাণিজ্য, তখন আমরা অর্থাগমের নিম্নতম উপায় রাজসেবা ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজেদের দুঃখ কষ্ট ও অশান্তির জন্য অপরকে দোষী করিয়া নিজেদের মূর্খতার পরিচয় দিয়া থাকি মাত্র। সমাজতত্ত্বে অভিজ্ঞতা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবধান রাখিতে না চাহিলেও প্রাকৃত কর্ম্মজগতে ঐ কবিকল্পিত সম-নীতির প্রচলন করা দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যখন ব্যক্তিগত স্বাবলম্বন অর্থাগমের পথ সুগম করিয়া থাকে, তখন পরমুখাপেক্ষী হইয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া থাকা কর্ম্মঠ মনুষ্যের কি কর্ত্তব্য? পাশ্চাত্য ইতিহাস পাঠ করিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, অবাধ বাণিজ্য ব্যবসা বিস্তার ব্যক্তিগত ও জাতীয় অর্থোন্নতির একমাত্র মূলস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন দেখা যায় যে, সভ্য সমৃদ্ধিশালী জাতির উন্নতির মূল কারণ ব্যবসা বাণিজ্য, তখন আমরা প্রাচীন ভারতে যে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট

বিস্তার ছিল, তাহার উপলব্ধি স্থূলতঃ একপ্রকার স্বীকার্য্য বিষয় করিয়া লইতে পারি। কারণ যে পুরাকালে জগতের কোনও জাতির মধ্যে সভ্যতা বলিয়া কোনও অস্তিত্ব ছিল না, যখন মানব জাতি প্রকৃতির স্বভাবজাত দ্রব্যে জীবনধারণ করিত, তখন এই দেশপ্রসিদ্ধ ভারতবর্ষ সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। জগতের সেই প্রাচীন সময়ে যখন আধুনিক সভ্য জাতির অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র ছিল না, তখন ভারতবর্ষের হিন্দুগণ শিক্ষা সভ্যতা, জ্ঞানধর্ম্ম সমাজ রাজনীতি, কৃষি, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্বের চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র এই ভারতভূমির প্রাচীন সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ যুগের ইতিহাস পাঠ করিলে মনে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সুখ সমৃদ্ধি কালের করাল স্রোতে কোথায় লীন হইয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীন সুখ সমৃদ্ধি যে একমাত্র বাণিজ্য, ব্যবসা ও শিল্পোন্নতির উপর নির্ভর ছিল, তাহা পুরাতত্ত্ব পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আর্য্যজাতির ভারতবর্ষ প্রবেশের পর হইতে ইদানীং পর্য্যন্ত এই সময়কে আমরা কয়েকটী যুগে ভাগ করিব। যথা—আর্য্যগণের দেশ অধিকার হইতে রামায়ণ ও মহাভারতীয় সময় পর্য্যন্ত প্রথম যুগ। সেই সময় হইতে আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণ পর হইতে মুসলমানগণের ভারত আক্রমণ পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগ। পাঠান ও মোগল রাজত্বকাল চতুর্থ যুগ। তৎপর হইতে আলোচ্য সময় পর্য্যন্ত আধুনিক যুগ। এই প্রত্যেক যুগে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, প্রসার ও অবনতির ঐতিহাসিক ধারাবাহিক বর্ণনা বারান্তরে সাধ্যমত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত, বি, এ,

পুরাকালের রাজকোষ।

রাজা, মন্ত্রী, মিত্র, কোষ, প্রজাবর্গ, দুর্গ ও বল এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ। নীতিশাস্ত্রে এই অঙ্গগুলির উপকারিতা ও আবশ্যকতা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আজ আমরা রাজকোষের একটু বিবরণ দিতেছি।

এখনকার রাজকোষের অনেক খবর আমরা রাখি। আমরা Budget estimate জানি, Account Rules, Cash, Contra কিছুই আমাদের অগোচর নয়। সে কথা না বলিয়া পুরাকালে আমরা রাজকোষ সম্বন্ধে কি জানিতাম তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিলে কতকটা কৌতূহলোদ্দীপক হইতে পারে।

রাজকোষ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার উল্লেখ আমরা কামন্দকীয় নীতিসারে দেখিতে পাই। কামন্দক বলিয়াছেন, রাজকোষের আয় অধিক, ব্যয় অল্প হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা ঈপ্সিত দ্রব্যে পূর্ণ থাকিবে ও আত্মীয়ের দ্বারা অধিকৃত হইবে। যাহা ধর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত, ব্যয়সহনক্ষম, তাহাই কোষাধ্যক্ষের মতে উপযুক্ত। রাজকোষ ধর্ম্ম, অর্থ, আপদ ও ভৃত্যাদিগের প্রতিপালনের জন্য। দান, ভূষণ ও বাহনক্রয়, দুর্গ সংস্কার, সেতুবন্ধ, বণিক-কর্ম্ম ও প্রজামিত্র পরিগ্রহের জন্য কোষ আবশ্যক। কোষই রাজার প্রধান বল।

যিনি বিনীত, ধনবান্, লোকাচারাভিজ্ঞ, ও অতিকৃপণ, তিনিই কোষাধ্যক্ষের পদ পাইবার উপযুক্ত।

এইখানে আয় ব্যয় লেখ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে বা দিনে দিনে যাহা আপনার আয়ত্তে আসে, তাহা আপনার আয়, ও যাহা পরায়ত্ত হয়, তাহা ব্যয়। আয় দুই প্রকার, সাদ্যস্ক ও প্রাচীন। যাহা সদ্য পাওয়া যায় তাহা সাদ্যস্ক, যাহা সঞ্চিত তাহা প্রাচীন। ব্যয়ও দুই প্রকার,—উপভুক্ত ও বিনিময়াত্মক। যাহা উপভোগ করা যায়, তাহা উপভুক্ত, যাহা বিনিময় করা যায়, তাহা বিনিময়াত্মক। সঞ্চিত আয় তিন প্রকার,—নিশ্চিতান্যস্বামিক, অনিশ্চিতস্বামিক ও স্বস্বত্ব-নিশ্চিত। যাহার অন্য স্বামী নিশ্চিত আছে, তাহা নিশ্চিতান্যস্বামিক, যাহার স্বামী অনিশ্চিত, তাহা অনিশ্চিতান্যস্বামিক, যাহাতে নিজের স্বামিত্ব নিশ্চিত রহিয়াছে, তাহা স্বস্বত্বনিশ্চিত। নিশ্চিতান্যস্বামিক সঞ্চিত ধন তিন প্রকার,—ঔপনিধ্য, যাচিতক ও ঔত্তমর্ণিক। সাধুরা বিশ্বাস করিয়া যাহা গচ্ছিত রাখিয়াছে, তাহা ঔপনিধ্য। বিনাসুদে যাহা চাহিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা যাচিতক, সুদ দিব এই অঙ্গীকার করিয়া যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ঔত্তমর্ণিক। স্বস্বত্বনিশ্চিত সঞ্চিত ধন দুই প্রকার,—সাহজিক ও অধিক। দিনে মাসে বা বৎসরে যাহা পৈতৃকধন, আপনার বৃত্তি বা আপনার ব্যবসায় হইতে

নির্দ্ধারিত হয়, তাহা সাহজিক। পৈতৃক ধন ও দানগ্রহণ হইতে যে আয় নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই উত্তম সাহজিক আয়। প্রকৃত মূল্য হইতে অধিক মূল্য-গ্রহণ, সুদ, যাজনাদি কর্ম্ম, পুরস্কার, বেতন ও যুদ্ধজয় হইতে যে আয় হয়, তাহাই অধিক স্বস্বত্বনিশ্চিত আয়। ইহা ব্যতীত অন্য সমস্তই সাহজিক। সব ধনকেই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়,—পূর্ব্ববৎসর শেষ ও বর্ত্তমানাব্দ সম্ভব। যাহা পূর্ব্ববৎসরের অবশিষ্ট, তাহা পূর্ব্ববৎসর শেষ; যাহা বর্ত্তমান বর্ষে জাত, তাহা বর্ত্তমানাব্দ সম্ভব। অধিক ও সাহজিক আয় পার্থিব ও ইতর এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভূমিভাগ হইতে যে আয় উদ্ভূত হয়, তাহা পার্থিব। এই পার্থিব আয় দেবালয়, কৃত্রিম বস্তু, জল. ভূবিভাগ প্রভৃতির জন্য বহু, মধ্য ও অল্প হইয়া থাকে। শুল্ক, দণ্ড, আচার, রাজস্ব, উপহার প্রভৃতি হইতে যাহা লাভ হয়, তাহা ইতর।

যে নামে আয় হয়, ব্যয়েরও পূর্ব্বে সেই নাম থাকা উচিত। ব্যয়ও আয়ের মত, আয় ব্যয় ব্যাপ্য ও ব্যাপক। ব্যয় দুইভাগে বিভক্ত—পুনরাবর্ত্তক ও স্বত্বনিবর্ত্তক। যে ব্যয় নিধীকৃত, উপনিধীকৃত, বিনিময়ীকৃত, সকুসীদ অকুসীদ ও আধমর্ণিক, তাহাকে পুনরাবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। যাহা ভূমিতে নিখাত হইয়াছে, সুতরাং অতি দুঃখের সময়েও যাহা অগ্রহণীয়, তাহা নিধীকৃত। যাহা অন্যের নিকট গচ্ছিত আছে, তাহা উপনিধীকৃত, যাহা বিনিময় করা যায়, তাহা বিনিময়ীকৃত। সুদে বা বিনাসুদে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আধমর্ণিক। যাহা সুদে দান করা হইয়াছে, তাহা ঋণ, যাহা বিনাসুদে প্রদত্ত, তাহা যাচিতক। স্বত্বনিবর্ত্তক ব্যয় দুই প্রকার—ঐহিক ও পারলৌকিক। ঐহিক চারিপ্রকার—প্রতিদান, পারিতোষ্য, বেতন ও ভোগ্য। পারলৌকিক কত প্রকার তাহার সংখ্যা নাই। যাহা মূল্যস্বরূপ দান করা যায়, তাহা প্রতিদান। সেবায় ও শৌর্য্যাদিতে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু যাহা দান করেন, তাহা পারিতোষ্য; ভৃতিস্বরূপ যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা বেতন। ধান্য, বস্ত্র, গৃহ, উদ্যান, গো, গজাদির জন্য, বিদ্যা বাক্য প্রভৃতি অর্জ্জনের জন্য যাহা ব্যয়িত হয়, তাহা উপভোগ্য। জপ, হোম, অর্চ্চন ও দানে যে ব্যয় হয়, তাহা পারলৌকিক।

এইরূপে আয় ব্যয় লিখিয়া মন্ত্রী, বিচারপতি, পণ্ডিত ও দূত রাজদর্শনের জন্য অগ্রসর হইতেন। অমাত্য প্রথমে সেই লেখ্যে "এ লেখা ঠিক" এই কথা কয়টি লিখিতেন, তারপর সুমন্ত্র "এ সবই বিচারিত হইয়াছে" এই

কথা লিখিতেন। প্রধান রাজপুরুষ লিখিতেন, "ইহা যথার্থ।" রাজপ্রতিনিধি লিখিতেন, "ইহা অঙ্গীকার করিবার যোগ্য।" যুবরাজ "ইহা গ্রাহ্য" ও পুরোহিত "ইহা আমার সম্মত" এই কথাগুলি লিখিয়া দিতেন। সকলেই লেখ্যান্তে আপনার মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। তার পর রাজা "ইহা অঙ্গীকৃত হইল" লিখিয়া আপনার মুদ্রাচিহ্ন দান করিতেন। *

আজকালকার হিসাব পত্রের নিয়মাদি দেখিয়া মনে হয়, পুরাকালে এত কড়াকড়ি ব্যাপার ছিল না, সুতরাং সেকালের কাজ অধিকাংশই ঢিলা হইয়া থাকিত। পুরাতন নীতিশাস্ত্রগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, আমরা না জানিয়া শুনিয়া অনেক সময়ে এমন এক একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসি, যাহা একেবারেই অসার ও ভিত্তিহীন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।

বঙ্গের বাণিজ্য-বিবরণী।

১৯১১ ইংরাজীর এপ্রেল হইতে ১৯১২ ইংরাজীর মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া এক বৎসরে কলিকাতা ও উড়িষ্যার বন্দর দিয়া সকল কৃষি-জাত ও শিল্পপণ্য আমদানী রপ্তানী হইয়াছে। গত শুক্রবার কলিকাতার কষ্টম কালেক্টর তাহার একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিবরণীতে দেখা যায়, গত এক বৎসরে ১৭০ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানী হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এত টাকার মাল আমদানী রপ্তানী আর কখনও হয় নাই। ১৯০৭।৮ সনের বিবরণী দেখিলে দেখা যায়, ১৬৫ কোটি টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৯১০।১১ সনে ৯০ কোটি ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল, গত বৎসর হইয়াছে ১০০ কোটি ১১ লক্ষ টাকার। ১৯১০।১১ সনে ৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল, গত বৎসর হইয়াছে ৭০ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার। কষ্টম কালেক্টর বিবরণীতে লিখিয়াছেন, ভারতে বিলাতী দ্রব্য-সমূহের অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, বিলাতী বুট

* শুক্রনীতিসার, ২য় অধ্যায়।

জুতার আমদানী কিছুদিন কমিয়াছিল। গত বৎসর আবার তাহা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে;—১৫ লক্ষ টাকার ৫,৮০,০০০ জোড়া শুধু বিলাতী বুট আসিয়াছে। এদেশে নূতন নূতন কয়েকটি সাবানের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সেগুলি খুব উত্তম সাবান প্রস্তুত করিতেছে, তথাপি পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে দুই লক্ষ টাকার বিদেশী সাবান বাঙ্গালায় আমদানী হইয়াছে।

গত বৎসর যাবা চিনির আমদানী কিছু মন্দা পড়িয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ, ইউরোপে গত বৎসর চিনি কম জন্মিয়াছিল। তাহার ফলে যাবা হইতে বিস্তর চিনি ইউরোপে প্রেরিত হয়, এমন কি, যে সব যাবা চিনি কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে ৪৭,৮০০০ টন ইউরোপে প্রেরিত হয়। দ্বিতীয় কারণ,—ভারতে আকের চাষ ও চিনি প্রস্তুতের পরিমাণ ক্রমে বাড়িতেছে। গত বৎসর ২৩,৩০,০০০ একর ভূমিতে চাষ হইয়াছে (পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ১০ গুণ বৃদ্ধি) এবং ২৩,৯০,০০ টন চিনি জন্মিয়াছে (শতকরা ৮ গুণ বৃদ্ধি)। ভারতে আকের চাষের শ্রীবৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টও চেষ্টা করিতেছেন।

“ব্যবসায়ী”র নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসে ব্যবসায়ী ৫০০০ হাজার ছাপা হইলেও আমরা যেরূপ সাধারণের সহানুভূতি পাইতেছি, তাহাতে শীঘ্রই আমরা ২০,০০০ হাজার করিয়া মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইব।

২। ব্যবসায়ীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। প্রতি গৃহে “ব্যবসায়ী” প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছি। আগামী আষাঢ় মাস হইতে “ব্যবসায়ী” অতি বৃহৎ আকারে নব সাজে সজ্জিত হইয়া বাহির হইবে। সুতরাং আষাঢ় মাস হইতে “ব্যবসায়ীর” মূল্য বৃদ্ধি হইবে। যাঁহারা আষাঢ় মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য ২৲ টাকা দিয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা এই মূল্যেই এক বৎসর “ব্যবসায়ী” পাইবেন। অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে অথবা ভিঃ পিতে “ব্যবসায়ী” পাঠাইতে না লিখিলে, কাহাকেও কাগজ দেওয়া হয় না।

৩। গ্রাহক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ৵১০ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে একখানি "ব্যবসায়ী" বিনামূল্যে পাঠান হয়।

৪। কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে টিকিট সহ পত্র লিখিতে হয়। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

৫। "ব্যবসায়ী" প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরিত হয়।

৬ চিঠি-পত্র, টাকা-কড়ি সমস্তই ম্যানেজারের নামে এবং প্রবন্ধ ও সংবাদাদি "সম্পাদক ব্যবসায়ী" এই নামে পাঠাইতে হয়।

৭। "ব্যবসায়ী"র কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্পাদক নাই। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যবসায়ীর অজস্র মূলধনে ও সংবাদ পত্র পরিচালনায় অভিজ্ঞ কয়েক জন মহানুভবের চেষ্টায় "ব্যবসায়ী" সম্পাদিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে; কাজেই ব্যবসায়ীতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী প্রচলিত মাসিক পত্রিকাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইবে।

৮। 'ব্যবসায়ী"র গ্রাহকদের কর্ম্মখালি ও পাত্র-পাত্রীর সংবাদ ব্যবসায়ীতে বিনামূল্যে একবার মাত্র মুদ্রিত হয়।

৯। "ব্যবসায়ী"তে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতিবার প্রতি পেজ ১০৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ ৬৲ টাকা, সিকি পেজ ৪৲ টাকা। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত কাহারও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

১০। কোন ব্যক্তি ব্যবসা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে। কিন্তু প্রবন্ধ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

১১। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন, কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই।

১২। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ—"ব্যবসায়ী"।
১।৪ নং গোরলাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কর্ম্মখালি।

কবিরাজী ঔষধ, ঘৃত ও তৈলাদি প্রস্তুত করিতে পারেন এবং ইংরাজীতে ভিঃ পির কাজ করিতে পারেন, এরূপ একজন কবিরাজী কম্পাউণ্ডারের প্রয়োজন। চব্বিশ ঘণ্টা ডিস্‌পেন্‌সারিতে থাকিতে হইবে। আহার ও বাসস্থান পাইবেন। বেতন ১৫৲ টাকা, জামিন ও সার্টিফিকেট সহ স্বয়ং "ব্যবসায়ী"র ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

২। "ব্যবসায়ী"র জন্য ২ জন ভাল ক্যান্‌ভাসারের প্রয়োজন, বেতন ও কমিশন পাইবেন। সার্টিফিকেট সহ স্বয়ং কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

৩। ২ জন ভাল রেওয়ার মুহুরীর প্রয়োজন। আহার ও বাসস্থান পাইবেন। সার্টিফিকেট ও জামিন সহ স্বয়ং সাক্ষাৎ করুন। বেতন যোগ্যতানুসারে ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা।

৪। জুয়েলারী ফারমের জন্য একজন সহকারী ম্যানেজারের প্রয়োজন। ভাল ইংরাজী জানা চাই, বেতন যোগ্যতানুসারে। স্বয়ং সার্টিফিকেট ও জামিন সহ সাক্ষাৎ করুন।

৫। ২ জন ভাল ইংরাজী জানা ক্লার্কের আবশ্যক। বেতন মাসিক ১৫৲ টাকা, আহার ও বাসস্থান পাইবেন। জামিন ও সার্টিফিকেট সহ স্বয়ং সাক্ষাৎ করুন।

৬। একটী বিখ্যাত জুয়েলারি ফারমের জন্য কয়েক জন ভাল জুয়েলারি মিস্ত্রী চাই। বেতন ২৫৲ হইতে ৫০৲ টাকা, কার্য্যের যোগ্যতানুসারে। সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট লোকের জামিন চাই।

Printed by H. P. Bannerjee, at the BANI PRESS.
63, Nimtola Ghat Street, Calcutta.

1912.

সূচীপত্র।

"ব্যবসায়ী"র নিয়মাবলী।

১। আমরা যেরূপ সাধারণের সহানুভূতি পাইতেছি, তাহাতে শীঘ্রই আমরা ২০,০০০ হাজার করিয়া মুদ্রিত করিতে সক্ষম হইব।

২। ব্যবসায়ীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। প্রতি গৃহে "ব্যবসায়ী" প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছি। এইজন্য যাঁহারা আশ্বিন মাসের মধ্যে গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা "ব্যবসায়ী"র মূল্য ১।।০ টাকা ও মাশুলাদি ৵০, মোট ১।।৵০ আনাতেই এক বৎসর ব্যবসায়ী পাইবেন। স্মরণ রাখিবেন, আশ্বিন মাসের পর কেহ আর ১।।৵০তে ব্যবসায়ী পাইবেন না।

৩। গ্রাহক হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে একখানি "ব্যবসায়ী" পাঠান হয়, কিন্তু "ব্যবসায়ী"র মূল্য স্বরূপ ৵০ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইতে হয়।

৪। কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে টিকিট সহ পত্র লিখিতে হয়। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

৫। "ব্যবসায়ী" প্রতি মাসের শেষে প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরিত হয়।

৬। চিঠি-পত্র, টাকা-কড়ি সমস্তই ম্যানেজারের নামে এবং প্রবন্ধ ও সংবাদাদি "সম্পাদক ব্যবসায়ী" এই নামে পাঠাইতে হয়।

৭। "ব্যবসায়ী"র কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্পাদক নাই। কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যবসায়ীর অজস্র মূলধনে ও সংবাদ-পত্র পরিচালনায় অভিজ্ঞ কয়েক জন মহানুভবের চেষ্টায় "ব্যবসায়ী" সম্পাদিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে; কাজেই ব্যবসায়ীতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী প্রচলিত মাসিক পত্রিকাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইবে।

৮। "ব্যবসায়ী"র গ্রাহকদের কর্ম্মখালি ও পাত্র-পাত্রীর সংবাদ ব্যবসায়ীতে বিনামূল্যে একবার মাত্র মুদ্রিত হয়।

৯। "ব্যবসায়ী"তে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে ১ বৎসরের চুক্তিতে প্রতিবার প্রতি পেজ ৫৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত কাহারও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না।

১০। কোন ব্যক্তি ব্যবসা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা যত্নের সহিত গৃহীত হইবে। কিন্তু প্রবন্ধ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে প্রকাশিত হইবে না।

১১। লেখকগণ নকল রাখিয়া প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন, কারণ উহা মনোনীত না হইলে ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই।

১২। পুরাতন গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কার্য্যাধ্যক্ষ—"ব্যবসায়ী"।
১।৪ নং গৌরলাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—

THE TRADE GAZETTE

ব্যবসায়ী।

মাসিক-পত্রিকা।

প্রথম বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৯। [অষ্টম সংখ্যা।

ব্যবসা।

ক্রয় বিক্রয়, আদান প্রদান লইয়াই ব্যবসা। এই ভবের হাটে ব্যবসায়ী কে নহে? সকলেরই পণ্যদ্রব্য আছে, তবে পরিমাণে কম বেশী।

ব্যবসায় মূলমন্ত্র সততা। যে প্রকারের ব্যবসাই হউক না কেন, যেখানে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হইবে, সেইখানেই সর্ব্বনাশ। এই সর্ব্বনাশের বা ক্ষতির প্রকারভেদ আছে। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা ক্ষতির পরিমাণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যাঁহাদিগের স্থূলবুদ্ধি, তাঁহারা মূলধনের ক্ষয়বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন না—আপাতমনোরম ভুয়া লাভের অঙ্ক দেখিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন।

কথাটা আর একটু বিশদরূপেই বলি। এই বিষয়াসক্ত, মায়ামত্ত জীবের কথাই গ্রহণ করুন। যে সারাৎসার পরাৎপর জীব মাত্রেরই মূলধন, একমাত্র অবলম্বন, মায়াতে অন্ধ হইয়া, রিপুর দাসত্ব স্বীকার করিয়া অন্ধজীব সেই মূলধনে ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় কিন্তু তথাপি ইহার প্রতি জীবের আদৌ দৃষ্টি থাকে না—সে পাপের পসরা মস্তকে করিয়া আনন্দবিভোর হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে থাকে। সে বুঝে না, তার "আসলে" হাত পড়িয়াছে, "লাভের অঙ্ক" বলিয়া যাহা কিছু মনে করিতেছে, তাহা ক্ষণস্থায়ী,—বস্তুতঃ ক্ষতির পরিমাণ

Printed by H. P. Bannerjee at the "BANI PRESS,"
63. Nimtola Ghat Street, Calcutta. 1912.

মাত্র। সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি অপরকে ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে। পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগিনীতে, আত্মীয় স্বজনে, বন্ধু বান্ধবে কোথায় না চাতুরী ও কৌশলের অভিনয় হইয়া থাকে? সাংসারিক বিষয়ে যাঁহাদিগের পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য, তাঁহারা মুল দ্রব্যে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন—সর্ব্বদাই শ্যেনদৃষ্টিতে দেখিতে থাকেন কেমন করিয়া সমশ্রেণীস্থ জীবকে প্রবঞ্চিত করিয়া ডঙ্কা বাজাইতে পারিবে। অর্থলাভের সহিত বিষয়াসক্তি যতই বাড়িতে থাকে, ততই যে ভগবানকে ভুলিতে থাকে, ভগবান হইতে দূরে অবস্থান করে। মনে রাখিও, সারা দিন পরের অনিষ্ট করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করায় পুরুষত্ব কিছুই নাই। কারণ, ইহাতে মূলধনই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আধ্যাত্মিক জগতের যে নিয়ম, দৈনন্দিন সাংসারিক দারুণ কষ্টেই সেই নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। ব্যবসা করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, মূলধন অক্ষুণ্ণ আছে কি না। তৎপরে দেখিতে হইবে, সৎপথে থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে কি না এবং তদ্দ্বারা অন্যের অনিষ্ট না করিয়া অথবা ক্রেতার অজ্ঞাতসারে ক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া স্বয়ং লাভবান হইতেছি কি না?

কোন কোন মহাপুরুষ হয়ত লেখককে নির্ব্বোধ বিবেচনা করিবেন। তাঁহারা হয়ত দেখিতেছেন, জালজুয়াচুরী করিয়া ক্রেতাকে প্রবঞ্চিত করিয়া তাঁহারা বেশ লাভবান হইতেছে। সুতরাং সৎপথ অবলম্বনরূপ পরামর্শ কেতাবেই পর্য্যবসিত থাকা উচিত—উহা কস্মিন্‌কালে কার্য্যকারী হয় নাই, হইবেও না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ যখন পাপ করিতে আরম্ভ করে, তখন নানা সুখকর দৃশ্য অশেষবিধ সুখপ্রদ দ্রব্য উপভোগ করিতে আরম্ভ করে। পাপের পথ সুগম ও নয়নাভিরাম দেখিয়া সেই পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়, তার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তখন বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ইহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। অবশ্য লব্ধকর্ম্মফলনিবন্ধন পরিণামে পাপীদিগকে হাহাকার করিতে হইয়াই থাকে।

এইরূপ পাপাশ্রয়ীর ন্যায় যাহারা অসদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদিগের পরিণাম ভীষণ হওয়া বিচিত্র কি?

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এই অলঙ্কার নির্ম্মাণ ব্যবসায়ের কথাই উল্লেখ করিব।

এদেশে যে শ্রেণীর লোকে অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই সামান্য শিক্ষিত বা নিরক্ষর ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত। কথিত আছে যে, গর্ভধারিণী জননীর অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে হইলেও স্বর্ণকারে "সোণা চুরি" করিয়া থাকে। তদপেক্ষা অধিকতর কলঙ্কের কথা আর কি আছে? এই সকল কারণে, অলঙ্কারনির্ম্মাতাদিগকে অনেকেই সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। দেখুন, এখন যদি কোন ধর্ম্মাত্মা "সোণা চুরি" না করিয়া অলঙ্কার নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার উন্নতি সুনিশ্চিত কি না। উন্নতি সুনিশ্চিত বলিয়াই আমরা অল্পকাল মধ্যে মণিলাল কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি।

অলঙ্কার নির্ম্মাণ ব্যবসা সম্বন্ধে যে কথা প্রয়োজন, অন্য সকল ব্যবসা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রয়োজন। বহু বৎসরের অবনতিতে আমাদিগের জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তাই সত্যনিষ্ঠার মর্য্যাদা বুঝিতে পারি না। যে দেশে পুরাকালে ঋণ-গ্রহণ-কালেও লোকে সাক্ষী রাখিত না, চন্দ্র সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে সাক্ষী বলিয়া গণ্য করিত, দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই দেশের লোককে সে দিবস পাশ্চাত্য জগতের কূটনীতিবিশারদ লর্ড কর্জ্জন মিথ্যাবাদী বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইহা আমাদিগের কর্ম্মফল ব্যতীত আর কি বলিব?

ব্যবসায় নানারূপ প্রলোভন উপস্থিত হইয়া থাকে। সয়তান নরকের দ্বার সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া উন্মুক্ত রাখিয়া আহ্বান করিতে থাকে। যাঁহারা ধার্ম্মিক ভগবৎভক্ত, তাঁহাদিগের কিছুতেই পদস্খলন হয় না, অটল অচল ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, ভাই, জটীল পথ পরিহার পূর্ব্বক, ঋজুপথ অবলম্বন কর, পুণ্যের জয় ঘোষণা করিতে গন্তব্য পথ স্থির রাখিয়া অভিযান কর—দেখিবে, তোমার জয়শ্রী তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন—তুমি অবিনাশী হইয়াছ। ব্যবসা অপেক্ষা উন্নতি লাভের সুগম পথ আর কিছুই নাই। চাকুরীপ্রিয় বাঙ্গালী যত দিন ধর্ম্মকে সহায় না করিয়া বাণিজ্যে ব্রতী না হইবেন, ততদিন এ জাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

ব্যবসায় সঙ্কট।

বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে এক নূতন সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সঙ্কট তাঁহাদিগকে একপ্রকার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়াছে এবং কোনও উপায় স্থির করিতে না পারায় ক্রমে তাহাদের ব্যবসায় ভিত্তিহীন হইয়া আসিতেছে। এই সঙ্কট শীঘ্র দূর করিতে না পারিলে শিক্ষিত নামধারী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবে।

আজকাল সকল বিষয়েই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। রেলে, ট্রামে, ষ্টিমারে, জিনিসের শ্রেণী বিভাগে ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারেই প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী নামকরণ হইয়াছে। ব্যবসায়ীদিগের সেই প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে। বড়বাজার ও কলুটোলার মাড়োয়ারী, মুসলমান ও বোম্বেওয়ালারা প্রথম শ্রেণীর বণিক, আর মুর্গিহাটা বড়বাজার চাঁদনী প্রভৃতি স্থানের দোকানদারেরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীবিভাগে স্থান পাইয়াছে। এই সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা আবার তৃতীয় শ্রেণীর অধিনায়ক। ইহাঁরা যে প্রকার উপদেশ দিবেন, তৃতীয় শ্রেণী তাহাই করিতে বাধ্য—নচেৎ স্বাধীন বুদ্ধি অবলম্বন করিলে তাঁহার ব্যবসা স্থায়ী হইবে না। আর এক কথা, এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা প্রথম শ্রেণীর নিকট অগ্রসর হইতে পারেন না। তাঁহাদের নিকট সরাসর অগ্রসর হইবার উপায় বা সুবিধা নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ক্রমশঃ বেশ উন্নতি লাভ করিতেছেন। চন্দ্রের ক্ষয় আছে, তাঁহাদের সে ভয় নাই, মা'রা যাইতে বসিয়াছে এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা। এই যে ব্যবসায় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, সেটা কেবল এই তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে—উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের কোন প্রকার সংশ্রব বা বিপদ ইহাতে নাই।

বিগত সংখ্যায় "ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য" প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, সকল ব্যবসায়ীর ভিতর একটী মিলনমন্দির থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা ঘটিবার সুযোগ আমাদের দেশে একান্ত অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" এ কথাটার অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমাদের মধ্যে "মিলনমন্দির" কথা নূতন নহে। তবে "ইংরাজী-নবীশ" বাবুদের নিকট ইহার আদর নাই। যাহারা অশিক্ষিত মূর্খ ও জাত্যাংশে নিকৃষ্ট, সেই

সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীর নিকট ইহার অধিক আদর। সাদা কথায়, তাহারা এই মিলনমন্দিরের নামকরণ করিয়াছে "ধর্ম্মঘট।" এই ধর্ম্মঘটের বলেই তাহারা আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে। বর্ত্তমানে অন্যান্য ব্যবসায়ীর যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, এক সময়ে কাংস্যবণিক, মুকুর, বিস্কুট ও লজেঞ্জেস, বেতের ঝুড়ি, কাতা দড়ি ইত্যাদি বিক্রেতার ভিতর ঠিক এই প্রকার বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা চিন্তা করিয়া দেখিল যে, এই বিপদের মূলচ্ছেদ করিতে না পারিলে তাহারা সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, কারণ তাহাদের আর অন্য উপায় নাই। ব্যবসায় মাটী হইলে যে কেরাণী-বৃত্তি অবলম্বন করিবে, সে শিক্ষা—সে সামর্থ্য তাহাদের নাই। বাবুদের নিকট তাহারা অশিক্ষিত ও নিকৃষ্ট জাতি কিন্তু তাহারা এই বিপদে সকলে একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, উপায় কি? এই বিপদ হইতে কি কোনও প্রকারে উদ্ধার হওয়া যায় না? তাহাদের মধ্যে একতার অভাব হইল না। তাহারা বয়োবৃদ্ধ ব্যবসায়ীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিল। সকলে একত্রিত হইয়া "ধর্ম্মঘট" সৃষ্টি করিল। এই ধর্ম্মঘটের অর্থ সকলেরি দোকানে একদর, কাহারও কমবেশী নাই, সকলেরি পণ্যসম্ভার এক, খরিদ্দার যেখানে ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন, কাহারও তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। মোটের উপর, প্রতিযোগীতা কথাটা ইহাদের অভিধান হইতে ইহারা তুলিয়া দিল এবং তাহার ফলে আজকাল ঐ সকল ব্যবসায়ীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের চিহ্ন স্বরূপ প্রত্যেক বিপণীতে এক নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং তাহার একটী তালিকা আছে। ক্রেতা ইচ্ছা করিলেই উহা দেখিতে পাইবেন। নূতনবাজার ও বড়বাজারে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই ব্যবসায় সঙ্কট জিনিসটা কি বুঝাইতে হইলে প্রথম "প্রতি-যোগীতা" কি, তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে। ব্যবসা-ক্ষেত্রে "প্রতি-যোগীতা" বা "প্রতিদ্বন্দ্বীতা" না থাকিলে ব্যবসার উন্নতি হয় না। কিন্তু সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীর নিকট নহে। যাঁহারা দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভিতর ইহা চলিতে পারে। রিগড কোম্পানী রিমেলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারেন; সন লাইট সোপওয়ালারা উডউইন সোপকোম্পানীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারেন, কিন্তু

যাহারা উহা বিক্রয় করিয়া দিনাতিপাত করে, তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা আদৌ খাটে না। যাহারা নির্ম্মেতা, তাহাদের কারবারের উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রথমেই তাহাদিগকে "প্রতিদ্বন্দ্বীতা" এই মূলধনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বেঙ্গল কেমিক্যাল সৃষ্টি হইয়াই বিলাতী বরগণ বয়েসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ কেমিক্যালের এত আদর। "প্রতিযোগীতা" বা "প্রতিদ্বন্দ্বীতা" করা—যাহারা মাল সৃষ্টি করে, তাহাদের পক্ষে শোভা পায়; যাহারা কাটতিদার, তাহাদের পক্ষে বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। আপনি দুই হাজার টাকা মূলধনে মুর্গিহাটা কিম্বা অন্যত্র একটী ব্যবসায় খুলিলেন। আপনার আশে পাশে দোকানের অভাব নাই। আপনি নূতন, বাজারে সম্পূর্ণ অপিরিচিত, বাধ্য হইয়া আপনার মাল কাটাইবার জন্য আপনি নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম সকল নূতন দোকানদারই এই প্রকার করাতেই বর্ত্তমানে এই সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এক্ষণে প্রমাণ করিতেছি।

আপনি নূতন ব্যবসায়ী, আপনি প্রথম দেখিলেন যে, কালভার্টের কার্ব্বলিক টুথ পাউডার সকলেই পাঁচ আনায় বিক্রয় করিতেছে। আপনার হয় ত উহা তিন টাকা দশ আনা কিম্বা নয় আনা ডজন খরিদ করা আছে। আপনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, পৌনে পাঁচ আনায় যদি উহা বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে আপনার লোকসান হয় না, তবে লাভ কিছু হয় না। একটা জিনিসের মূল্য কম করিয়া দিলে যদি অন্যান্য জিনিস বিক্রয় হয়, তবে উহাতে ক্ষতি কিছুই নাই, বরঞ্চ উহা না করিলে আপনি ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন না। এইরূপে জিনিসের মূল্য ক্রমিক হ্রাস করিয়া আনিয়া এক্ষণে এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা দেখিতেছেন যে তাঁহাদের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক জিনিসে তাঁহারা লাভ না রাখিয়া এই প্রকারে খরিদ্দার করিবার জন্য মূল্য হ্রাস করিয়া তাঁহারা আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এক্ষণে আর কোন প্রকারে এই স্রোত বন্ধ করিবার উপায় নাই এবং এই অশিক্ষিতদিগের অনুষ্ঠিত একমাত্র ধর্ম্মঘট অবলম্বন করা ব্যতীত উদ্ধারেরও কোনও উপায় নাই। সন লাইট সোপ যাহা বাজারে আজকাল অত্যধিক বিক্রীত হইতেছে, উহা বিক্রয় করিয়া কোন ব্যবসায়ী

লাভ করিতে পারেন? সন লাইটের আমদানী ও বিক্রয় প্রথা এক অভিনব ব্যাপার। কলুটোলার যে শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা উহা আমদানী করিয়া থাকেন, তাঁহারা কোন লাভ না করিয়া ইনভইস দরে ঐ মাল জাহাজ হইতে নামাইয়াই বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ইঁহাদের সহিত সোপ কোম্পানীর টাকা পরিশোধের কড়ার প্রায় ছয়মাস কাল থাকে। ইঁহারা ইনভইস দরে মাল বিক্রয় করিলেন, যাঁহারা খরিদ করিলেন, তাঁহারা কেহ এক মাস বা দুই মাস বাদে তাঁহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিবেন। ইহাঁরা এই ছয় মাস ঐ টাকাটা এখানে খাটাইয়া লইয়া থাকেন। যদি বিশ হাজার টাকার সাবান আমদানী করেন, তাহা হইলে বুঝুন, ঐ বিশ হাজার টাকাটা ছয় মাস ব্যবসায়ীর হস্তে থাকিলে কি প্রকার সুফল প্রদান করে। তারপর যাঁহারা ইনভইস দরে মাল খরিদ করেন, তাঁহাদিগকে আবার কড়ার মত কলুটোলার ব্যবসায়ীদিগকে টাকা দিতে হয়, তজ্জন্য কেবলমাত্র প্যাকিং বক্সের উপর লাভ রাখিয়া তাঁহারাও খরিদ দামে উহা তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। এক্ষণে যত মুস্কিল এই অভাগাদিগের। তাহারা সন ল্যাইট খরিদ করিল, কিন্তু দেখিল যে, খরিদ দাম দশ পয়সা ও আট পয়সা, ইহার উপর বেশী মূল্যে বিক্রয় করিলে মূল ব্যবসায়ী আপত্তি করিবেন এবং খরিদ্দার হইবে না। কাজেই তাহাকে দায়ে পড়িয়া এই মূল্যেই উহা বিক্রয় করিতে হয়। এক্ষণে তাহাকে অপর মাল কাটাইবার জন্য বাধ্য হইয়া সন ল্যাইট রাখিতে হইবে। অতএব বুঝুন যে, তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থা কি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কতিপয় তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবসায়ী আজ দুই বৎসর হইল একটা পরামর্শ করিয়া পরস্পরের ভিতর এই প্রকার মিলনমন্দির স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের সে চেষ্টা সে বড় ফলবতী হয় নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর দল সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষিতনামধারী "বাবু" ব্যবসায়ীরা দেখিলেন যে, ইহাতে তাঁহাদের কোনও স্বার্থ বিজড়িত নাই, তাই তাঁহারা সহানুভূতিদানে বিরত হইলেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে ব্যবসা করা এক্ষণে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে দেশে মাটীর গুণে কোনও জিনিস স্থায়ী হইতে পারে না, যে জাতি পৃথিবীতে একটা দারুণ কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া বিচরণ করিতেছে, তাহাদের ভিতর একতা স্থাপন করা কিম্বা সেই চেষ্টা করা একান্ত দুরূহ কার্য্য ও আকাশকুসুমবৎ অলীক কল্পনা। কলঙ্কের কথা বিশদ করিয়া বলিতে হইবে কি? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে বলি, যে জাতির স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ঐক্য নাই, তাহারা কি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে একত্রিত হইয়া সম্মানের সহিত কার্য্য করিবে? যে জাতি অসূয়াপরায়ণ, সর্ব্বগ্রাসী, তাহাদের উন্নতি কোথায়? পাশ্চাত্য দেশে প্রত্যেক ব্যবসায় প্রত্যেক স্বতন্ত্রব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকে। কেহ কুম্ভকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাদৃশ জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া গুরু মহাশয়ের কার্য্য করিতে যায় না। শ্রেণী বিভাগ এই পাশ্চাত্যজাতির মূলমন্ত্র। শ্রেণী বিভাগ মানে, Division of Labour বুঝিতে হইবে। আমাদের দেশের তেলি, তিলি, তামলী, কামার, বেনে, ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ নহে। অনেক জিনিস আছে, বিলাতে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া পরিশেষে ফ্রান্সে গিয়া ইহার জের মিটিয়া থাকে। আমাদের দেশে তাহা হয় না। আমাদের দেশে জুতা সেলাই ও চণ্ডী পাঠ অনেক ব্যবসায়ী একসঙ্গে করিয়া থাকেন। তাহার ফলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম প্রথম তাহারা বেশ উন্নতি করিতে থাকে, শেষে একেবারে তাহাদের বিলোপ হয়।

মড়োয়ারীর চেম্বার অফ কমার্স আছে। তাহাতে ছোট বড় সকলেই স্থান পাইয়া থাকে। সাম্প্রদায়িকতা বা শ্রেণীবিভাগ ইহাদের ভিতর নাই। কাজেই ইহাদের যথার্থ "কার্য্য" হইয়া থাকে। খেলা বা ক্রীড়াপুত্তলিকা প্রদর্শনের জন্ম ইহাদের চেম্বারের সৃষ্টি হয় নাই। তাই মাড়োয়ারী আজ ব্রিটিশ রাজের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাড়োয়ারীর শিক্ষা কতদুর, তাহা অনেকেই জানেন। এই শিক্ষার বলেই তাহারা আজ ভারতের দ্বিতীয় "জগৎ শেঠ" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জানি না, বাঙ্গালীর ন্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে ইহাদের কি দুর্দ্দশা হইত!

আমাদের ন্যাশনাল চেম্বার্স আছে। কিন্তু তাহা কেবল নাম মাত্র— আড়ম্বর আছে, অনুষ্ঠান আছে, প্রতিষ্ঠা নাই—ইহার কার্য্য কি আমরা তাহা জানি না। আজ ষোড়শবর্ষ ব্যবসাক্ষেত্রে অতিবাহিত করিলাম কিন্তু এই

চেম্বার অফ কমার্সের সারবত্তা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ষোড়শবর্ষ পূর্ব্বে আমাদের যে দুর্দশা ছিল, এক্ষণেও তাহা আছে, বরঞ্চ দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, "ব্যবসায়ী" পরিচালকেরা যখন ব্যবসায়ীর উন্নতিকল্পে আসরে নামিয়াছেন, তাঁহারা একবার সাধ্যমত চেষ্টা দ্বারা এই অনিষ্ট দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃত কর্ম্মীর ন্যায় সমাজের ও দেশের মঙ্গল সাধন করুন। আমরা যে কথাগুলি বলিলাম, তাহার অনুসন্ধান করিয়া এই সকল ব্যবসায়ীদিগকে একত্রিত করিয়া তাহাদের অভিযোগের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হউন। যদি অচিরে ইহার প্রতিবিধান না হয়, তাহা হইলে ইহার ফল বড়ই বিষময় হইবে। *—জনৈক ব্যবসায়ী।

মার্কোণি ও তাঁহার আবিষ্কার।

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের পশ্চিম দিকে আজ কয়েকমাস যাবৎ ছয়টী মাস্তুলাকার দণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। অনেকে বোধ হয় ইহা দেখিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা অবগত আছেন।

---

* এই প্রবন্ধটী আমরা জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা অন্যান্য ব্যবসায়ীভ্রাতাদিগের অবগতার্থ যথাযথ প্রকাশিত হইল। আমরা শীঘ্রই এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিব এবং যাহাতে এই সঙ্কট শীঘ্রই দূরীভূত হয়, তৎবিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করিব। আশা করি, যাঁহাদের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা অযাচিতভাবে আমাদিগকে সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবেন। আমরা ব্যবসায়ীর সংশ্লিষ্ট শীঘ্রই একটী সমিতি স্থাপন করিব। যাহাতে ব্যবসায়ী-দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়, এই সমিতির তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। বঙ্গীয় ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় মাত্রেই যে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উপস্থিত আমাদের মূলমন্ত্র এই হইবে যে, "Divided we fall, united we stand"। ইহা স্মরণ করিয়া না কার্য্য করিলে আমাদের উন্নতি সদূরপরাহত।—ব্যবসায়ী সম্পাদকমণ্ডলী।

ব্যবসায়ীর পাঠকগণকে আজ আমরা ঐ মাস্তলাকার দণ্ডের ও উহার কার্য্যাবলীর পরিচয় প্রদান করিব। ইহা আপনাদের নিকট যে, অতীব প্রীতিপ্রদ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অগাধ অনন্ত নীলাম্বুরাশি মথিত করিয়া বাষ্পীয় পোত নক্ষত্রগতিতে স্বীয় গন্তব্য পথে ছুটিতেছে। সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বিশাল জলধি বিক্ষোভিত হইয়া ফেনপুঞ্জে তাহার সীমাহীন বেলাভূমিকে প্লাবিত করিতেছে। সেই বিশাল সমুদ্রে সেই অর্ণবযানের কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই। সেই বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে কে ইহার বিপদবার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইবে? স্থলে টেলিগ্রাম, অনতিদূর হইলে টেলিফোন আছে, কিন্তু জলে কে আছে? কেহ নাই কি? আগে ছিল না, এক্ষণে হইয়াছে। সভ্যতা ও জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য এক্ষণে অনেক অসাধ্য সাধন করিতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র জগতকে উপকৃত করিতেছে। আজ মার্কোণি সাহেবের আবিষ্কৃত তারহীন সংবাদ প্রেরণ ব্যাপারে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছেন।

তিতানিকের জলমগ্ন হওন সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা আপনারা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। অত বড় জাহাজ এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই। ইহার জলমগ্ন হইবার কোনও আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু ঐশি-শক্তির নিকট ক্ষুদ্র নরশক্তি সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ২৩৪০ জন নরনারী জলমগ্ন হইত, কিন্তু একমাত্র তারহীন সংবাদের জন্য ৭৪৫ জন প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিনা তারে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া কার্পেথিয়া জাহাজ এই সকল নরনারীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

কলিকাতার ফোর্ট হইতে উপস্থিত তারহীন সংবাদ সাগর দ্বীপ, আন্দামান, এলাহাবাদ, দিল্লি ও সিমলা শৈলে প্রেরিত হইতেছে। বোম্বাই নগরীতেও এই প্রকার সংবাদ চলিতেছে। কলিকাতা আলিপুরে টেলিগ্রাফ ষ্টোরের প্রাঙ্গণেও এই প্রকার দুইটী দণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বঙ্গোপসাগর দ্বীপপুঞ্জে গবর্ণমেণ্টের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় বিনা তারে সংবাদ আদান প্রদান করিয়া থাকেন।

তার ব্যতিরেকে কেবল মাত্র এই মাস্তল সাহায্যে কি প্রকারে সংবাদাদি প্রেরণ করা হয়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

আপনারা গড়ের মাঠে সৈন্যদিগের কুচকাওয়াজ বোধ হয় দেখিয়াছেন। তোপ ছুড়িলেই কি ইহার শব্দ শুনিতে পান? কখনই না। প্রথমতঃ পুঞ্জীভূত ধূম্ররাশি আপনার নয়নগোচর হইবে, তারপর একটা শব্দ আসিয়া আপনার কর্ণে প্রবেশ করিবে। আকাশে যখন বিদ্যুৎ হয়, প্রথমে আপনার চক্ষু সেই আলোকে ঝলসিত হয়, তারপর অনেক পরে হয়ত ইহার একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন কিম্বা হয়ত পাইলেন না।

এতক্ষণ এই শব্দ কোথায় থাকে? শব্দ বলিয়া কোনরূপ বস্তু আছে কি না, প্রথমতঃ তাহাই দেখিতে হইবে। তোপ ছুড়িলে কিম্বা দামিনী স্ফুরণ হইলে, তাহার প্রভাবে বায়ুতে তরঙ্গ উৎপাদিত হইলে সেই বায়ুতরঙ্গ শব্দরূপে কর্ণে আসিয়া আঘাত করে এবং সেই আঘাত শব্দরূপে মানবের প্রতীয়মান হয়। মনুষ্যের যদি কর্ণ না থাকিত, তাহা হইলে এই শব্দ শুনিবার ক্ষমতা থাকিত না। বিজ্ঞান বলেন যে, মানুষের দশ অবধি গণনা করিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ে বায়ুতরঙ্গ এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। সূর্য্য আমাদিগের নিকট হইতে প্রায় পাঁচকোটী ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার আলোক আমরা কি প্রকারে দেখিতে পাই। প্রথমতঃ সূর্য্যের কিরণে ব্যোমে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ আসিয়া আমাদের চক্ষুকে স্পর্শ করে। যদি চক্ষুদ্বয় না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য আলোকের উপলব্ধি করিতে পারিত না। পণ্ডিতেরা বলেন, আলোক তরঙ্গ ৯০ সহস্র ক্রোশ এক মুহূর্ত্তে ভ্রমণ করিতে পারে। আমরা যে আলোক দেখিতে পাই, যে শব্দ শুনিতে পাই, যাহা আঘ্রাণ করি, অন্যান্য যাহা কিছু দেখিতে পাই, তদ্ভিন্ন অনেক বস্তু আছে যাহা অনুভব করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। মনুষ্য বিজ্ঞানবলে নানা প্রকার যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা অনুভব করিতেছেন। টেলিসকোপ, মাইক্রসকোপ ইত্যাদি যন্ত্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থকে দিন দিন মানবচক্ষুর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

এই প্রকার সূর্য্যকিরণে ব্যোমে যে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, তড়িতেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। এই ব্যোমের তড়িৎ তরঙ্গ ধরিবার জন্য তড়িৎ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এই পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন; এক্ষণে তাঁহাদের সেই শ্রম সার্থক হইয়াছে। কর্ণ যেমন শব্দ অনুভব করে, সেই প্রকার এই তড়িৎ তরঙ্গ ধরিবার নিমিত্ত যন্ত্রাদি আজকাল প্রস্তুত হইয়াছে।

তড়িৎ-বল কি প্রকারে উদ্ভাবিত করিতে হয়, আপনারা অনেকে তাহা অবগত আছেন। তবে যাঁহারা জানেন না, মোটামুটি তাঁহাদের জন্য নিয়ে ইহা লিখিত হইল। আপনাদের স্থানীয় পোষ্ট অফিস কিম্বা রেলওয়ে ষ্টেশনে যদি টেলিগ্রাফ থাকে, তবে দেখিবেন যে, তড়িৎ উৎপাদন করিবার জন্য তথায় একটা কাচের টব স্থাপিত আছে। ইহার মধ্য দিয়া তার লইয়া গিয়া টেবিলে যন্ত্রের সহিত সংযোগ করা হয়। এই কাচের টবে প্রথমতঃ জল রাখিয়া তাহাতে গন্ধকদ্রাবক মিশাইয়া জলটাকে অম্লযুক্ত করিতে হয়। তাহার ভিতর তামার ও একটা দস্তার পাত পৃথকভাবে রাখিয়া জলের উপরে সেই দুই ধাতুর পাত তামার তারের দ্বারা সংযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকার একটী টবে সামান্য তড়িৎ উৎপন্ন হয়, অনেকগুলি টবে এই প্রকার করিলে বহু তড়িৎ উৎপন্ন হয়। রেশম আবৃত সরু ও দীর্ঘ তামার তার বারবার পাক দিয়া জড়াইয়া ও তাহার ভিতর লৌহ রাখিয়া তড়িৎ শক্তির বল লোকে আরো বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই উপায়ে অগ্রে তড়িৎ সংগ্রহ করা হইত। কলিকাতা লালদিঘিতে যে প্রধান টেলিগ্রাফ অফিস আছে, তাহাতে দশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকারে তড়িৎ উৎপন্ন হইত। আজকাল বিজ্ঞানের উন্নতিতে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমানে ডাইনামোতে টেলিগ্রাফের তারে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রদান করা হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার টবে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিতে পূর্ব্বে অনেক খরচ হইত, এক্ষণে নূতন প্রণালীতে সে ব্যয় অনেক কম হইয়াছে। কলিকাতার বড় টেলিগ্রাফ অফিসের এই ব্যাটারী গৃহ একটি দেখিবার জিনিস। তবে দুঃখের বিষয়, সাধারণের নিকট ইহা নিষিদ্ধ, কাজেই দেখিবার সুযোগ নাই।

তড়িৎ কোনও স্থানে বেশী করিতে হইলে এক স্থানে হ্রাস করিতে হইবে। যেমন মৃত্তিকার স্তুপ করিতে হইলে আর এক স্থানে গর্ত্ত করিবার আবশ্যকতা হয়, ইহা ঠিক সেই প্রকার। এক স্থানে বেশী তড়িৎ উৎপন্ন করিলে পশ্চাৎদিকে তড়িৎ-বলে যেন একটী গর্ত্ত হইল এই প্রকার অনুভূত হইবে। তার দিয়া সেই তড়িৎবল দূরে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, সেই তারে তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত হইতেছে না। ইহার কারণ কি? টেলিগ্রাফের পোষ্ট যখন বসান হয়, তখন আপনারা হয়ত দেখিয়াছেন যে, মৃত্তিকার নিম্নে আর একটী তার প্রোথিত করা হয়। ইহার কারণ কি? প্রথমতঃ যখন কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাফে

সংবাদাদি প্রেরণ করা হইত, তখন সেই তার যে স্থানে গিয়া শেষ হইত, আবার সেই স্থান হইতে ইহা কলিকাতায় আনা হইত। ইহাতে খরচ অত্যন্ত বেশী পড়িত সন্দেহ নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে দুইজন জার্ম্মাণ বিজ্ঞানবিৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রকার ঘুরাইয়া আনিবার আর প্রয়োজন নাই, যদি পৃথিবীতে তারের শেষ ভাগ প্রোথিত করা হয়, পৃথিবী আপনি এই বিদ্যুতশক্তি বহন করিয়া প্রথম প্রেরিত স্থানে লইয়া ফিরিয়া আইসে। সেই অবধি এই মৃত্তিকায় তার প্রোথিত করা হইতেছে। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর লাইনেও এই প্রকার ব্যবস্থা আছে। স্তম্ভে যে তার আছে, তদ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি গাড়ীতে লওয়া হইতেছে এবং গাড়ী নক্ষত্রবেগে সেই শক্তিতে চালিত হইতেছে। লাইনের নিম্নে যে তার আছে, তদ্বারা গাড়ীকে এক দিকে লইয়া যাইতে সাহায্য করিতেছে, নচেৎ কেবলমাত্র উপরের শক্তি উহাকে চালিত করিত পারিত না।

একক্ষণে দেখুন, এক স্থান হইতে তার অন্য স্থানে লইয়া যাইতে হইতেছে এবং পৃথিবীও সংবাদ বহনের অনেক সাহায্য করিতেছে। তার বাদ দিয়া কেবলমাত্র পৃথিবী এই সংবাদ বহন করিতে পারেন কি না? (ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্ব-প্রধান বাণিজ্য-পত্রিকা "শ্রীমন্ত সওদাগর" বা "আদর্শ-ভারত-বণিক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায়গুণসাগর মহাশয়ের

কথা-মালা।

(১)

বাজে কথা ও কাজের কথা।

এই দুর্ভিক্ষের দেশে আমাদের অশন, বসন, অনশন ও অর্দ্ধাশন প্রভৃতির কথাই প্রকৃত কাজের কথা—এ দুর্দিনে অপর সমস্ত কথাই বাজে কথা! আর "রাজ-নীতি"র বাজে কথায় কাজ কি? এখন আমরা "আজ-নীতি"

লইয়া ব্যস্ত! আমরা আজ খাই কি, চাই কি, পাই কি, নাই কি—আমরা "ছিলেম কি, হ'লেম কি, হ'ব কি",—ইত্যাদির কথাই প্রকৃত কাজের কথা! আমাদের "সেই ধন-ধান্য কোথায় গেল?—কেন গেল?—দুর্ভিক্ষ কেন এল? দেশের এ দৈন্য-দশা কিসে হ'ল?—ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাই প্রকৃত আলোচনা! ইহাতে জটিল রাজ-নীতির কুটিল কটাক্ষ নাই—রাজ-ভক্তির অভাব বা বক্রভাব নাই—রাজদ্রোহের লেশমাত্র নাই! এই সকল কথায় রাজার অনুগ্রহ ও বিধাতার আশীর্ব্বাদ পাইবেন! যিনি এই সকল কাজের কথার সমালোচক, তিনিই প্রকৃত "সমালোচক", তিনিই প্রকৃত "সম্পাদক!"

(২)

"ছোট হও"!

গৃহে গৃহে অট্টালিকা হইবে!

বিনা কপর্দ্দকে

কেমন করিয়া কোঠা-বাড়ী করিতে হয় শুন!

"অর্থের কাঙ্গাল" অনেকেই, কিন্তু, "সময়ের কাঙ্গাল" কেহই নহে। অর্থ হারাইলে, পুনরায় পাওয়া যায়, কিন্তু, সময় হারাইলে, আর পাওয়া যায় না। এই অমূল্য সময় আলস্যে নষ্ট না করিয়া, যদি ইহার সদ্ব্যবহার করা যায়, তবে নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তি, অর্থাৎ, কাঙ্গালও কোঠা-বাড়ী করিতে পারে ও করিয়াছে! আলস্যটা ত্যাগ কর! একটু পরিশ্রমী হও! মান, অভিমান, পরিত্যাগ কর! অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া, যদি কেহ সূর্য্যালোকে সময় না পাও, তবে শুক্লপক্ষে চন্দ্রালোকে ও কৃষ্ণপক্ষে প্রদীপালোকে, নিকটস্থ মাঠে গিয়া, নিজ হস্তে মাটী কাট! মাটী কাটিয়া কাদা প্রস্তুত কর! কাদা প্রস্তুত হইলে, কাঠের বা লোহার ফরমা দিয়া, ইট প্রস্তুত কর। প্রত্যহ এইরূপে কাজ করিতে থাক। অরুণোদয়ের অনেকটা পূর্ব্বে যদি শয্যা-ত্যাগ অভ্যাস কর, তবে অনেক অধিক কাজ করিতে পারিবে। এইরূপ করিয়া, তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক অধিক ইট প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ অতিরিক্ত ইটগুলি বিক্রয় করিয়া

চুণ ও সুরকি, কড়ি ও বরগা, জানালা ও কপাট, ইত্যাদি, সংগ্রহ করিতে পারিবে। উহার দ্বারা রাজ-মিস্ত্রী, সূত্রধর ও সুরকি-প্রস্তুতকারীদের বেতন হইবে। রাজ-মিস্ত্রীর কাজ নিজেরাও শিখ! তাহাতে অনেক ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে! লোকে যখন দেখিবে, তুমি অনেক টাকার ইট প্রস্তুত করিয়াছ, তখন তাহারা তোমাকে ইট পোড়াইবার কাঠ বা কয়লা কিনিবার টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিবে! ঐ সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইটগুলি বিক্রয় করিয়া যে টাকা থাকিবে, তাহা তোমার অন্য একটী ব্যবসায়ের মূল-ধন হইবে! সুতরাং, যাহারা দাবা টিপিয়া, তাস পিটিয়া, সময়ের সপিণ্ডীকরণ করে, তাহারা কেবল দেশের শত্রু নহে—নিজেরাই নিজের শত্রু! ইট তৈয়ার করা একটা অসাধ্য-সাধন ব্যাপার নহে—সকলেই পারে! মাটী কাটিবার জমি যদি কাহারও নিজের না থাকে, ইটের একটা ভাগ দিলে, অনেকেই জমি দিবে! গভীর করিয়া না কাটিয়া, এক ফুট বা দেড় ফুট (অর্থাৎ এক হাত) করিয়া কাটিলে, পরবৎসর সেই সকল জমির আবাদে কোনও ক্ষতি হইবে না। তাই বলি, একটু পরিশ্রমী হও—মান, অভিমান ত্যাগ কর—বিনা সম্বলে অট্টালিকা হইবে! ("পূর্ত্ত-শিক্ষা" নামক পুস্তকে ইট-প্রস্তুত-করণ-প্রণালীটা ৫ মিনিট পড়িলেই শিখিতে পারিবে!) পশ্চিম-ঢাকার অন্তর্গত কোনও গ্রামে এক পাঠশালার পণ্ডিত ঠিক ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া একটী কোঠা-বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীর মধ্যবর্ত্তী মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত স্থানটী পশ্চিম-ঢাকা নামে অভিহিত।

নিম্নলিখিত নীতিবাক্যটা সর্ব্বদাই মনে রেখো—

"বড় হবি তো ছোট হ"!
"ছোট হবি তো বড় হ"!

---

(৩)

সৌভাগ্য-পর্ব্বতের সহজ পথ।

Duty towards self.

আমাদের সৌভাগ্য আমাদের হাতে !

আলস্যটা ত্যাগ করিলেই আমাদের প্রত্যেকের উন্নতি হয় !—প্রত্যেকের উন্নতি হইলে, প্রত্যেক পরিবারের উন্নতি হয় ! প্রত্যেক পরিবারের উন্নতি হইলে, প্রত্যেক পল্লীর উন্নতি হয় ! প্রত্যেক পল্লীর উন্নতি হইলে, প্রত্যেক গ্রামের উন্নতি হয় ! প্রত্যেক গ্রামের উন্নতি হইলে, প্রত্যেক দেশের উন্নতি হয় ! প্রত্যেক দেশের উন্নতি হইলে, সমগ্র দেশের উন্নতি হয় ! সুতরাং, আমাদের প্রত্যেকের নিজের উন্নতির উপর আমাদের সমগ্র দেশের উন্নতি কেমন করিয়া নির্ভর করিতেছে, সকলেই ভাবিয়া দেখুন ! প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক পরিবারে—কি পুরুষ, কি মহিলা—যদি কোনও একটা শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করেন, অথবা, প্রত্যেক পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি (ধুতি, শাড়ী, গামছা, ইত্যাদি) উন্নত প্রণালীর তাঁত আনাইয়া, নিজ হস্তে প্রস্তুত করেন,—তদভাবে উন্নত প্রণালীর চরকায় সূতা কাটিয়া, নিজ গ্রামবাসী বা ভিন্ন গ্রামবাসী তাঁতী, যুগী ও জোলা কারিকরের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লন,—অথবা, তদভাবে প্রত্যেক গৃহস্থ যদি নিজ প্রয়োজনীয় সূতাগুলির জন্য এবং নিজ প্রয়োজনীয় লেপ, তোষক, বালাপোষ, ইত্যাদির তুলার জন্য, নিজ নিজ উদ্যানে বা বাগানে, অন্ততঃ কয়েকটা করিয়া কার্পাস গাছও রোপণ করেন, তবে এই সহজ উপায়ে অচিরেই আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে ! যদি পরিশ্রম-বিমুখ না হও, কালক্রমে সমস্ত লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার ও উন্নতি করিয়া এক একটী শিল্প-দ্রব্যে বা বাণিজ্য-দ্রব্যে দেশের এক একজন সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে ! আমাদের যত দুঃখ, যত দুর্দ্দশা, সব ঘুচিয়া যাইবে—দেশে আর দুর্ভিক্ষ থাকিবে না ! বঙ্গবাসীর দৈন্য-দশা অচিরে দূরে যাইবে, সুখের দশা শীঘ্র আসিবে ! ভারত-ভবন ধন-ধান্যে পূর্ণ হইবে ! এইরূপ অতি সহজ সহজ উপায়ের দ্বারাই সৌভাগ্য-পর্ব্বতের উচ্চতম শেখরে আরোহণ করিতে পারিবে ! বিলাতের একজন বড় পণ্ডিত বলিয়াছেন—"A man is an architect of his own fortune." অর্থাৎ, "নিজের সৌভাগ্য নিজের হাতে !"

অনুকরণে সর্বনাশ।

বাঙ্গালী অনুকরণে সিদ্ধহস্ত, এই খ্যাতি পৃথিবী-বিশ্রুত। বাঙ্গালী যখন যে স্থানে গমন করে, সেখানকার আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, আহার-বিহার সকলি গ্রহণ করে। দেশ বিদেশে বাঙ্গালীর মূর্ত্তি বিভিন্ন। বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর এক মূর্ত্তি, মধ্যভারতে অন্যরূপ, রাজপুতানায় আর এক প্রকার, আবার ভারতের বাহিরে অন্যবিধ। বাঙ্গালীর ন্যায় অনুকরণ কেহ করিতে পারে না। পশ্চিমে বাঙ্গালী বেশী দিন অবস্থান করিলে তাহাদের কি পরিবর্ত্তন হয় পাঠকের বোধ হয় অবিদিত নাই। ইহাদের নামকরণ পর্য্যন্তও বিভিন্ন হইয়া থাকে। উপস্থিত বাঙ্গালী চা পান করিতেছেন। সাহেবেরা চা পান করিয়া থাকেন, কাজেই তাহাদিগকে করিতে হইবে। রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে, গোলদীঘিতে বসিয়া তাঁহারা প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতে কিঞ্চিৎ মাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। সেই সময়ে বাঙ্গালী মদ্যপান অনুকরণ করিয়াছিল, পরে অবস্থা ও শারীরিক নানাবিধ অসুবিধায় পড়িয়া ঐ স্রোত বন্ধ হইয়াছে। যদিও সম্যক নিবারিত হয় নাই, তবে এক্ষণে যাহা আছে, তখনকার তুলনায় অতি অল্প।

দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে চায়ের কাট্‌তির জন্য ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে দাম্ভিক শাসনকর্ত্তা লর্ডকর্জ্জন ভারতে ছিলেন। তিনি বণিক সম্প্রদায়কে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, "এই ভারতবর্ষে যাহাতে চায়ের কাট্‌তি হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা হউক, আর বিদেশীর মুখপানে তাকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।" বণিক সম্প্রদায় নাচিয়া উঠিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী এনড্রু ইউল

কোম্পানী মুরগীহাটায়, এক পানাগার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ছত্রিশ বর্ণের আর বাচ-বিচার রহিল না। এক পয়সা পেয়ালা চা খুব বিক্রীত হইতে লাগিল। তারপর কোম্পানী এক পয়সা করিয়া চায়ের প্যাকেট করিলেন এবং ভারতের প্রতি গ্রামে গ্রামে এজেন্ট পাঠাইয়া ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। বাঙ্গালী চা ধরিয়াছে। আফিম ধরিলেও পরিত্যাগ করা যায়—কিন্তু চায়ের হস্তে নিস্তার নাই। উক্ত কোম্পানী পানাগার ও পয়সা প্যাকেট তুলিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাহাতে কি হয়, কেরোসিন তৈলের ন্যায় উহা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এক্ষণে বিরাজ করিতেছে। এক আফিমে চীনের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল; এমন কি, মস্তকের বেণী মুক্ত করিবার অবসর এতদিন চীনেরা পায় নাই। তাহারা আফিম ত্যাগ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেণীও মস্তক হইতে লোপ পাইয়াছে। আজ চীন আফিমের দর্প চূর্ণ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে। জগৎময় চীনের এই জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শীতপ্রধান দেশে চা উপকারী। কিন্তু ভারতবর্ষে নহে। আগে আমাদের দেশজাত চা ইংলণ্ড, চীন, জাপান ও আমেরিকায় রপ্তানি হইত। প্রথম যখন ভারত হইতে চা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তখন প্রত্যেক পাউণ্ড প্রায় ছয় হইতে দশ পাউণ্ড মূল্যে (বর্ত্তমান ৯০ হইতে ১০০ টাকা) বিক্রীত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এক পাউণ্ড চা আট আনায় পাওয়া যায়। ভারতের চা ইংলণ্ডেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানী হইয়া থাকে। তারপর আমেরিকায়। ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে ৮ পাউণ্ড চা পান করে। চা-পানে চীনেরা প্রথম, দ্বিতীয় ইংরাজ, তৃতীয় ডচ্। এক্ষণে চা-পানে কি সর্ব্বনাশ হয় আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

পৃথিবীর প্রত্যেক সুসভ্য জাতি অল্প বিস্তর চা-পান করিয়া থাকেন। দেখা দেখি, ইহা ক্রমশঃ সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীনেরা যে প্রকার চা-পান করে, অপর কোনও জাতি সে প্রকার করে না। ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক তাঁহার "চীন ভ্রমণে" লিখিয়াছেন যে, চীনেরা জলের পরিবর্ত্তে চা পান করে এবং আমাদের দেশে যেমন পান তামাক দিয়া লোককে অভ্যর্থনা করা হইয়া থাকে, চীনেরা তদ্রূপ এক পেয়ালা চা দিয়া অভ্যাগতকে সমাদর করে। আমাদের দেশে উপস্থিত এই চীন জাতির প্রথা আসিয়াছে। অবস্থাপন্ন লোক বিলাসস্বরূপ ইহা দুই বেলা পান করিয়া থাকেন। মধ্যবিত্ত লোকও দেখা দেখি ইহা আরম্ভ করিয়াছেন। পেটে ভাত থাকুক আর নাই থাকুক, দুই বেলা চা-চাই। কেহ বা আবার কর্ম্মস্থলে ও রাস্তায় সাধারণ পানাগারে বসিয়া চা পান করিয়া থাকেন। মোটের উপর, ইহাঁরা চারি পাঁচবার খাইয়া থাকেন। বাঙ্গালীর দেখা দেখি, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, মুসলমান সকলেই ঘোর চা-পায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়ীর আড্ডায় রীতিমত ফিরিওয়ালারা চা বিক্রয় করিয়া থাকে।

প্রত্যেক জিনিসের একটা পরিমাণ আছে। পরিমিত আহার বিহারে কোনও অসুখ হয় না। পরিমিত চা-পানে শরীরের উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। অবসন্ন কর্ম্মশ্রান্ত দেহে চা পান করিলে মনে স্ফূর্ত্তি আইসে এবং অবসাদ, জড়তা দূর করিয়া দেয়। ইহাতে কার্য্যে আসক্তি বা উৎসাহ আনয়ন করে। মদ্য ও আফিম সেবনের পর শরীরে একটা অবসন্নতা আইসে কিন্তু চা পানে তাহা হয় না। ইহার সে দোষ নাই। য়্যালোপ্যাথিক ডাক্তারেরা জ্বরেও ঔষধরূপে চা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

মাথাধরা যদি স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত হয়, চা পানে বিশেষ উপকার দর্শে। মাথাধরা নিবারণের জন্য তীব্র চা পান করা প্রশস্ত। কালবর্ণের চা অপেক্ষা সবুজ বর্ণের চা বিশেষ উপকারী।

পরিমিত চা পান যেরূপ উত্তম, অপরিমিত তদ্রূপ বিপরীত। ইহার নানা দোষ। অধিক পরিমাণে চা সেবন করিলে নিদ্রাল্পতা ঘটে, রক্তের গতি বৃদ্ধি করে, স্নায়ু সকলকে দুর্ব্বল করে এবং অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি কষ্টসাধ্য ব্যাধি আনয়ন করে।

কেহ কেহ বা বলেন, চা পান করিলে উপরোক্ত ব্যাধি হয় না, চা পানের রীতির দোষেই উহা হইয়া থাকে। খালিপেটে চা-পান করিলে ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না, সুতরাং অগ্নিমান্দ্য জন্মে। প্রথমে তরল পদার্থ পান করিলে চর্ব্বণ ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, কাজেই আহারকালীন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাষ্ট্রীক রস বহির্গত হইতে পায় না। পরিপাকের পক্ষে এই রস প্রধান সহায়। ইহার অভাব হইলেই নানাবিধ গোলযোগ হয়। যাঁহাদের পরিপাক-শক্তি বেশী, তাঁহাদের বা', তা খাইলে দোষ হয় না, কিন্তু পরিপাক-শক্তি কম থাকিলে সকলেরি অতি সামান্য বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। যাঁহাদের পরিপাক-শক্তি কম, তাঁহারা যেন কখনও চা পান না করেন। ইহার উপর যদি তাঁহারা খালিপেটে এই বিষ গলাধঃকরণ করেন, তাহা হইলে আর উপায় নাই। অতি উষ্ণ চা পান ক[illegible] অতীব দোষাবহ। চা যত গরম হইবে তাহার অনিষ্টকারিতা-শক্তি তত বেশী হইবে। বাবুরা বলেন, "Hot Tea তৈয়ার কর, আজ শরীরটা বড় খারাপ।" কিন্তু ইহাতে যে কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখেন না।

পাশ্চাত্য ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, চায়ে দুই প্রকার অনিষ্টকারী বিষ আছে। এক প্রকারের নাম থিয়েন ও অপর প্রকারের নাম ট্যানিন। চায়ে শত করা ছয় ভাগ থিয়েন ও তাহার ওজনের সিকি ভাগেরও অধিক ট্যানিন এসিড থাকে। এই দুই বিষ অতীব অনিষ্টকারী।

কফিতেও উপরোক্ত দুইটী বিষ আছে, কিন্তু চা অপেক্ষা অনেক কম। কোকো চকুলেট বলিয়া যে অন্য দুইটী পদার্থ আছে, তাহাতেও থিয়েন আছে কিন্তু উহার পরিমাণ তাদৃশ বেশী নহে।

থিয়েন ভয়ঙ্কর বিষ। বেশী পরিমাণে ঐ বিষ উদরস্থ হইলে মনুষ্য ও ইতর জন্তু উভয়েরি মৃত্যু ঘটিতে পারে। থিয়েন প্রায় ষ্ট্রীকনিয়ার সমান এবং কোকেনের সহিত উহার সৌসাদৃশ্য আছে। আমেরিকার অধিবাসীরা কোকো খাইয়া থাকেন। এই কোকো হইতে কোকেন প্রস্তুত হয় এবং ইহা অতিশয় অনিষ্টকারী।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, কোকেন ও থিয়েনের অপকারিতা-শক্তি প্রায় এক প্রকার। এক গ্রেণের সাত ভাগ থিয়েন খাওয়াইলে একটি ভেক অতি অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পূর্ণ মাত্রায় পাঁচ গ্রেণ খাওয়াইলে একটী বিড়ালকে মারিতে পারা যায়। ষ্ট্রিকনিয়া বিষে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, থিয়েনেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। রোগী তড়কাগ্রস্তের ন্যায় হাত পা খেঁচিতে থাকে, তাহার নিশ্বাস ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে এবং পরিশেষে হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। এক পাউণ্ড চায়ে যে পরিমাণে থিয়েন থাকে, তাহাতে ১৫ শত ভেক ও ৪০টী বিড়াল মারা যাইতে পারে।

একণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এত বিষ থাকাতে মানুষের শরীরে চা অপকারিতা আনে না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর অভ্যাস। একেবারে কেহ ৪।৫ বার চা খাইতে পারেন না, ক্রমে ক্রমে মাত্রা বাড়িতে থাকে। মরফিয়া, ষ্ট্রিকনিয়া অনেক পাকা মাতাল সেবন করিয়া থাকেন, কারণ তখন মদে আর ইহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। অভ্যাস সামান্য জিনিস নহে। অভ্যাসে সর্পবিষও অনিষ্ট করিতে পারে না। অনেকে দেখিয়াছেন যে, ধাঙ্গড়েরা সাপ মারিয়া তাহা ভোজন করে। ঐ সর্পে যে বিষ নাই একথা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহারা শিশুকাল হইতে ঐ সর্পমাংসে অভ্যস্ত বলিয়া তাহার বিষে ইহাদের কিছু অনিষ্ট হয় না।

চা-পানোন্মত্ত বাবুরা এই কথাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন। অতি কঠোর পরিশ্রমের পর কিম্বা দুর্দ্দান্ত শীতে এক আধ পেয়ালা চা পান করিলে শরীরের পক্ষে যথেষ্ট উপকার হয়। কিন্তু চা না হইলে অন্ন পরিপাক হইবে না, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে না, কিম্বা চায়ের সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে অহিফেনসেবীর ন্যায় হাই উঠিতে থাকিবে, ইহা স্বাস্থ্যাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে কোনও প্রকারে শুভ নহে। নেশা জিনিষ বড় খারাপ। লোকে কথায় বলে যে, "ও মদ খায় না, মদে ওকে খেয়েছে।" এই কথার মানে কি? মানুষ অভ্যাসের দাস। যে প্রকার অভ্যাস করিবেন ঠিক তাহাই হইবে। আপনি যদি চা পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ করেন, নিশ্চয়ই উহা বর্জ্জন করিতে পারেন। আপনাকে চায়ের সময় যদি কেহ কেবল গরম জল দুগ্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেয়, আপনি যদি সরল বিশ্বাসে উহা পান করেন, দেখিবেন, যেন ঠিক আপনি চা পান করিয়াছেন। ঐ দিন চায়ের জন্য আপনার কোনও

কষ্ট হইবে না। আফিম ফুরাইয়া গিয়াছে, সহজে পাওয়া যাইবে না, আফিম-সেবীকে একটু খদির বটিকা করিয়া সেবন করিতে দিন, দেখিবেন, সেবনান্তে তাহার সমস্ত কষ্ট দূর হইয়াছে, সে আফিমের ন্যায় উহা সেবন করিয়া তাহার নেশার আমেজ হইয়াছে। ইহা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় সম্প্রতি চা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"চায়ের ব্যবহার চীন দেশেই প্রথম প্রচলিত হয়। কনফুসিয়সের গ্রন্থে (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) চা সদৃশ বৃক্ষপত্রের গুণের কথা বিবৃত আছে। কেহ কেহ বলেন, ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে বোধি ধর্ম্ম নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ হইতে চীনে গিয়া চা ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করেন। জাপানেও এই প্রবাদ আছে। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে য়ুরোপে চায়ের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। পরে উহা সৌখীন ধনীর বিশেষ বিলাস-সামগ্রী হইয়াই বহুকাল ছিল। তখন এক পাউণ্ড চা ৯০ হইতে ১০০ টাকায় বিক্রয় হইত। বৈজ্ঞানিক মতে আসামের বন্য চা পৃথিবীর সকল দেশের চায়ের আদি-পুরুষ। আসাম ব্যতীত কুত্রাপি বন্য চা দেখিতে পাওয়া যায় না। চায়ের গাছ তিন হইতে ছয় ফুট, পাতা ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা হয়, অন্য চা গাছ ১৫।২০ ফুট উচ্চ ও পাতা ৯ ইঞ্চিরও অধিক লম্বা হইয়া থাকে। ১৭৮০ সালে ডাক্তার কিড চীনে চা কলিকাতার বোটানিক্যাল বাগানে প্রথম রোপণ করেন। ১৮৩৫ সালে প্রথমে আসামে চীনে চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। এখন আসামে ১০ লক্ষ বিঘা জমীতে চা চাষ

হইতেছে, এবং সমগ্র ভারতে চায়ের জমির পরিমাণ ১৫।১৬ লক্ষ বিঘা ভূমি। আসামে প্রতি একার জমিতে ৪০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়—বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে ২০০।২৫০ পাউণ্ড। সমস্ত ভারতবর্ষে ২৪ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। চায়ের মূলধন প্রায় সমস্তই বিলাতী। আসামের চা বাগানে ৮ লক্ষ মজুর কাজ করে। আসামের চা ক্রমে চীনের চাকে বাজার হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। চায়ের কচি পাতা বিশেষ উপায়ে শুকাইয়া ব্যবহৃত হয়; যে চায়ে যত কাচা পাতা ও পত্র মুকুল যত গোটা থাকে, সে চা তত ভাল ও সুগন্ধি সুস্বাদু হয়। আসামের চা দুই প্রকারের—দেশজ ও বর্ণসঙ্কর। ডাঃ স্মিথের মতে চায়ের দ্বারা শরীরের ক্ষয় ত নিবারিত হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কারণ চা উত্তেজক। তবে ইহা ভুক্তদ্রব্যকে সহজে শরীরে গ্রহণের উপযোগী করে, সুতরাং চা খাইতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণ সারবান খাদ্য আহার আবশ্যক। অধিক চা ব্যবহারে অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ হয়, চায়ের ভিতরকার ট্যানিন বিষ—হৃদরোগ, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বায়ুরোগে অত্যন্ত অপকারী।

এই সমস্ত পাঠ করিলে চায়ের অপকারিতা-শক্তি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসক চায়ের অপকারিতা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। এমন বিষাক্ত জিনিসকে বাঙ্গালী কেন যে আদর করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

তারপর সাধারণ পানাগারগুলি কলিকাতার অলি-গলিতে স্থাপিত হইয়া এই সর্ব্বনাশকারী জিনিসের বিস্তৃতি করিতেছে। সাধারণ পানাগার কিছু মন্দ নহে, তবে খোলা ভাঁটী যে প্রকার সমাজের অনিষ্টকর, ইহাও তদ্রূপ। রাস্তায় যাইতে যাইতে মদের দোকান দেখিলে মাতালের প্রাণ কেমন এক প্রকার উদাস হইয়া যায়, সে একদৃষ্টে সেই দোকানের দিকে চাহিয়া থাকে। বর্ত্তমানে ভারতের দারিদ্র্য লইয়া সকলেই আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু চা যে এই দরিদ্র দেশের পক্ষে বিশেষ অপকারী, সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন না। এই চা যদি পল্লীগ্রামে সহরের ন্যায় প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অতি বিষময় ফল হইবে।

দেশের অভাব মোচন করিতে হইলে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ লিখিয়া কোনও কাজ হইবে না। উদাহরণ লোকের চক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইবে। আপনার কু-অভ্যাস থাকিলে আপনার সন্তান-সন্ততি তাহা অনুকরণ করিবে। অতএব এই কু-অভ্যাসকে কি ত্যাগ করা উচিত নহে? আমাদের অনুকরণে সমূহ সর্ব্বনাশ! প্রথমতঃ গৃহে ইহা চলিত হইয়া যাইবে; দ্বিতীয়তঃ, দেশের দরিদ্র লোক ইহা করিতে যাইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।

এক্ষণে আত্মসুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ না করিলে দেশের উন্নতি হইতে পারে না। অনুকরণে আমাদের দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে! আমাদের সানুনয় নিবেদন, সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া এই অনিষ্ট স্রোত নিবারণে চেষ্টিত হইবেন। নিজেরা যদি চা পরিত্যাগ করি, এই দৃষ্টান্ত দেখিলে অনেক উপকার সাধিত হইবে। বাঙ্গালী এখন গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে, যে দিকে স্রোত ফিরাইবেন, সেই দিকে ফিরিবে। বাঙ্গালীর চরিত্র যাহাতে উন্নত হয়, ব্যবহার যাহাতে সংযত হয়, আচার যাহাতে ধর্ম্মানুগত হয়, তাহা

প্রত্যেক বাঙ্গালীর করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই অনুকরণ-স্রোত বন্ধ করিতে হইলে আমাদিগকে এক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্।

জীবিকা।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, জীবিকার জন্য লোককে আজি-কালিকার মত এতটা বিব্রত হইতে হইত না—প্রাতঃকাল হইলে পল্লীগ্রামের লোক বিছানা হইতে উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া কোন মুদির দোকানে, তন্তুবায়ের তাঁতশালায়, কর্ম্মকার বা স্বর্ণকারের কারখানায় পাড়ার লোক সকলে মিলিয়া কোন্ যাত্রার দল কেমন গায়, ওস্তাদী কবির মধ্যে কে ভাল—কে মন্দ, কোন্ বৎসর কাহার জমিতে কেমন ফসল জন্মিল ইত্যাদি নানা বিবরিনী কথাবার্ত্তায় কাটাইয়া স্নানকাল হইলে স্নানের পর পূজাহ্নিক করিয়া জলপান, তাহার পর দিবা দ্বিপ্রহরে ভাত তরকারী খাইয়া একটু বিশ্রামান্তে পূর্ব্বোক্ত স্থানগুলির যে কোনটীতে যাইয়া তাস পাশা শতরঞ্চ খেলার হারজিতের সুখদুঃখভোগে সূর্য্যদেবকে পাটে বসাইয়া ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, অপরে মালা ঘুরাইয়া ভগবন্নাম করিয়া তথায় পূর্ব্ববৎ মিলিত হইতেন এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। বিলাসবাসনার চিন্তা একবারে পরিহার—অন্নের সহিত শাকসবজী বেগুণ কাঁচকলার তরকারির উপর ক্ষুদ্র মৎস্যেই পরিতৃপ্তি—সকলেরই অল্পাধিক চাস ছিল, চাসের ধানের উপর স্বত্ব

জীবিকালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ অর্থেই পর্য্যাপ্তজ্ঞান—কোন কোন সংসারে কেহ কেহ চাকরি করিয়া দশ টাকা পাইলেই সংসারের সচ্ছলতা বৃদ্ধি—দোল দুর্গোৎসবাদি-ক্রিয়া কলাপে তাহার সদ্ব্যয় হইত।

"দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকম্পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥"

এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা রক্ষা পাইলেই সকলে আপনাপনাকে সুখী স্বচ্ছন্দ এবং দিবসের অষ্টম ভাগে শাকভাত খাইয়া অঋণী অপ্রবাসী হইতে পারিলেই গৃহস্থ কৃতার্থ বোধ করিতেন। দুই তিন পুরুষ একান্নে কাল কাটাইতেন, সংসারের মধ্যে দুই একজন উপার্জ্জনক্ষম থাকিলে অভাব অভিযোগের কথা শুনিতে হইত না। এই জন্যেই সেকালে অনেকে অগ্রজের অন্নে, অনুজের অর্থে সুখী হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়েরাও পিতামাতাদি গুরুজনগণকে সুখী রাখিয়া আপনাদের জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিতেন।

এখন আর সে কাল নাই—নানা রকমে খরচ বাড়িয়াছে, বাপখুড়া জ্যেঠা একটু দূরে থাকুন—স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন জন্য অনেককে বিব্রত ব্যতি-ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। আপনি উপায় না করিতে পারিলে সুখস্বস্তি নাই—উপরাক্ষমের জীবন বিড়ম্বনাময়, এ কথা অনেককেই আপনাপন মনে অনুভব করিতে হইতেছে। অতএব আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। এখন অন্যের আশা ছাড়িয়া দাও—পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর নাই। এ কথা এখন অনেকেই বুঝিয়াছে, উপার্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। সুখীস্বচ্ছন্দ হইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। আর বসিয়া কালক্ষেপের সময় নাই। সকলকেই পা-খামাইতে বলি। দেশে চাকরীর বাজার এতই মন্দ যে জুটান কঠিন। লেখাপড়া শিখিয়া অনেকে এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, এমন কাল পড়িয়াছে। এখন কায়িকশ্রমের

মূল্য যতটা বাড়িয়াছে, মানসিক শ্রমের মূল্য ততটা কই—তবে ব্যবসায় যাহাদের মাথা খুলিয়া যায়, তাহাদের কথা পৃথক। সংবাদপত্রে একটি কুড়ি টাকায় কেরাণী চাই বলিয়া বিজ্ঞাপন দাও, শত শত আবেদন-পত্র পাইবে—কিন্তু চাকর পাচক মিলিবে না। তাহার জন্য পথে পথে ঘুরিতে হয়, এমন দুর্দ্দিন দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে। পরের কাজে শ্রম করিয়াও তাহার উপযুক্ত বেতন মিলে না। সমস্ত দিন পরের কাজে খাটিয়া যত লাঞ্ছনানিগ্রহ ভোগ করিবে, তাহার অর্দ্ধেক শ্রমে স্বাধীন ভাবে খাটিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিবে, পরেচ্ছা পালন করিতে হইবে না—পরের আজ্ঞাধীন হইতে হইবে না। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও। ব্যবসায় বাণিজ্যের সহস্র সহস্র পথ পড়িয়া আছে। আমাদের ব্যবসায়ী পড়িতে আরম্ভ কর—স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জনের কত নূতন পথ দেখিতে পাইবে। ধান কাটার সময় পল্লীগ্রামের মাঠে মাঠে ধানের শীস কুড়াইয়া কত লোকে অন্ন করিয়া খায়। সহরে গাড়ীর কয়লা কুড়াইয়াও অনেকে উদরান্ন সংগ্রহ করে। পল্লীগ্রামে নিম্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের এখন যেরূপ মজুরি হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের অন্নকষ্ট না হইবারই কথা। যত কষ্ট, যত অভাব নিঃস্ব ভদ্রসন্তানদের—ভাবনা তাঁহাদেরই জন্য—তাঁহারা সামান্য শ্রমিকের কাজ করিতে পারেন না, অথচ সামান্য লেখা পড়ায় চাকরীও জুটিয়া উঠে না। আজি কালি চুরি ডাকাতির জন্য মধ্যে মধ্যে ভদ্র-সন্তানদিগকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে দেখা যায়। অর্থকষ্টেই তাঁহাদিগকে ঐ সকল নিন্দিত কার্য্যে নিয়োজিত করে, তদ্দ্বারা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া যেরূপ লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতে হয়, তাহা জানিয়া শুনিয়াও দুঃখের দুর্বিষহদহনে দগ্ধ এবং বিতাড়িত

জ্ঞানশূন্য হইয়া এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। দুঃখের জ্বালায় মনের বল থাকে না। একদিকে স্ত্রীপুত্রাদি অবশ্য-প্রতিপাল্য পরিজন-বর্গের অনশনক্লেশ, অন্যদিকে তৎ-প্রতীকারাভাব, অস্থিরতায় তাহাদিগকে আত্মহারা হইয়া আপনার সুখদুঃখের চিন্তা ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে অনশনক্লিষ্ট পরিজনগণের অধিকতর কষ্ট, ইহা তাহারা ভাবিবার সুযোগও লয় না। যে অর্থের জন্য এতই নিগ্রহলাঞ্ছনা, সৎপথে থাকিয়া যখন সহজে তাহা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তখন আর নিন্দিত অনর্থকর উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন কি—আজি-কালিকার যুবকগণের আর একটী দোষ, সহিষ্ণুতার অভাব—এখনকার দিনে অর্থাগমের পথে বিশেষতঃ বাণিজ্য ব্যবসায়ে এরূপ দুশ্চিন্তার মত অনিষ্টকরী আর কিছুই নাই। ইহাতে সদসৎ বিবেচনা-শক্তিকে নষ্ট করে, চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিলে কোন কাজেই সফলতা লাভ হয় না।

যাঁহাদের কিছুমাত্র মূলধনের সংস্থান আছে, তাঁহাদের পক্ষে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম প্রভৃতি স্থানে গিয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন কর্ত্তব্য। সেখানে জমির উর্ব্বরা-শক্তির তুলনায় খাজনা কম, জঙ্গল কাটিয়া লইতে পারিলে আরও কম,—মজুরি শস্তা। দুই আনায় একটা মজুর সমস্ত দিন সন্তোষের সহিত খাটে। বনাঞ্চলে অনাবৃষ্টির কথা অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। স্থানও অস্বাস্থ্যকর নহে, যাতায়াতেও কষ্ট নাই, বেশী সময় লাগে না। এরূপ স্থলে কৃষিবৃত্তি অবলম্বনে দোষ কি,—একটী ছোট খাট বাঙ্গলা বানাইয়া দুই একটী লোক লইয়া গিয়া তথায় বসবাস করা অনেকটা প্রীতিকরও বটে।

ধনিসন্তানেরা ইহাতে রাজি হইবেন না—কেন না, সেখানে জুড়ি মোটর চলে না, চারি পয়সা সের বরফ মিলে না। দুর্নীতিপরায়ণগণের আরও কোন কোন অসুবিধা আছে—সর্ব্বাপেক্ষা এই একটা অতি বড় অসুবিধা—সেখানে ঐশ্বর্য্য দেখাইবার লোক নাই। কোল ভীল সাঁওতাল বই আর

কে আছে? কিন্তু তাহারা যে দেবতা অপেক্ষাও তাঁহাদিগকে প্রাণমনে পূজা করিবে তাহা ভাবিয়া দেখেন না। এখানে পথে নামিলে এক-জন অস্পৃশ্য ব্যক্তি গা-ঘেসিয়া চলিবে, সেখানে দশ হাত দূরে থাকিয়া সে মাথা হেঁট করিবে। ধনিসন্তানগণের জীবিকার জন্য চিন্তা নাই সুতরাং তাঁহাদিগকে একথা বলিতে নাই। তাঁহারা সুখভোগের জন্য জন্মিয়া-ছেন, সুখভোগ করিয়াই চলিয়া যাইবেন, কিন্তু বংশবৃদ্ধিতে বংশধরগণের কুলাইলেই মঙ্গল। সে ভাবনা ভাবিলে তাহাদিগেরও ধনবৃদ্ধির উপায় না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। এখন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া যে মধ্যশ্রেণীর লোক লইয়া এই সংসার চলিতেছে, তাহাদের কথাই বলিতে হইবে।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস শাস্ত্রকার কয়।
তাহার অর্দ্ধেক লাভ কৃষিকর্ম্মে হয়॥
তাহার অর্দ্ধেক লাভ রাজার সেবায়।
ভিক্ষাতে কেবলমাত্র হায় হায় হায়॥

নিজস্ব।

অতএব গৃহস্থ লোকের অর্থবান হইবার একমাত্র উপায় কৃষি।

ধর্ম্মরূপী বকের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

"দিবার অষ্টম ভাগে শাক ভাত খায়।
অঋণী অপ্রবাসী হ'য়ে কাল করে ক্ষয়॥
শুন ওহে বারিচর সেই সুখী নর।
জগতে এই ত খ্যাতি আছে নিরন্তর॥

নিজস্ব।

এখন আর সে কাল নাই—সময়ের স্রোত অন্যদিকে ফিরিয়াছে। উক্ত বাক্য সর্ব্বতোভাবে সত্য হইলেও প্রতিপালনের সুবিধা নাই। এখন

অতি অল্প লোকেই অপ্রবাসী হইয়া সুখী। ঘরে বসিয়া অর্থাগমের উপায় অবধারণ করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিতেছে না, কাজেই প্রবাস আশ্রয় করিতে হইতেছে। আজিকালি চাকরী উপলক্ষে প্রবাস, ব্যবসায় বাণিজ্যোপলক্ষে প্রবাস, অর্থোপার্জ্জনের পন্থা—প্রবাস ব্যতীত অন্যত্র নাই বলিলেও হয়। প্রবাসকষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে অর্থের সচ্ছলতা মিলিবে না, অতএব গৃহত্যাগে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। স্বগৃহবাস প্রবৃত্তি যেন আমাদের সহজাত বা প্রকৃতিগত হইয়া উঠিয়াছে। উহাও আমাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

বার্ষিক চারি টাকা খাজনায় দুই বিঘা জমি লইয়া কলা গাছ পুতিলে যে দেশে ত্রিশ দিনে ত্রিশ টাকা আয়, সে দেশের লোকের দারিদ্র্যদুঃখের কথা শুনিলে দেশের লোককে নিতান্ত নিরুদ্যম নিশ্চেষ্ট বই আর কি বলা যাইতে পারে। ইহাতে প্রবাস কষ্ট নাই, ইহাই বা সকলে করিতে চায় কই?

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

এসেন্স-প্রস্তুত-প্রণালী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ফ্লোরিডা ওয়াটার।—অয়েল ল্যাভেণ্ডার ৪ আউন্স, অয়েল বার্গেমট ৪ আউন্স, অয়েল নিরোলি ২ ড্রাম, অয়েল অরেঞ্জ ৪ ড্রাম, অয়েল ক্লোভস ১ ড্রাম, মস্ক ৪ গ্রেণ, স্পিরিট এক গ্যালন। একত্র করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। পরিশেষে রং করিবার জন্য আবশ্যক-মত টিংচার টান্সা মিশ্রিত করিতে হইবে।

এসেন্স রোজ।—দুই ড্রাম অটোডিরোজ ১ পাইন্ট সুরাসারে দ্রব করিয়া লইবে। কেহ কেহ ইহাকে স্পিরিট ডি রোজ বলিয়া থাকেন।

এসেন্স মস্ক।—দুই ড্রাম মৃগনাভি ষোল আউন্স সুরাসারে ৩ দিন মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। পরে ছাঁকিয়া লইলেই উত্তম এসেন্স প্রস্তুত হইবে। ইহার গন্ধ অতীব মনোহর।

এসেন্স নাগকেশর।—নাগকেশর তৈল দুই ড্রাম লইয়া এক পাইন্ট সুরাসারে দ্রব করিবে। অথবা দুই ড্রাম নাগকেশর তৈল, পনের ফোঁটা কেতকীর তৈল, পনের ফোঁটা যুঁইয়ের আতর, ত্রিশ ফোঁটা এসেন্স মস্ক এক পাইন্ট সুরাসারে দ্রব করিতে হইবে।

এসেন্স হোয়াইট রোজ।—গোলাপী আতর ৪ আউন্স, ভাওলেট ৪ আউন্স, জেসমিন ২ আউন্স, মৃগনাভি ২ গ্রেণ, এই কয় দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিলেই সুগন্ধী এসেন্স হোয়াইট রোজ প্রস্তুত হইবে।

অন্য প্রকার।—অটোডি রোজ ষোল ফোঁটা, অটো যুঁই ৪ ফোঁটা, এসেন্স মস্ক অর্দ্ধ ড্রাম, লবঙ্গের তৈল দুই ফোঁটা এবং সুরাসার দুই আউন্স। একত্রে মিশ্রিত করিতে হইবে।

এসেন্স বকুল।—দুই ড্রাম বকুলের তৈল ও এক ড্রাম নারসিসাস তৈল, এক পাইন্ট সুরাসারে দ্রব করিবে। বকুল করিতে হইলে উহাতে চারি ড্রাম এসেন্স মস্ক দিতে হইবে। বকুলের গন্ধ বড় সুন্দর। কেবল নরসিসাসেও ইহা প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু গন্ধ স্থায়ী হইবে না; এইজন্য বকুলের তৈল মিশ্রিত করিতে হইবে।

এসেন্স ভিক্টোরিয়া।—লবঙ্গ ৪০ গ্রেণ, ভ্যানিলা ১ ড্রাম, সিড্রাট তৈল চারি ফোঁটা, চন্দন এক ড্রাম, দারুচিনি বার গ্রেণ, ভার্ব্বেনার তৈল আট ফোঁটা, অটোডিরোজ আট ফোঁটা, মিরোলি তৈল কুড়ি ফোঁটা, ল্যাভেণ্ডার তৈল এক ড্রাম, আম্বার গ্রিজ ষোল গ্রেণ, টিংচার মস্ক এক ড্রাম, ষোল আউন্স সুরাসারে ১ সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ফিলটার করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

সংবাদ।

আমরা অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্রমশঃ আমরা পুস্তক ও পুস্তিকাগুলির সমালোচনা ও পরিচয় প্রদান করিব।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার্স ডায়মণ্ড মার্চ্চেণ্টস্ মণিলাল কোংর উত্তরোত্তর উন্নতির কথা শুনিয়া প্রকৃতই আমরা সুখী। শুনিলাম, এ বৎসর ইঁহারা ৺পূজার সময় একখানি সুবৃহৎ ক্যাটলগ প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ বৃহৎ ক্যাটলগ এ পর্য্যন্ত ভারতের কোন জুয়েলারি ফারমে প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে নূতন প্যাটার্ণের অসংখ্য গহনার ডিজাইন আছে। এই ক্যাটলগখানিতে ইঁহারা পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত সংবাদ-পত্র ও মাসিক-পত্রগুলি আমরা ব্যবসায়ীর বিনিময়ে নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইতেছি। এজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

১। বঙ্গবাসী। ২। সঞ্জীবনী। ৩। জগজ্জ্যোতি। ৪ মেদিনীবান্ধব। ৫। আনন্দ বাজার পত্রিকা। ৬। নীহার। ৭। ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ। ৮। পল্লীবার্ত্তা। ৯। প্রসূন। ১০। অর্চ্চনা। ১১। মুসলমান। ১২। রত্নাকর। ১৩। সময়। ১৪। বীরভূম বার্ত্তাবহ। ১৫। বঙ্গদর্শন। ১৬। ভারতী। ১৭। পুরুলিয়া দর্পণ। ১৮। চারুমিহির। ১৯। মালদহ সমাচার। ২০। বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী। ২১। বিশ্ববার্ত্তা। ২২। নমশূদ্র। ২৩। মানসী। ২৪। প্রজাপতি। ২৫। এডুকেশন গেজেট। ২৬। নায়ক।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক "সংসার-চিত্র," "মানবচিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "জীবন-সংগ্রামের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার "জীবন-সংগ্রাম" পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে বাহির হইয়াছে এবং কয়েকখানি সুন্দর হাফ্‌টোন্ ছবি থাকায় সোণায় সোহাগা হইয়াছে।

ব্যবসায়ীতে বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

ব্যবসায়ীর গ্রাহক ছাড়া প্রতি মাসে তিন হাজার কাপি প্রতি জেলা নূতন নূতন স্থানে প্রেরিত হইতেছে। যাঁহারা ব্যবসায়ীতে বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহারা যথেষ্ট লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন-দাতাগণ নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বিশেষ বাধিত হইব।

১। এক বৎসরের চুক্তিতে ব্যবসায়ীতে বিজ্ঞাপন দিলে প্রতি পেজ ৫৲ টাকা, অর্দ্ধপেজ ৩৲ টাকা, সিকি পেজ ২৲ টাকা, সিকি পেজের কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

২। কভারের প্রথম পেজের নিম্নে অর্দ্ধ পেজ ১০৲ টাকা, (দুই কলারে ছাপা হইবে)। কভারের দ্বিতীয় পেজ ৮৲ টাকা, কভারের তৃতীয় পেজ ৮৲ টাকা, কভারের চতুর্থ পেজ ১২৲ টাকা (দুই কলারে ছাপা হইবে)।

৩। উপরের লিখিত মূল্য ব্যতী কম বা বেশী মূল্য গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি মাসে অগ্রিম দেয়।

৪। নামজাদা ও বিশ্বস্ত ফারম ব্যতীত অন্য ফারমের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করি না।

৫। ব্যবসায়ীতে ক্রোড়পত্র দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার মূল্যাদি সম্বন্ধে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঠিক করিতে হয়।

৬। দুই এক মাসের জন্য অস্থায়ী বিজ্ঞাপন দিলে উপরোক্ত মূল্যের দেড় গুণ মূল্য দিতে হইবে।

৭। প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতাকে প্রতি মাসে ১ খানি করিয়া "ব্যবসায়ী" বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ব্যবসায়ী

১৪ নং গৌরলাহাষ্ট্রীট, কলিকাতা।